ĀNANDALAHARĪ

Śaṅkarāchārya

Calcutta
Purnananda Ghosh Roy
1987

ক্বণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভস্তনভরা
পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা।
ধনুর্ব্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা ॥ ৭ ॥

অস্যা ধ্যানমাহ ক্বণদিতি। পুরমথিতুঃ শিবস্য আহোপুরুষিকা অহঙ্কাররূপা নোঽস্মাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আস্তাং প্রত্যক্ষীভবতু। সা কিম্ভূতা ? ক্বণৎ শব্দায়মানং কাঞ্চীদাম যস্যাঃ। পুনঃ করিকবভকুম্ভস্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকস্য কুম্ভ ইব স্তনয়োর্ভরো যস্যাঃ। করীব কবভঃ কবিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ। মধ্যে ক্ষীণা। পূর্ণশবচ্চন্দ্র ইব বদনং যস্যাঃ। কবতলৈর্ধনু-র্ব্বাণান্ পাশং অঙ্কুশমপি দধানা। অত্র শিনীবীজমুদ্ধবন্তি। বাণশব্দাৎ বকারঃ। করতলশব্দাৎ লকারঃ। পুরমথনশব্দাদূকারঃ। আস্তাং শব্দা-দ্বিন্দুঃ। এতেন ব্লূঁ ॥ ৭ ॥

পুষ্পময় পাঁচটীমাত্র ; সারথি বসন্তকাল এবং সাংগ্রামিক রথ মলয়পবন ; অনঙ্গ এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও তোমার কৃপা-কটাক্ষবলে একাকীই সমুদায় জগৎ জয়পূর্ব্বক বশীভূত করিতেছেন। ৬।

যাঁহার কটিদেশে অপূর্ব্ব রসনা মধুর স্বরে শব্দায়মানা হইতেছে, যাঁহার স্তনমণ্ডল তরুণমাতঙ্গ-কুম্ভের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে ; যাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণতর ; যাঁহার বদন-মণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণশশধর-সদৃশ ; যিনি করতলচতুষ্টয়ে শর, শরাসন, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন ; ঈদৃশ

টিপ্পনী।—এস্থলে কামপি শব্দে ককার। মলয় শব্দে লকার। মৌর্ব্বী শব্দে ঈকার। পৌষ্প শব্দে বিন্দু। ইহাদ্বারা ক্লীং এই কামবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। ৬।

সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ। সুধেতি। কতিচন ধন্যা জনা চিদানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং ভজন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ। নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি। কুত্র? শিবাকারে মঞ্চে। ত্বাং কিম্ভূতাং? পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং। তদুক্তং যামলে ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতাঃ। এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ। তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈর্মঞ্চং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য তত্রস্থামিত্যর্থঃ। অথবা শিবো হকারঃ, তদাকার ওকারঃ গজকুম্ভাকৃতিত্বাৎ এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরমশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্য্যঙ্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব নিলয়ো যস্যাঃ। এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ। অতএব চিদানন্দলহরীতি বিশেষণং সম্পদ্যতে। যতঃ শিবশক্তিসমাযোগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি। অথবা শিবাকারে হকারাবয়বে হকারাদ্ধে মঞ্চে ইত্যর্থঃ। পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপামিত্যর্থঃ। পীঠস্থানমাহ। সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে অমৃতার্ণবস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ কুলামৃতং কারণামিতি শিবসঙ্কেতঃ। কল্পবৃক্ষবাটিকাবৃতে মণিময়দ্বীপে কদম্বোপবন-

---

মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তুমি ভগবান্ ভূতনাথের আহোপুরুষিকা-স্বরূপা অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপা হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হও। ৭।

টিপ্পনী।—এস্থলে শিবাবীজ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা বাণশব্দে বকার। করতল শব্দে লকার। পুরমথন শব্দে উকার। আস্তাং শব্দে বিন্দু। ইহাদ্বারা ব্লুঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। ৭।

যুতে চিন্তামণিরচিতমণ্ডপে। এতেন আধারাধেযক্রমেণ ষট্পীঠানন্তরং পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং দেবীং ধ্যায়েৎ। অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেত-বীজঞ্চোদ্ধরন্তি। কতিচন শব্দাৎ ককারঃ। লহরীং শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ। এতেন ক্লীঁ ইতি কামেশ্বরী। শিবশব্দেন হকারঃ। সুধা-সিন্ধোঃ শব্দাৎ সকার-ঔকারবিসর্গাঃ। এতেন হসৌঃ॥ ৮॥

জননি! তুমি, সুধাসাগর-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরি-বৃত মণিময় দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবন মধ্যে চিন্তামণিগৃহে পঞ্চশিবোপরি স্থাপিত পর্য্যঙ্কের উপরি পরম-শিবময় আসন করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেছ। কোন কোন ধন্য ব্যক্তি তোমাকে আনন্দলহরী-স্বরূপা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-পরমব্রহ্মস্বরূপা জানিয়া তোমার এইরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করেন। ৮।

টিপ্পনী।—এস্থলে সুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিময়দ্বীপ, নীপোপবন, চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ, এই ষট্ পীঠের ধ্যান হইতেছে। টীকাকার লিখিয়াছেন, চারি শিবের উপরি পর্য্যঙ্ক এবং পর্য্যঙ্কস্থিত পরমশিবের উপরি দেবীর অধিষ্ঠান। ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরে দৃষ্ট হইতেছে, মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপূরে রুদ্র, অনাহত চক্রে নারায়ণ এবং বিশুদ্ধচক্রে সদাশিব, এই পঞ্চ শিবের উপরি দেবীর পর্য্যঙ্ক কল্পিত হইতেছে। টীকাকার স্বয়ং যামল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, "এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ। অর্থাৎ এই পঞ্চশিব দেবীর সিংহাসনের নিম্নে আছেন। দেবীর সিংহাসন পঞ্চকোণ, এক এক কোণে এক এক শিব সিংহাসনের পাদস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি ॥ ৯ ॥

মহীমিত্যাদি। হে দেবি! ত্বং সকলং কুলপথং ভিত্ত্বা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপেণ সহস্রারে পদ্মে রহসি নির্জ্জনে অর্থাৎ অকুলস্থানে নাদেনৈকীভূয় পত্যা বিন্দুরূপেণ সহ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ। অমৃতাপ্লাবনং পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ মহীং মূলাধার ইত্যাদি। মহীং পৃথ্বীং কং জলং হুতবহং অগ্নিং মরুতং বায়ুং উপরিশব্দস্য সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োপরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং ভ্রূমধ্যে মনঃ, এতদেব সকলং কুলপথং ভিত্ত্বেত্যন্বয়ঃ। তথা হি মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্।

সিংহাসনের উপরি আজ্ঞাচক্রস্থিত পরশিব শয়ান রহিয়াছেন; তদুপরি প্রণবের উপরিস্থিত নাদরূপা অথবা নির্ব্বাণকলারূপা ভগবতী ত্রিপুরা দেবীর অধিষ্ঠান। অথবা "শিবাকারে মঞ্চে" এস্থলে শিবশব্দে হকার; তদাকার অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি ওকার। ওকাররূপ পর্য্যঙ্কে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অধিষ্ঠান। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা। অথবা শিবাকার অর্থাৎ হকারার্দ্ধরূপ মঞ্চে কামকলাস্বরূপা। এস্থলে কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল। কতিচনশব্দে ককার। লহরীং শব্দে লকার ঈকার ও অনুস্বার। ইহাদ্বারা ক্লীঁ এই কামেশ্বরী বীজ উদ্ধৃত হইল। শিবশব্দে হকার। সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার ঔকার ও বিসর্গ। ইহাদ্বারা হসৌঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল। ৮।

বিশুদ্ধমাজ্ঞাচক্রঞ্চ গুদমেঢ্রক্রমাদ্বিদুঃ। অন্যত্র গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদি কণ্ঠে ভ্রুবোরপি। মহী বহ্নির্জ্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদ্দিশেৎ। এতৎ কুলপথং বিদ্যাদকুলঞ্চ ততঃপরম্। ষট্চক্রাণ্যেব ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনস্তপঃ সত্যং সংজ্ঞাঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োর্ব্যতিক্রমেণান্বয়ঃ মহাভূতক্রমানুরোধাৎ। অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি। অত্র মেদিনীবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। মহীং শব্দাৎ মকারানুস্বারৌ কুলপথশব্দাদুকারলকারৌ। এতেন ম্লুঁ॥ ৯॥

জননি! তুমি কুলকুণ্ডলিনী-স্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরস্থিত বহ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্র-স্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্র-স্থিত আকাশমণ্ডল, ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত মনশ্চক্র, এই ষট্চক্র ও অন্যান্য গুপ্তচক্রভেদ পূর্ব্বক কুলপথদ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার করিয়া থাক। ৯।

টিপ্পনী।—এই শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে মূলাধার ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণিপুর স্বর্লোক, অনাহতচক্র মহর্লোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক, আজ্ঞাচক্র তপলোক, সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় ঘটনা হইতেছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও সেই সমুদায় ঘটনা হইয়া থাকে। এতদনুসারে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি দর্শনে জ্যোতিষ শাস্ত্রদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের ভাবী শুভাশুভ ঘটনা নিরূপিত হয়। এস্থলে মহীং শব্দে মকার ও অনুস্বার, কুলপথ শব্দে উকার ও লকার। ইহাদ্বারা ম্লুঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। এস্থলে কিরূপে ষট্চক্র ভেদ করিতে হইবে, তাহা বর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রথমত ষটচক্রের বিবরণ কীর্ত্তিত হইতেছে।—

—জীবগণের শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিনটী নাড়ী মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী চন্দ্র; ইহা মনুষ্যের বামদিকে আছে। পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্য; ইহা দক্ষিণদিকে রহিয়াছে। মধ্যস্থলে অগ্নিস্বরূপা সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে। এই সুষুম্না নাড়ীতেই ষট্‌চক্র সন্নিবেশিত। মূলাধার পদ্মকে মুক্তত্রিবেণী বলা যায়, কারণ ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনা ও সুষুম্না নাড়ীকে সরস্বতী নদী বলা হইয়া থাকে। মূলাধারে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পর পৃথক্ প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব্বার আজ্ঞাচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আজ্ঞাচক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায়। বামে ইড়া নাড়ী ঈষৎ শুক্লবর্ণা চন্দ্রস্বরূপা ও অমৃতময়ী। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী রক্তবর্ণা সূর্য্যরূপা ও বিষস্রাবিণী। মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী; তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রা নাড়ী রহিয়াছে। ইহাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলা যায়। চক্রস্থিত সমুদায় পদ্ম এই নাড়ীতেই গ্রথিত রহিয়াছে। সমুদায় চক্রই এই নাড়ীর গ্রন্থিস্বরূপ। এই ব্রহ্মনাড়ীর স্থূলতা একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্ম সমুদায়ও এইরূপ সূক্ষ্ম, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ভাবনা হয় না বলিয়া চতুরঙ্গুলিপরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় যদিও অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা ঊর্দ্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এইজন্য যোগীরা পদ্ম সমুদায় ঊর্দ্ধমুখই ভাবনা করেন। অধোমুখ সমুদায় পদ্মের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখ একটী করিয়া পদ্ম আছে। মূলাধার পদ্মের নিম্নে তড়িৎপ্রভ শক্তিগণ-সমন্বিত রক্তবর্ণ একটী সহস্রদল কমল রহিয়াছে।

গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধার পদ্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল; পদ্মপত্রচতুষ্টয় রক্তবর্ণ, এই পত্রচতুষ্টয়ে ব শ ষ স এই চারিটী মাতৃকাবর্ণ আছে। বর্ণ চারিটী সুবর্ণবর্ণ। এই পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশ বায়ুপত্র হইতে যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যস্থলে পল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্তু-সদৃশ-সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্ম ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে সেই ব্রহ্মবিবরও অধোভাগে আছে। রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, এই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। এই ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্পবায়ু বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অষ্টবজ্র-বিভূষিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল। ইহাতে লং বীজ ও হস্তিবাহন পৃথিবী আছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে প্রথম-শিবস্বরূপ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা রক্তবর্ণা ডাকিনীশক্তিও আছেন। এই মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়া গিয়াছে।

মূলাধারের উপরিভাগে নাভির নিম্নে স্বাধিষ্ঠানচক্র; ইহা ষড়্‌দল। পদ্মের কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পত্র সমুদায় বিদ্যুদ্বর্ণ। বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী বর্ণ ষড়্‌দলে আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ, ক্রূরতা, এই ছয়টী বৃত্তিও ছয় দলে রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবতা আছেন। বিষ্ণু নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহাদিগের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিণী-

শক্তি, অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল, শুভ্র-মকরবাহন বরুণনাড়ী এবং বং এই বরুণবীজ রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলে মণিপুর-নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম রহিয়াছে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটী বর্ণ ক্রমশ দশ দলে আছে। এই বর্ণগুলি নীলবর্ণ। এতদ্ব্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষ্যা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায় মোহ, ঘৃণা, ভয়, এই দশটীও দশ দলে আছে। ইহার কর্ণিকান্তর্গত ত্রিকোণমধ্যে রং বীজ, স্বস্তিকত্রয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই রুদ্র বরাভয়-মুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজ-বিভূষিত, সিন্দূরবর্ণ, ত্রিলোচন, বৃদ্ধাকার ও ভস্ম-বিভূষিত শরীর। ইঁহার সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পীতবিভূষণ-বিভূষিতা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, মদমত্তচিত্তা লাকিনী-শক্তি শোভা পাইতেছেন। এই পদ্মের উপরিভাগে ভানু-ভবন ও সূর্য্যমণ্ডল রহিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয়, এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

এই মণিপূরের উপরিভাগে হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান অষ্টদল কমল। তাহার উপরি অনাহত চক্রনামে রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ সিন্দূরবর্ণ বর্ণ দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণমণ্ডল আছে,

যাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানে নারায়ণ ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। নারায়ণ তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ; দ্বিভুজ এবং বর ও অভয়মুদ্রা-ধারী। ইহাঁর নিকট কাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও চারি হস্তে পাশ, পানপাত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্দ্রহৃদয়া, মত্তা ও অস্থিমালা-বিভূষিতা। এই স্থানে কাল-রাত্রি প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তি আছেন। এই চক্রে যং এই বায়ুবীজ, ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণমণ্ডল, গোলাকার বায়ুমণ্ডল, ও কৃষ্ণ-সারবাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন শোভা পাইতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্ব্বাত দীপকলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্র ও ভারতীস্থান-নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৯৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের মধ্যে এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদায় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, সপ্ত দলে এই সপ্ত স্বর, অবশিষ্ট নবদলে বিষ, হুঁ, ফট্, বৌষট্ বষট্ স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত, এই নয়টী আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডলমধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে সকলের মূলমন্ত্র আছে। বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমণ্ডলও এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হং এই আকাশ-বীজ, স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমণ্ডল এবং শ্বেত হস্তীতে আরূঢ় শুক্লবস্ত্র-পরিধান আকাশ আছেন। আকাশের চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট অর্দ্ধ-

নারীশ্বর শিব; ইঁহাকেই সদাশিব বলা যায়। ইনি শুক্লবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভুজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান। ইঁহার নিকট শাকিনী শক্তি আছেন। শাকিনী শুক্লবর্ণা ও পীতবসনা; তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ।

এই চক্রের উপরি তালুমূলে একটী গুপ্তচক্র আছে। ইহার নাম ললনাচক্র। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও দ্বাদশদল। ইহার এক এক দলে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম ও উর্ম্মি, এই দ্বাদশটী বৃত্তির মধ্যে এক একটী বৃত্তি আছে।

ইহার উপরি ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল কমল। ইহার উপরি গমন করিতে গুরুর আজ্ঞামাত্র আছে, বিশেষ উপদেশ নাই। এই চক্রভেদ হইলে সাধক স্বয়ংই ব্রহ্মস্থানে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হং ক্ষং এই দুইটী রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে লং এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়াছে। দুই পত্রে ও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণ আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডলমধ্যে প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতরলিঙ্গ আছেন। এই স্থানে হংসরূপ পরশিব ও তাঁহার শক্তি সিদ্ধকালী আছেন। ইহা যং বীজ ও বায়ুর আলয়। ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা, ষণ্মুখ-সুশোভিতা চতুর্ভুজা হাকিনীশক্তি রহিয়াছেন। তাঁহার চারি হস্তে জ্ঞানমুদ্রা কপাল ডমরু ও জপমালা। এই চক্রকে পরমকুল বলা যায়। এই চক্রে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। এই চক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায় কারণ, এই স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীরূপা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ী একত্র মিলিত হইয়া সহস্রারপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

৮ ইহার উপরি একটী গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনধা। ইহা ষড়্‌দল পদ্ম। ইহার এক এক দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন, এই কয়েকটী বৃত্তি যথাক্রমে আছে।

ইহার উপরিভাগে আর একটী গুপ্তচক্র আছে। তাহার নাম সোমচক্র। এই সোমচক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শ দলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলা ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠ কলা সম্পৎ, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশ কলা গাম্ভীর্য্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দ্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য এবং ষোড়শ কলা, একাগ্রতা।

ইহার উপরি নিরালম্বপুরী। যোগীরা এই নিরালম্বপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করেন। এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখাসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রহিয়াছে। ইহার উপরি শ্বেতবর্ন নাদ, তদুপরি বিন্দু। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদল কমলের নিম্নে একটী ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্নিকাতে বিদ্যুৎসদৃশ অকথাদি ত্রিকোণরেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর শেষ সীমা। ইহার উপরি নানাবর্ন অধোমুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশদলের উপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনীশক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরমশিব আকাশরূপী। ইনিই পরমাত্মা, ইনিই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। ইহাকে

শৈবেরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ, কেহ কেহ হরিহর-স্থান, কেহ কেহ শক্তিস্থান, কেহ কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কেহ পরমহংস, কেহ কেহ পরমজ্যোতি, শাক্তেরা দেবীস্থান, সাঙ্খ্যমুনিরা প্রকৃতি-পুরুষস্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে কুলস্থানও বলেন, কেহ কেহ এই পরমশিবকে অকুল বলেন। উক্ত দ্বাদশদল কমলের উপরি সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও ত্রিকোণ অকথাদিরেখা আছে; তন্মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দুরূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংসপীঠের উপরি গুরু-পাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠস্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণব-স্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ।

এই সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমানাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। এই অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্ম্মলা, বিদ্যুৎসদৃশ তেজস্বিনী, পদ্মমৃণাল-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও অধোমুখী। এই অমা-কলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে।

অমাকলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী। ইহা কেশের সহস্রাংশসদৃশ সূক্ষ্মা। এই নির্ব্বাণকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। এই নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে পরমনির্ব্বাণশক্তি আছেন। ইহাও সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমতী, অতীব সূক্ষ্মা ও তত্ত্বজ্ঞানজনিকা। ইহার উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য আনন্দস্থান ও নিখিল আনন্দের মূল। এই পর্য্যন্তই গুরুশিষ্যভাব ও উপদেশ। ইহার উপরি শিবের সপ্তমমুখ অব্যক্ত। ষড়াম্নায় পর্য্যন্ত

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি॥ ১০॥

কুণ্ডলিন্যা আরোহণমুক্ত্বা অবরোহণমাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাদি। হে দেবি! পুনরপি রসাম্নায়মহসা ষট্‌চক্রতেজসা উপলক্ষিতা সতী অর্থাত্তেনৈব পথা স্বাং ভূমিং নিজবসতিস্থানং মূলাধারম্ অবাপ্য। তথা চ শ্রুতিঃ। পার্থিবাপস্তৈজসবায়ব্য-নাভসনামানি ষট্‌চক্রাণি শান্তবাম্নায়মিতি। স্বমাত্মানং স্বশরীরং ভুজগনিভং সর্পাকারং অধ্যুষ্টবলয়ং সার্দ্ধত্রিবলয়ং কৃত্বা কুলকুণ্ডে আধারপদ্মাধস্ত্রিকোণে স্বপিষি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিম্ভূতে? কুহরিণি সচ্ছিদ্রে। এতেন কুণ্ডলিন্যাঃ সর্পাকৃতিত্বাৎ কুলকুণ্ডস্য সর্পশয়নযোগ্যতা সূচিতা। কিং কুর্ব্বতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টিসম্পাতৈঃ প্রপঞ্চং ষট্‌চক্রাত্মকং দেহং সিঞ্চন্তী। তথা চ শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়ন্তি। শুক্লরক্তমিশ্রনির্ব্বাণসংজ্ঞং সত্ত্বরজস্তমোঽতীতগুণপ্রধানম্। তত্র শুক্লরক্তয়োরাজ্ঞাচক্রং স্থানং মিশ্রস্য হৃৎকমলং নির্ব্বাণস্য সহস্রারম্। তদুক্তং ভগবতা দত্তাত্রেয়েণ। ভ্রূমধ্যগৌ বধিহরৌ তব রক্ত-

---

উপদেশ আছে। সপ্তমাম্নায়ের উপদেশ নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে অকারাদি বর্ণসমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। মূলাধার প্রভৃতি চক্র সমুদায়ে অথবা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় দার্থ আছে, এখানে তৎসমুদায় অব্যক্তভাবে রহিয়াছে।

যে রূপে কিরূপে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া পরমশিবের সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহা যদিও গুরূপদেশ সাপেক্ষ, তথাপি সংক্ষেপে পরশ্লোকের টিপ্পনীতে তাহার প্রণালী বর্ণন করিতেছি। ৯।

শুক্লৌ পাদৌ রজোঽমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। সৃষ্টিস্থিতী বিতনুতে হৃদয়ে তৃতীয়মঙ্ঘ্রিং ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্রবীর্য্যঃ॥ তূর্য্যং তবাঙ্ঘ্রিকমলং নিরুপাধিবোধং সান্দ্রামৃতং শিবপদে সততং নমামি॥ শ্লোকদ্বয়েন শ্রীমত্যাঃ কুণ্ডলিন্যাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে, মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং। জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং। শ্রীমন্মাধবাচার্য্যপাদাঃ। প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তিঃ সা জ্ঞেয়া ত্বগাদিধাতুনির্ম্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েদ্দ্বাদশারং বিকস্বরং। যোনিস্তৎকর্ণিকামধ্যে কুলনাড়ময়ী স্থিতা। বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি চন্দ্রমাঃ। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। ঊর্দ্ধকোষ্ঠাৎ সুষুম্নাখ্যা ধুস্তূরকুসুমাকৃতিঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী ধ্যেয়া পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী। তদ্বর্ণব্রহ্মপদবী বিষতন্তুতনীয়সী। মধ্যমেরুগতা নিত্যং সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রকং। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ। তস্মাচ্ছিখা সমুদ্ভূতা স্থিরবিদ্যুল্লতাসমা। তদূর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্ভূমুখবোধিনী। মূলাব্জকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতং। ধ্যায়েল্লিঙ্গমধোবক্ত্রং লোহিতং বন্ধুজীববৎ। শারদাযান্তু। আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরং। জ্যোতিষাং মন্দিরং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ। তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরিস্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুষুপ্তভুজগাকৃতিঃ। গৌতমীয়ে গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং ক্রমাত্তাঞ্চ প্রবর্দ্ধয়েৎ। লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রং প্রাপয়েৎ। শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ। তত্রোত্থিতামৃতং যত্তদ্দ্রুতলাক্ষারসোপমং। পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাং। ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ। অত্র বিমলাবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। অবাপ্যশব্দাৎ মকারঃ যুগলশব্দাৎ লকারঃ। ভূমিং শব্দাদূকারানুস্বারৌ এতেন ম্লূঁ॥১০॥

দেবি! তুমি কুলপথদ্বারা ষট্চক্রভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে আরোহণ করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হও, তখন তোমার চরণযুগলের প্রান্ত হইতে বিনিঃসৃত অমৃতধারা

বর্ষণদ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতাগণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্ব্বার তুমি সেই কুলপথদ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি সর্প-রূপিণী করিয়া সচ্ছিদ্র কুলকুণ্ডে অর্থাৎ মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গে নিদ্রিতা হইয়া থাক। ১০।

টিপ্পনী।—এস্থলে বিমলাবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। অবাপ্য শব্দে মকার। যুগলশব্দে লকার। ভূমিং শব্দে উকার ও অনুস্বার। ইহাদ্বারা ম্লূঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল।

ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবের সহিত যোগ করিতে হইলে প্রথমত যং এই বায়ু-বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বামনাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধার-স্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিক্‌স্থিত বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। পরে উক্ত পবনদ্বারা বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপদ্বারা এবং হূঁ এই বীজ উচ্চারণদ্বারা জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। পরে হংস এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচন দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে যিনি সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক ফণাদ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিতা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনাদ্বারা অভ্যস্ত হইলে যখন কুণ্ডলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব

করিতে পারিবেন। এস্থলে কিরূপে মূলাধার সঙ্কোচিত করিতে হইবে, কিরূপে প্রাণ ও অপানের যোগ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে, কিরূপে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে, কিরূপে অতীব কঠিন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইবেন, তৎসমুদায় গুরূপদেশ-সাপেক্ষ।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধগমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনীশক্তি এবং মূলাধারস্থিত সমুদায় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিসমুদায় তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শূন্য মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া যখন যে পদ্মে গমন করিবেন, তখন সেই পদ্মই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিনীশক্তি এবং এতৎচক্রস্থিত সমুদায় দেবগণ, মাতৃকাবর্ণ ও ক্রূরতা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথিবীবীজ জলমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে। এতৎচক্রস্থিত বৈকুণ্ঠধাম, গোলক ও তত্তৎস্থান-নিবাসী দেবগণ, মাতা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মণিপূরে উত্থিত হইবেন। এতৎ-চক্রস্থিত রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনীশক্তি,

অন্যান্য দেবগণ, রুদ্রলোক, মাতৃকাবর্ণ ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি, কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। বং বীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে; বহ্নিও রং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ইহা ভেদ করিতে সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং উদরাময়ও হয়।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূর পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন। এতৎচক্রস্থিত লক্ষ্মী, নারায়ণ, কাকিনী-শক্তি, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, অহঙ্কার কপটতা প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। রং বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে, বায়ুও যং বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও কিঞ্চিৎ দুরূহ।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতী-স্থাননামক বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইবেন। এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি চক্রস্থ সমুদায়, কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। যং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং বীজে পরিণত হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ললনাচক্র নামক গুপ্তচক্র ভেদপূর্ব্বক যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন পরশিব, সিদ্ধকালী, হাকিনীশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্ত্ব রজ তমোগুণ ও এতৎ-চক্রস্থিত অন্যান্য সমুদায়, তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং এই আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয়প্রাপ্ত হইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি

বলা যায়। ইহা ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরম-শিবে সংযুক্ত হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদপূর্ব্বক যেমন উত্থিত হইতে থাকেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। পরে তিনি পরমশিবে সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃতদ্বারা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন হয়েন। রমণী-সম্ভোগসময়ে শুক্রোৎসারণকালে যেরূপ অনির্দ্দেশ্য আনন্দ অনুভব হয়, ইহা তাহার অনুরূপ হইলেও তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ ও অনির্ব্বচনীয়।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে স্থানে বা চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই স্থানের ও চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি, বিন্দু নাদ প্রণব নিরালম্বপুরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে মন, পরশিব, সিদ্ধকালী, হাকিনী-শক্তি, সত্ত্ব রজ তমোগুণ ও অন্যান্য চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন। মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধ চক্রে উপনীত হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধ-

নারীশ্বর শিব, শাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর, অমৃতপ্রভৃতি আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হং বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে। আকাশ হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপন করিয়া অনাহতচক্রে প্রতিগমন করিবেন। এই স্থানে লক্ষ্মী, নারায়ণ, কাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায় তাঁহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। যং বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে রং এই বহ্নিবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপুরে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে রুদ্র ও ভদ্রকালী, লাকিনীশক্তি, এতৎ-চক্রস্থিত বর্ণ সমুদায়, লজ্জা ভয় ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায় এবং এতৎ-চক্রস্থিত অন্যান্য দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। পরে রং বীজ হইতে তেজের উৎপত্তি হইবে। পরে তেজ হইতে বং এই বরুণবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে মহালক্ষ্মী, মহাবিষ্ণু, সরস্বতী, রাকিণীশক্তি, বর্ণসমুদায়, ক্রূরতা প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায়, বৈকুণ্ঠ, গোলোকধাম এবং এতৎ-চক্রস্থিত আর আর সমুদায় সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। বং বীজ হইতে জল উৎপন্ন হইলে ঐ জল হইতে লং এই পৃথ্বীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে গমন করিলে তাঁহার শরীর হইতে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, যোগানন্দ

চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি
প্রভিন্নাভিঃ শম্ভোর্নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ।
ত্রয়শ্চত্বারিংশদ্বসুদলকলাব্জ-ত্রিবলয়-ত্রিরেখাভিঃ
সার্দ্ধং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥ ১১ ॥

অথ বাহ্যপূজার্থং শ্রীমত্যা যন্ত্রমাহ। চতুরিতি। হেমাতশ্চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ ঊর্দ্ধমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিরধোমুখীভিঃ ইত্যেবং প্রকারেণ প্রভিন্নাভির্নবভিরূর্দ্ধমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শম্ভোর্ব্বিন্দুরূপস্য মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ গৃহকোণাঃ পরিণতাঃ নিষ্পন্নাঃ। তে কতিসংখ্যা ইত্যাহ ত্রয়শ্চত্বারিংশদিতিসংখ্যাঃ। নহি কেবলং কোণমাত্রেণ চক্রনিষ্পত্তির্ভবতীত্যাহ বসুদল-অষ্টদল-কলাব্জ-ষোড়শদলাব্জত্রিবলয়ত্রিবৃত্তভূপুরৈঃ ত্রিভিঃ সার্দ্ধং নিষ্পন্নত্বাদিত্যন্বয়ঃ। এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোঽষ্টকোণং ততো দশকোণদ্বয়ং ততশ্চতুর্দ্দশকোণং। তত্র প্রথমত্রিকোণস্য অষ্টকোণে কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কোণাঃ। ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্তষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপুরত্রয়মিতি শ্রীচক্রং। ততোঽন্যত্রাপি স্তোত্রোপদেশেন যন্ত্রোদ্ধারঃ। শ্রীমত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহ্যদিক্কোণযুক্পরচতুর্দ্দশকোণ যুক্তম্। বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্ম্মুখমিতি প্রণমামি চক্রম্॥ অত্র বিন্দুশব্দাভাবেঽপি শম্ভুশব্দাদেব বিন্দুর্লভ্যতে। ঊর্দ্ধমুখস্য বহ্ন্যাত্মকতয়া শম্ভোস্তদাত্মকত্বাৎ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞা। অধোমুখস্য শক্ত্যাত্মকত্বাৎ

প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। লং এই বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া মুখদ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইয়া থাকিবেন। জীবাত্মাও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। ১০।

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।
যদালোক্যৌৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা
তপোভির্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্॥ ১২॥

যুবতীসংজ্ঞা। তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ। পঞ্চশক্তিশ্চতুর্বহ্নিঃ সংযোগাচ্চক্র-সম্ভবঃ। নির্ম্মাণন্তু গুরুমুখাৎ। অত্রাপ্যরুণাবীজমুদ্ধরন্তি। কলাজশব্দা-জ্জকারঃ। শম্ভোঃ শব্দাৎ শকারঃ। রেখা শব্দাদ্রেফঃ। প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ। সার্দ্ধং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন জশ্রীং॥ ১১॥

শ্রীমত্যা ধ্যানফলমাহ ত্বদীয়মিতি। হে তুহিনগিরিকন্যে! হিমালয়-কন্যে! ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি

মাতঃ! চারিটী ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, পাঁচটী অধোমুখ ত্রিকোণ, এই নয়টী মূলপ্রকৃতি মিলিত হইয়া ত্রিচত্বারিংশৎকোণ হইলে তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত অষ্টদল, তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ষোড়শ-দল, তাহার বহির্দ্দেশে তিনটী বৃত্ত, তাহার বহির্দ্দেশে তিনটী ভূপুর অঙ্কিত করিলে শ্রীচক্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১১।

টিপ্পনী।—অগ্রে বিন্দু, পশ্চাৎ ত্রিকোণ, পরে অষ্টকোণ, পরে দশকোণদ্বয়, তৎপরে চতুর্দ্দশকোণ অঙ্কিত করিলে চত্বারিংশৎ কোণ হইবে, কারণ, প্রথম ত্রিকোণের কোণদ্বয় অষ্টকোণে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে পঞ্চচত্বারিংশৎ কোণের দুইটী কোণ ন্যূন হইতেছে। এস্থলে অরুণাবীজ উদ্ধৃত হইল। কলাজ শব্দে জকার। শম্ভোঃ শব্দে শকার। রেখা শব্দে রেফ। প্রকৃতি শব্দে ঈকার। সার্দ্ধং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা জশ্রীং বীজ উদ্ধৃত হইল। ১১।

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং
তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ।
গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলসবিস্রস্তশিচয়া হঠাৎ
ত্রুট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতদুকূলা যুবতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

কল্পন্তে। তব সৌন্দর্য্যস্য উপমারহিতত্বাৎ। তথা হি ব্রহ্মাদয়ো যদ্বর্ণনে অশক্তাঃ তত্রাস্মাকং কুতোঽধিকারঃ ইতি ভাবঃ। যৎ সৌন্দর্য্যং ঔৎসুক্যং নিত্যানুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধ্যাত্বা অমরললনা দেবস্ত্রিয়ঃ তপোভি-র্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীং যান্তি। শ্রীমত্যা ধ্যানমাত্রেণ সাযুজ্যমুক্তি-র্ভবতীতি ভাবঃ। পশূনাং দুষ্প্রাপামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তন্ত্রাচার-রহিতানামিত্যর্থঃ। যান্তি সহসেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র সাযুজ্যেন সম্বন্ধঃ। যদালোক্য শিবসাযুজ্যপদবীং সহসা যান্তি। অত্র বীজমপ্যুদ্ধরন্তি। তুহিন শব্দাৎ হকারঃ। সৌন্দর্য্যশব্দাৎ সকারযকারৌ। বিরিঞ্চিশব্দেন প্রয়োজনং লক্ষ্যতে। তেন উকারঃ। ষষ্ঠস্বরস্তথাকারঃ প্রজেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ। ত্বদীয়ং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন হসযূঁ ॥ ১২ ॥

হিমগিরিতনয়ে! চতুরানন প্রভৃতি মহাকবিগণ অতি কষ্টে তোমার সৌন্দর্য্য ও নিরুপম রূপ বর্ণন করিতে অথবা তাহার সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সুরনারীগণ সমুৎসুক চিত্তে তোমার সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া ঘোর তপস্যাদ্বারাও দুষ্প্রাপ্য শিবসাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১২।

টিপ্পনী।—তুহিন শব্দে হকার। সৌন্দর্য্য শব্দে সকার যকার। বিরিঞ্চি শব্দে উকার। ত্বদীয়ং শব্দে বিন্দু। ইহার দ্বারা হসযুং এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ১২।

ক্ষিতৌ ষট্পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে
হুতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদনিলে।
দিবি দ্বিঃষট্‌ত্রিংশন্মনসি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে
ময়ূখাস্তেষামপ্যুপরি তব পাদাম্বুজযুগম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমত্যা অনুকম্পাফলমাহ নবং বর্ষীয়াংসমিত্যাদি। হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনাবিষয়ীভূতং নবং শতশো যুবতয়োঽনুধাবন্তি ত্বরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতং? বর্ষীয়াংসং বৃদ্ধম্। নয়নবিরসং চক্ষুঃসত্তারহিতম্। নর্ম্মসু জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম্। যুবতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? গলদ্বেণীবন্ধাঃ পতৎকেশবন্ধাঃ। কুচকলসাৎ বিস্রস্তঃ পতিতঃ সিচয়ো বস্ত্রখণ্ডো যাসাম্। হঠাৎ তৎক্ষণাৎ ত্রুট্যৎ পতৎপ্রায়ঃ কাঞ্চ্যো রশনা যাসাম্। বিগলিতং দুকূলং কৌষেয়ং যাসাম্। এতেন শ্রীমত্যাঃ কৃপাবলোকনমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমোঽপি সদ্ভির্মহাপুরুষত্বেনানুমীয়তে ॥ ১৩ ॥

[illegible]ন্তকঃ। তুমি যাঁহাকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন কর, সে [illegible]ক্তি যদিও বৃদ্ধতম, কর্ম্মাক্ষম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণী-[illegible]ম্ভোগে অপটু হয়, তথাপি শত শত অপরূপ-রূপবতী যুবতী [illegible]থ-বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে। [illegible]কালে তাহাদের বেণীবন্ধ শিথিল ও বিগলিত হইতে [illegible]কে; স্তনমণ্ডল হইতে বসন বিগলিত হয়, রশনা পতিত-[illegible] হইতে থাকে, পরিধেয় কৌষেয় বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া য[illegible]। ১৩।

[illegible] টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি তোমার কৃপা[illegible]ক্ষ পতিত হয়েন, তিনি সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম হইয়াও সকলের [illegible]কি মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকেন। ১৩।

অথান্তর্মাতৃকাক্রমমাহ॥ ক্ষিতাবিতি॥ হে মাতঃ! পৃথিব্যাদিষু ব্রহ্মাদি-শক্তিষু ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়সংখ্যা যে ময়ূখাঃ কিরণা বর্ণরূপিণঃ সন্তি, তেষামুপরি তব পাদাম্বুজযুগং হংস-ইত্যক্ষরদ্বয়রূপং ভাতীত্যন্বয়ঃ। তথাচ রুদ্রযামলে পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জ্জলং নারায়ণস্য চ। বহ্নীরুদ্রস্য রুদ্রাণী বায়ুরীশস্য চেশ্বরী। মহেশ্বরস্য চাকাশং শক্তির্মাহেশ্বরীতি চ। এতৎ পঞ্চাত্মকং প্রোক্তং ষষ্ঠচক্রে ব্যবস্থিতম্॥ কুত্র কতি ময়ূখা ইত্যাহ, ক্ষিতৌ মূলাধারে ষট্পঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ॥ ইতি ষট্পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপাঃ পৃথ্বীময়ূখাঃ। উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ সৌঁ শ্রীঁ ইতি দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলময়ূখাঃ। হুতাশে মণিপূরে ৬২ দ্বাষষ্টিঃ, অকারাদিবর্ণচতুর্দ্দশস্বরাণাং চতুরাবৃত্ত্যা হংস-ইত্যক্ষরদ্বয়াৎ দ্বাষষ্টিবর্ণরূপা ময়ূখাঃ। অনিলে অনাহতচক্রে ৫৪, পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ যঁ রঁ লঁ বঁ ইতি চতুঃ-পঞ্চাশদ্বর্ণরূপা বায়ুকিরণাঃ। দিবি বিশুদ্ধচক্রে ষট্ত্রিংশৎ দ্বিগুণিতং ৭২, অকারাদিচতুর্দ্দশস্বরস্য পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐঁ হ্রীঁ ইতি দ্বিসপ্ততিবর্ণরূপাঃ আকাশ-কিরণাঃ। মনসি আজ্ঞাচক্রে ৬৪, অকারাদিষোড়শস্বরস্য চতুরাবৃত্ত্যা চ[illegible] ষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ। ইত্যেভিঃ প্রণবৈঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ৈর্বর্ণৈঃ [illegible] হংস-ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্চক্রেষু বিন্যসেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অথবা ষট্চক্র[illegible] বসন্তাদিষড়্তবঃ। ময়ূখাঃ অহোরাত্রাণি। তেন ষট্চক্র-সমুদা[illegible] বৎসরপরিমিতঃ কালঃ। তব পাদাম্বুজযুগং ব্রহ্মপরমব্রহ্মস্বরূপং নাদবি[illegible] ত্মকং তদুপরি কালাগোচরমিত্যর্থঃ। ষট্পঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো বসন্ত[illegible] দ্বিপঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো গ্রীষ্মঃ ইত্যাদিক্রমেণ তান্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাত[illegible] ইতি কশ্চিৎ। কেচিত্তু পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি শিবশক্তিভে[illegible] দ্বিগুণিতানি। এবং আপ্যানি ষড়্বিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজ[illegible] একত্রিংশত্তত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণি[illegible] নভোভাগানি ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এবং ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়াণি তত্ত্বানি তান্যেব ময়ূখাস্তেষামুপরি তব পাদাম্বুজং তত্ত্বাতীতপরত্বেন ভাতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

জননি! মূলাধারে ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী হইতে অ[illegible]

থিবীর যে ষট্পঞ্চাশৎ কিরণ আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিষ্ণুশক্তি হালক্ষ্মী হইতে অভিন্ন জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, ণিপূর চক্রে রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন তেজোমণ্ডলীর দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহত চক্রে নারায়ণের শক্তি রায়ণী হইতে অভিন্ন বায়ুমণ্ডলীর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ হিয়াছে, বিশুদ্ধ চক্রে মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী হইতে ভিন্ন আকাশমণ্ডলীর যে দ্বিসপ্ততিসংখ্য কিরণ আছে, াজ্ঞাচক্রে পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন মনের চতুঃষষ্টিসংখ্য কিরণ রহিয়াছে, তাহার উপরি হংস ই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার চরণকমলযুগল শোভা বিস্তার রিতেছে। ১৪।

টিপ্পনী।—মূলাধারে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ীঁ সৌঃ এই ষট্পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ। স্বাধিষ্ঠান ক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ, সৌঁ শ্রীঁ এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই লের কিরণ। মণিপূর চক্রে অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ, রিটী চতুর্দ্দশ স্বর, চারিটী হংস এই মন্ত্র, সমুদায়ে এই দ্বিষষ্টি ই তেজের কিরণ। অনাহত চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের হিত যং রং লং বং এই চারি বর্ণ যোগ করিয়া যে চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণ হইল, তাহাই বায়ুর কিরণ। বিশুদ্ধ চক্রে অকারাদি চতুর্দ্দশ স্বর পঞ্চগুণিত করিয়া তাহার সহিত ঐঁ হ্রীঁ এই অক্ষরদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের কিরণ। আজ্ঞাচক্রে অকারাদি ষোড়শ-স্বর চতুর্গুণিত করিয়া যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হইল, তাহাই মনের কিরণ। প্রণবের এই ৩৬০ ত্রিশতষষ্টিসংখ্য রশ্মিবৃন্দের

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং শশিযুতজটাজূটমুকুটাং
বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিকগুণিকা-পুস্তককরাম্।
সকৃন্নত্বা ন ত্বাং কথমিব সতাং সন্নিদধতে
মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরি-মধুরীণা ভণিতয়ঃ॥ ১৫॥

উপার হংস এই অক্ষর দ্বয় রহিয়াছে। অথবা বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুই ষট্‌চক্রের লক্ষ্য। ৩৬০ তিনশত ষাট অহোরাত্র, ছয় ঋতুর রশ্মি। ষট্‌চক্র সমুদায়ে এক বৎসর লক্ষিত হইতেছে। তদুপরি ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মই নাদবিন্দুরূপে তোমার চরণযুগল। ছয় ঋতুর রশ্মিবৃন্দ-পরিমাণ যথা, ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা ঋতু, চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎকাল, দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম ঋতু, চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির ঋতু, সমুদায়ে ৩৬০ দিবসে এক বৎসর হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, পার্থিব অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। জলীয় ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি হইয়াছে। তেজের একত্রিংশৎ তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ত্ব ঐরূপে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি হইয়াছে। আকাশের ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব ঐরূপে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি কিরণ হইয়াছে। মনের দ্বাত্রিংশৎ তত্ত্ব ঐরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষষ্ট্যধিক শতত্রয় তত্ত্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপরি তোমার চরণযুগল, অর্থাৎ তুমি সমুদায় তত্ত্বের অতীত। ১৪।

বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃজ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছাশক্তীনাং শ্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ
মং বাগ্‌ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শরদিতি। হে মাতঃ! সকৃ-
ত্বাং ন নত্বা সতাং পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ শব্দাঃ
সন্নিদধতে সন্নিধীভবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন
ধীভবতীত্যর্থঃ। ভণিতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? মধুক্ষীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ মধু-
ণা ভাবযুক্তা নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিম্ভূতাং? শরৎ-
্যাৎস্নাশুভ্রাং জ্যোৎস্নায়া ব্যাপকত্বাৎ বিশ্বব্যাপককান্তিমিতি ভাবঃ।
শযুতো জটাসমূহো মুকুটে যস্যাঃ। বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিকগুণিকা-পুস্তক-
াং বরাভয়মুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি করেষু যস্যাঃ। চতুর্ভুজামিত্যর্থঃ॥১৫॥

মাতঃ! তোমার কান্তি শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায়
ভ্রবর্ণা ও জগদ্ব্যাপিনী। তোমার মস্তকে চন্দ্রকলারূপ মুকুট
সুরম্য জটাজূট শোভা পাইতেছে। তোমার এক হস্তে বর,
এক হস্তে অভয়, এক হস্তে অক্ষমালা ও এক হস্তে পুস্তক শোভা
[illegible] করিতেছে। সাধুগণ যদি এইরূপ রূপ ধ্যান করিয়া
তোমাকে একবারমাত্র প্রণাম করেন, তাহা হইলে মধু ক্ষীর ও
দ্রাক্ষার ন্যায় অপূর্ব মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতা
সমুদায় তাঁহাদিগের মুখ হইতে অনর্গল বহির্গত হইতে
থাকে। ১৫।

টিপ্পনী।—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই বীজত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ধ্যানফল বলিবার অভি-
প্রায়ে প্রথমতঃ বাগ্‌ভব বীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্রিয়াশক্তির
ধ্যান বলা হইল। এই ক্রিয়াশক্তি, রজোগুণের অধিষ্ঠাত্রী ও
ব্রাহ্মীশক্তি। ইহাঁকেই সরস্বতী, শতরূপা, সাবিত্রী ও গায়ত্রী বলা
যায়। এই ক্রিয়াশক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ১৫।

হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিন্যাদ্যষ্টশক্তিভিঃ সহ ত্বাং
স্তুয়তি স বচোভিঃ বাঙ্মাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং কর্তা ভবতি।
সামান্যং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ
াভিঃ? বাচাং সবিত্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্ত্রীভিঃ। পুনঃ কিম্ভূতাভিঃ?
ণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকান্তমণীনাং ভঙ্গে সতি যথা রুচির্ভবতি
রুচির্যাসাম্ অতিশুভ্রবর্ণাভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিম্ভূতৈঃ? ভঙ্গি-
গঃ ভঙ্গ্যা বক্রোক্ত্যা শ্রবণসুখজনকৈঃ। বক্রোক্তিঃ কাব্যজী-
মত্যলঙ্কারঃ। পুনঃ কিংভূতৈঃ? সরস্বতীমুখপদ্মসৌরভমধুরৈঃ। ওজঃ-
াদমাধুর্য্যগুণবিশিষ্টৈরিতি ভাবঃ। ওজঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমিতি কাব্য-
মতা ইত্যলঙ্কারঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ সহ যস্ত্বাং ধ্যায়তি তস্য মুখে
। স্বয়ং বাগ্দেবী বদতীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাশ্চ বশিনী কামেশ্বরী
হনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্ব্বেশ্বরী কৌলিনী চ। বশিন্যাদীনাং
মুক্ত্বা বর্ণং বর্ণয়ন্নাহ ॥ ১৭ ॥

জননি! যাঁহাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিবার
মর্থ্য হয়, যাঁহাদের শরীরকান্তি চন্দ্রকান্ত মণিখণ্ডের ন্যায়
জ্জ্বল, ঈদৃশ বশিনীপ্রভৃতি অষ্টশক্তির সহিত তোমাকে যে
াত্মা ধ্যান করেন, তিনি সরস্বতীর মুখকমল-সৌরভ-মধুর,
জঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট, বক্রোক্তি প্রভৃতি শ্রবণ-সুখকর
লঙ্কারসম্পন্ন বাক্যসমূহদ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্য সমু-
ায়ও রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। ১৭।

টিপ্পনী।—এস্থলে সৌঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
জ্ঞানশক্তির ধ্যান উল্লিখিত হইল। বশিনীপ্রভৃতি অষ্টশক্তির
াম—বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী,
সর্ব্বেশ্বরী ও কৌলিনী। ১৭।

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরণি শ্রীধরণিভি-
র্দ্দিবং সর্ব্বামূর্ব্বীমরুণমণিনগ্নাং স্মরতি যঃ।
ভবন্ত্যস্য ত্রস্যদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ
সহোর্ব্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্ব্বাণগণিকাঃ॥১৮
মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো
হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথকলাম্।

অথ শক্ত্যধিষ্ঠাতৃরূপায়া জ্ঞানশক্তের্ধ্যানফলমাহ॥ তনুচ্ছায়েতি॥ মাতঃ! তব দেহকান্তিকিরণৈঃ অরুণমণিমগ্নাং সূর্য্যকান্তিমণিনির্ম্মিতাং সর্ব্বাম্ উর্ব্বীং দিবঞ্চ তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্মরতি তস্য উর্ব্বশ্যা প্রধানাপ্স- সহ কতি কতি গীর্ব্বাণগণিকাঃ অপরিমিতদেবাঙ্গনা বশ্যা ন ভবন্তি, স্ত্যেব। তনুচ্ছায়াভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? তরুণতরণিশ্রীধরণিভিঃ মধ্যাহ্ন শোভাং প্রাপ্তাভিঃ। গীর্ব্বাণগণিকাঃ কিম্ভূতাঃ? ত্রস্যদ্বনহরিণানামিব কিতং নয়নং যাসাং তাঃ। ত্রস্যদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি ন চাঞ্চল্যং ব্যঞ্জিতম্॥ ১৮॥

মাতঃ! তোমার কান্তি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের কান্তি পরাভব করিয়াছে; তুমি ঈদৃশ সূর্য্যকান্তমণিসদৃশ শরী কান্তিদ্বারা সমুদায় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করি রহিয়াছ। যে সকল ব্যক্তি তোমার এইরূপ অপরূপ র ভাবনা করেন; অনিমিষনয়না উর্ব্বশী প্রভৃতি দেবকামিনী ভীতা বনহরিণীর ন্যায় চকিতনয়না হইয়া তাঁহাদের নিকা আগমনপূর্ব্বক বশীভূত হইয়া থাকেন। ১৮।

টিপ্পনী।—এস্থলে শক্ত্যধিষ্ঠাতৃদেবতারূপা জ্ঞানশক্তির ধ্যান ফল কথিত হইল। ১৮।

স সদ্যঃ সঙ্ক্ষোভং নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু
ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্ ॥ ১৯ ॥

অথ পঞ্চমভাগে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিবরূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পরমশিবান্তং সূত্ররূপাং সূক্ষ্মাং কুণ্ডলিনীং সর্ব্বশক্তিরূপাং বিভাব্য সত্ত্বরজস্তমোগুণসূচকং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্ত্যাত্মকং সূর্য্যাগ্নিচন্দ্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্যা অঙ্গে বিভাব্য অর্দ্ধচিৎকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যায়েৎ। তদেব কামকলাধ্যানমাহ। মুখমিতি। স্বকলয়া বিশ্বং হরতীতি হরঃ। হে হরমহিষি! হে সচ্চিদানন্দরূপে। তব মন্মথকলাং ত্রিগুণাত্মক-বিভূতিং যো ধ্যায়েৎ স সদ্যস্তৎক্ষণাৎ বনিতা হস্তাদাবিঘটিতদেহাঃ স্ত্রিয়ঃ সঙ্ক্ষোভং নয়তি ইতি অতিতুচ্ছম্, আশু শীঘ্রং ত্রিলোকীমপি ত্রৈলোক্য-ভূতাং নায়িকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তাং করোতি। নায়িকাত্বে কারণমাহ, রবীন্দুস্তনযুগাং চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলস্তনদ্বন্দ্বাম্। ত্রৈলোক্যনায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ। কথঙ্কারং ধ্যায়েদিত্যাহ, মুখং বিন্দুং কৃত্বা রজোগুণসূচকং বিরিঞ্চ্যাত্মকং বিন্দুং মুখং কৃত্বা তস্যাধো হৃদয়স্থানে সত্ত্বতমোগুণসূচকং হরিহরাত্মকং বিন্দুদ্বয়ং কুচযুগং কৃত্বা তস্যাধঃ যোনিগুণত্রয়সূচিকাং হরিহরবিরিঞ্চ্যা-ত্মিকাং সূক্ষ্মাং চিৎকলাং হকারার্দ্ধং কৃত্বা যোন্যন্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কৃত্বা ধ্যায়েদিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তথাচ শ্রীক্রমে। বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি প্রথমং দেবি বক্ত্রকম্। বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বন্দ্বং হৃদিস্থানে নিয়োজয়েৎ। হকারার্দ্ধং কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েদিতি॥ তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ। মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্॥ ইতি ॥ ১৯॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপে! ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার মুখস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার স্তনযুগলস্বরূপ করিয়া তাহার নিম্নদেশে হকারার্দ্ধকে যোনিগুণত্রয়-সূচিকা ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মিকা সূক্ষ্মা চিৎকলা কল্পনাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তোমাকে

কিরন্তীমঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং
হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব যঃ।

কামকলারূপা ভাবনা করেন, তিনি কামিনীগণকে উদ্ভ্রান্ত করা দূরে থাকুক, চন্দ্রসূর্য্যরূপ স্তনযুগল সুশোভিতা ত্রিলোকী-রূপ রমণীকেও অনায়াসে ভ্রামিত করিতে পারেন। ১৯।

টিপ্পনী।—পঞ্চমযাগের সময় আপনাকে শিব হইতে অভিন্ন ভাবনা পূর্ব্বক মূলাধার হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-সদৃশ তেজোময়ী মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনীকে সর্ব্বশক্তিরূপা ভাবনা করিয়া রজঃসত্ত্বতমোগুণসূচক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বরূপ এবং সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্র স্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গে ভাবনাপূর্ব্বক তাহার অধঃস্থলে চিৎকলা ধ্যান করিবে। এইরূপে যে কামকলা ধ্যানের উপদেশ আছে, এই শ্লোকে সেই কামকলার ধ্যান একপ্রকার কথিত হইল। উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণসূচক ও ব্রহ্মাত্মক। ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপ কল্পনা করিতে হইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয়-প্রদেশে সত্ত্বতমোগুণসূচক হরি ও হরাত্মক যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহা কামকলাদেবীর স্তনযুগল ভাবনা করিবে। তাহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ, তাহাই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপা চিৎকলা। এই হকারার্দ্ধ, যোনির অন্তর্গত ত্রিকোণরূপ করিয়া ভাবনা করিতে হইবে। শ্রীক্রমে কথিত আছে, দেবি! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধবিন্দুমুখ স্বরূপ, এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তন-যুগলরূপ বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। যোনিমধ্যে ইহার নিম্নে সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্দ্ধরূপ ভাবনা করিতে হইবে। ১৯।

স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপ ইব
জ্বরপ্লুষ্টং দৃষ্ট্যা সুখয়তি সুধাধারসিতয়া ॥ ২০ ॥
তড়িল্লেখাতন্বীং তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং
নিষণ্ণাং ষণ্ণামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্।
মহাপদ্মাটব্যাং মৃদুতমমমায়েন মনসা
মহান্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥ ২১ ॥

অথ কামাধ্যানমাহ কিরন্তীমিতি। হিমগিরিশিলামূর্ত্তিমিব অর্থাৎ অতি-স্নিগ্ধতরাং ত্বাং যো হৃদি ধত্তে অর্পয়তি শকুন্তাধিপ ইব গরুড় ইব স সর্পাণাং দর্পং বিষং শময়তি। ত্বাং কিম্ভূতাম্? অঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরন্তীং বিস্তারয়ন্তীম্। সুধাসারশিরয়া সুধাস্রবণ-নাড়ীরূপয়া দৃষ্ট্যা জ্বরপ্লুষ্টং জনং সুখয়তি। সুধাধারসিতয়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ। চন্দ্রমণ্ডলবৎ স্নিগ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

কামকলায়াঃ স্থূলধ্যানমুক্ত্বা সূক্ষ্মধ্যানমাহ তড়িদিত্যাদি॥ হে মাতঃ! মহান্তো যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃদুতমং সুসুখং যথা স্যাৎ তথা

মাতঃ! যিনি নিজ শরীর হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃত বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার মূর্ত্তি হিমাচলশিলার ন্যায় অতীব স্নিগ্ধতমা, তুমিই সেই কুলকুণ্ডলিনীরূপা কামকলা। যে সাধক তোমার এইরূপ স্থূলরূপ ধ্যান করেন, তিনি গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিমাত্রে সর্পবিষও নাশ করিতে পারেন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্নিগ্ধতমা সুধাক্ষরণ-নাড়ীস্বরূপা দৃষ্টিদ্বারা জ্বরাভিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী করিতে সমর্থ হয়েন। ২০।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা কামকলার স্থূলধ্যান কথিত হইল। পরশ্লোকে সূক্ষ্মধ্যান কথিত হইতেছে। ২০।

মনসা পশ্যন্তঃ পরমাহ্লাদলহরীং ব্রহ্মসুখানুভবং দধতি প্রাপ্নুবন্তি। মনসা কিম্ভূতেন? অমায়েন মায়ারহিতেন। কিম্ভূতাং? তড়িল্লেখাতন্বীং সুসূক্ষ্ম-তেজসো রূপাং তপন-শশি-বৈশ্বানরময়ীং বিন্দুত্রয়কারণভূতাং যয়াং কম-লানাম্ উপরি নিষণ্ণাং ষট্‌চক্রোপরি স্থিতাম্। কুত্র? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্র-দলরূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদরণ্যত্বম্। তথাচ যামলে, মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি। ইত্যাদি॥২১॥

মাতঃ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগী প্রশান্ত হৃদয়ে মায়া-বিরহিত চিত্তে ষট্‌চক্রের উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমল মধ্যে তড়িল্লেখার ন্যায় সূক্ষ্মতমা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপ বিন্দু-ত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি অবলোকন করেন, তাঁহারাই যার পর নাই পরম আনন্দলহরী [illegible] করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা তৎকালে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম[illegible] অনুভব করেন। ২১।

টিপ্পনী।—এক্ষণে কামকলাতত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই কামকলা মহাত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপা। বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান থাকাতে তিনি ত্রিপুরসুন্দরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। কাম-শব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও অগ্নিস্বরূপচ্ছ। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে "মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ব্ববিদ্যাস্মৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্। সর্ব্বার্থ-সাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু সপরিষ্কৃতি-মণ্ডলম্। সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। সর্ব্বাহ্লাদময়-সম্পূর্ণং সর্ব্ববশ্যপ্রবর্ত্তকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥" ঊর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই

বিন্দুত্রয় সর্ব্ববিদ্যারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তি-প্রদায়ক ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকা-রের উত্তরার্দ্ধ বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে যোনিমণ্ডল কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদিস্বরূপ, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণের কর্ত্তব্য এই যে, কাম-কলার এই সূক্ষ্মধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখেন। এই কামকলাবিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "ওঁ স্না মণ্ডলা হস্তেন বিম্বমেকং মুখঞ্চ ততস্ত্রীণি গুহাপদানি। পুনর্গুহাকামিনীং কলাং কামমথো চিকিত্বা জায়তে কামরূপশ্চ কাম্যঃ।" জামলে কথিত আছে "তথা কামকলাং বক্ষ্যে তদেব দেবরূপকম্। বীরেন্দ্রৈর্যোগিনীবৃন্দৈর্ম্মানিতা ব্রহ্মরূপিণী। পারম্পর্য্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচিনী। বিন্দুনা নিষ্কলেনৈব সকলা-ক্ষররূপিণী। ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী। নভোভেত্তা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যস্তনদ্বয়ী। পৃথিবী হার্দ্ধকলা যা ত্রিলোকিনাং তবাত্মিকা। এবং কলাময়ীরূপা জাগর্ত্তি সা চরাচরম্। কামস্তু কমনীয়ত্বাৎ কলা তু দহনাম্বতে। ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী। যেন পুণ্যবতা লব্ধা স মুক্তো নাপরঃ শিবে। বহ্নিং চন্দ্রং তথা সূর্য্যং তত্তত্তেজসি লোপ-য়েৎ। সপরার্দ্ধকলায়াস্তু বিলাপ্য সকলাং ততঃ। গমিতাস্ত-র্ম্মনা যোগী পরমানন্দনির্ভরঃ। মহাপদ্মবনে স্বাং সাং যঃ পশ্য-ত্যচিরাদ্‌ধ্রুবম্। স সেব্যঃ খলু লোকেষু স যোগী স চ কৌলিকঃ। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাম্। তদ্রূপঞ্চ গুরোর্জ্ঞাত্বা কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে। সত্যঃ পন্থাঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি। এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ। নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন। এতৎপ্রকা-

শনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্। প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রৈর্ব্বেতি বিষাদিভিঃ।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক্ষণে কামকলার বিবরণ বর্ণন করিতেছি। এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিনীগণ সর্ব্বদাই ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যানদ্বারা সংসারবন্ধন বিমোচন হয়। গুরুপরম্পরাক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুস্বরূপা হইয়াও সমুদায় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার নভোভেদী বিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নে চন্দ্রসূর্য্যরূপ বিন্দুদ্বয় স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই চরাচর জগতে জাগরূকা রহিয়াছেন। কাম শব্দে কমনীয়, কলা শব্দে অগ্নি ও অমৃত। এই কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। এই কামকলা-ধ্যান সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্তত্তেজে বিলয়প্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্দ্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি পরিহারপূর্ব্বক মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অনুভব সহকারে সহস্রদল-কমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দেখেন, তাহা হইলে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল ও তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। সুন্দরি! এই আমি

তোমার নিকট সমীচীন পথ ও সত্যপথ বর্ণন করিলাম। এই কামকলাধ্যান অতীব গুহ্য। ভক্ত ও শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে।

বৃহৎশ্রীক্রমে কথিত আছে "যা সা মধুমতীনাম্নী মায়া মোহনকারিণী। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু। ত্রৈলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেকরূপিণীম্। তথা কামকলা-রূপাং মদনাঙ্কুরগোচরে। উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং সিন্দূরাভাং স্তনদ্বয়ে। কামবিন্দুরহং দেবি তত্রস্থা পরমেশ্বরী।" যিনি সর্ব্বমোহনকারিণী মধুমতীনাম্নী মায়া, তিনি কামকলা হইতে ভিন্না নহেন। এই কামকলার বাহ্য ধ্যান ও আন্তরিক ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। আপনাকে শিবরূপ ও ত্রিলোকী শক্তি-রূপ কল্পনা করিয়া উভয় একীভূত ভাবনা করিতে হইবে; ইহাই কামকলার বাহ্যধ্যান। সূক্ষ্মধ্যান করিতে হইলে যোনি-মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বিন্দুত্রয় ভাবনা করিবে। এই বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত কামবিন্দু আমা হইতে অভিন্ন এবং সেই কামবিন্দুতেই ভগবতীর নিত্য অধিষ্ঠান।

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাতে কথিত আছে "বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্মাধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েত্তদধোগতম্। এবং কাম-কলারূপা সাক্ষাদক্ষররূপিণী।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিন্দু-ত্রয়ে ত্রিপুরাদেবী অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে হকারার্দ্ধ চিন্তা করিবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপা।

আগমকল্পদ্রুমপঞ্চশাখাতে কথিত আছে "অখিলজন-

জীবকমলিনী বামেক্ষণা •ত্রিবিন্দোর্মুখমাত্মেন অন্যেন কুচদ্বন্দ্বং শেষাঙ্গেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অখিলজীবের ষট্‌চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুলকুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা। ত্রিবিন্দুদ্বারা এই মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে। ঊর্দ্ধস্থিত এক বিন্দু মুখস্বরূপ, এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তনযুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা, স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব হস্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পিত হইবে। এই বিন্দুত্রয়দ্বারা ভগবতীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ কল্পনা করিয়া হকারার্দ্ধদ্বারা তাঁহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী তারা ত্রিপুরা গৌরী প্রভৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

শ্রীক্রমে কথিত আছে "সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী। সঞ্চিন্ত্য সাধকশ্রেষ্ঠঃ ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু। একাকৃতিস্বরূপেণ সর্ব্বাং শক্তিং বিচিন্তয়েৎ" ইত্যাদি। যিনি মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তি, তিনিই সহস্রারে কামকলাস্বরূপা হয়েন। সাধক, বাহ্যে ও অভ্যন্তরে এই উভয় মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ত্রিলোকও বশীভূত করিতে পারেন। বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিরূপে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্যচিন্তা করিতে হইলে সমুদায় শক্তিকেই একাকৃতিস্বরূপা ও আপনার ইষ্টদেবতারূপিণী ভাবনা করিবে।

শ্রীতন্ত্রার্ণবে কথিত আছে "এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্। নাসাদ্যঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুর্যোনিঃ পদদ্বয়ম্। অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্যমব্যয়ম্। লাবণ্যলহরীসার-

রূপমানন্দবারিধিঃ।" কামকলামূর্ত্তির বিন্দুত্রয়মধ্যে মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গসমুদায়, স্তনবিন্দুযুগল হইতে বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধরূপ যোনি হইতে চরণযুগল সমুখিত হইবে। ইনিই অনাদিনিধনা পরা শক্তি এবং এইরূপ রূপই লাবণ্যলহরীসার ও জগতের আনন্দজনক।

কেহ কেহ বলেন, সহস্রদল কমলের নিম্নদেশে চিন্তনীয়া কামকলা ত্রিবিধা; বিন্দুত্রয়ময়ী, মূর্ত্তিমতী ও হংসীরূপা। বিদ্যাবিনোদাচার্য্য বলেন, কামকলা যুবতীদিগের মদনমন্দিরাকারা। কামকলাবিলাসে কথিত আছে "বিন্দ্বনুরক্তৌ উচ্ছুন্নং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টম্।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একবিন্দু হইতে অপর বিন্দুপর্য্যন্ত রেখা টানিলে স্পষ্টরূপে ত্রিকোণাকারে পরিণত হয়। কামকলাভাষ্যকার বলেন, উচ্ছুন্ন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।

বৃহৎ শ্রীক্রমে কথিত আছে "বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বনাবয়বসুন্দরী। বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয়মাত্রগা। জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছানাদসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিরৃত্তং দক্ষিণেন তু। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। আধারং পুনরাগত্য ত্রিমিতং গ্রন্থিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্দ্ধস্বরূপিণী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।"

কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে কমলবনবিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাকেন। দক্ষিণ-

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

দিক্‌স্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দুপর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামা শক্তি ও চিৎকলা। ঐ রেখা পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থিত বিন্দু হইতে বায়ুকোণস্থিত বিন্দুপর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যেষ্ঠা শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। ঐ রেখা পুনর্ব্বার বায়ুকোণ হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথমাঙ্কুরে অর্থাৎ দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণা-কারা হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হয়েন। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্ব্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণ-দিকে যে আর একটী অঙ্কুর হইবে, তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবা-কারে পরিণত হইয়া যাইবে। ঐ প্রণব হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুর বহির্গত হইয়া মৃণালতন্তুর আকারে মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। পরে ঐ রেখা মূলাধারে গমন করিয়া ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক থাকিবেন। এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশমান হইবে। এই কামকলাই পরমব্রহ্মস্বরূপা এবং মহাত্রিপুরসুন্দরী। প্রপঞ্চ-সারে কথিত আছে, এই কামকলাই অবস্থাভেদে প্রণবস্বরূপা,, ব্যোমস্বরূপা, ত্রিগুণা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিরেখা ও কুণ্ডলিনী। ২১।

ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথা হি ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্ ॥ ২৩ ॥

অথ স্তোত্রমহিমানমাহ। ভবানীতি। হে ভবানি ! দাসে ময়ি সকরুণাং দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোতুং স্তুতিং কর্ত্তুং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুর্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি ত্বম্ ইতি কথয়তি উচ্চারয়তি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি ত্বমিতি উচ্চারণকর্ত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধনপদস্য লোড়ন্তমপুরুষরূপস্য শ্রবণাৎ অহং ত্বং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুদ্ধ্যা নিজসাযুজ্যপদবীং দিশসি আত্মনোঽভেদং দদাসি। সাযুজ্য-পদবীং কিম্ভূতাং ? মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিধিবিজ্ঞীন্দ্র-নানারত্নপ্রকাশযুক্তমুকুটনির্ম্মিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ। কশ্চিত্তু কুতর্কবুদ্ধি-বাহুল্যাৎ যথাসুখং ব্যাখ্যাং করোতি ॥ ২২ ॥

ভবানি ! আমি তোমার দাস, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর ; এইরূপ স্তব করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি, ভবানি আমি, এই পর্য্যন্ত বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ দুই পদের অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের মুকুটরত্নদ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ-সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক। ২২।

টিপ্পনী।—মূলে আছে "ভবানি ত্বং" স্তুতিপক্ষে ইহার অর্থ ভবানি ! তুমি। ইহার আর একপ্রকার অর্থ এই যে, আমি তোমার স্বরূপ হইতেছি অর্থাৎ আমি তোমা হইতে অভিন্ন। এই অর্থ অনুসারেই তুমি স্তুতিকারীকে তৎক্ষণাৎ নিজ সাযুজ্য-পদ প্রদান করিয়া থাক। ২২।

অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ, ত্বয়েতি। হে মাতঃ! ত্বয়া শম্ভোর্ব্বামং বপুর্হৃত্বা আত্মনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবস্য বামাঙ্গং মিশ্রীকৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিং বিধায়াপি মনসা অপরিতৃপ্তেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরং দক্ষিণার্দ্ধমপি ত্বয়া হৃতমভূৎ ইতি শঙ্কে তর্কয়ামি, সর্ব্বং শম্ভোঃ শরীরং ত্বয়্যেব মিশ্রীভূতং তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুং দর্শয়তি, তথাহীত্যাদি। ইদানীং ত্বদ্রূপং সকলম্ অরুণাভম্ অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ পূর্ব্বম্ অর্দ্ধং পাণ্ডরমাসীদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সার্দ্ধদ্বয়নয়নমাসীৎ ইদানীং ত্রিনয়নম্। পূর্ব্বং কুচৈকেন নম্রতা আসীৎ ইদানীং কুচদ্বয়েনানম্রম্। কুটিলশশিযুক্তচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যস্মিন্। পূর্ব্বং মুকুটশশিখণ্ডয়োরর্দ্ধার্দ্ধেন ভূষিতং বপুরাসীৎ ইদানীং মুকুট-শিখণ্ডাভ্যা ভূষিতমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

মাতঃ! তুমি নিজ দক্ষিণাঙ্গদ্বারা মহেশ্বরের বাম অঙ্গ হরণপূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি হইয়াও পরিতৃপ্ত-হৃদয়া হও নাই; কারণ আমার বোধ হইতেছে, তুমি মহেশ্বরের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হরণপূর্ব্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত করিয়াছ। আমার ঈদৃশ অনুমানের হেতু এই যে, তুমি পূর্ব্বে যখন অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি ছিলে, তখন তোমার অর্দ্ধশরীর পাণ্ডরবর্ণ ছিল; এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গই অরুণবর্ণ দেখিতেছি। তৎকালে তোমার সার্দ্ধনয়ন ছিল, এক্ষণে নয়নত্রয় দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে তোমার শরীর এক স্তনদ্বারাই আনত ছিল; এক্ষণে স্তনযুগলদ্বারা আনত দেখিতেছি। অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি সময়ে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তক সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুটদ্বারা সুশোভিত হইতেছে। ইহা দ্বারা আমি অনুমান করি, তুমি মহেশ্বরের সমুদায় শরীর আত্মশরীরে মিশ্রিত করিয়া ত্রিপুরসুন্দরীরূপে বিরাজমানা হইতেছে। ২৩।

জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে
তিরস্কুর্ব্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
সদাপূর্ব্বঃ সর্ব্বং তদিদমনুগৃহ্লাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ॥ ২৪॥

শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ। জগদিতি। তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োর্ভ্রূল-তিকয়োরাজ্ঞামালম্ব্য তব কটাক্ষমাসাদ্য ধাতা জগৎ সূতে নির্ম্মাতি, বিষ্ণুঃ রক্ষতি, রুদ্রো নাশযতি, ঈশ এতৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম তিরস্কুর্ব্বন্ নিন্দন্ স্বং বপুঃ স্থগযতি বিষয়ব্যাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। সদাপূর্ব্বঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম ইদং যোগাভ্যাসং কর্ম্ম সর্ব্বম্ অনুগৃহ্লাতি আত্মসাৎ করোতি॥ ২৪॥

মাতঃ! তোমার কিঞ্চিৎ চলিত ভ্রূলতাদ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যথাসময়ে রুদ্র এই জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর অর্থাৎ নারায়ণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন। সদাশিব সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কার্য্যে যুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত হইতেছেন।২৪।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা শিবশক্তির অভেদ বর্ণিত হইল। ২৩।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা বর্ণিত হইল যে, ভগবতী ত্রিপুরসুন্দরী পঞ্চেশ্বরের আরাধ্য। মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত বিষ্ণু পালনে নিযুক্ত আছেন, মণিপুর-স্থিত রুদ্র সংহার করিতেছেন, অনাহত চক্রস্থিত ঈশ্বর স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যোগের উপদেশ দিতেছেন, বিশুদ্ধচক্রস্থিত সদাশিব নিজ দৃষ্টান্তদ্বারা যোগ ও ভোগ উভয়ের উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। দেবীর সিংহাসনের পাদস্বরূপ

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা।
তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতান্তর-পূজানিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি। হে শিবে! তব চরণয়োঃ কৃতা পূজা যা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং পূজা ভবেৎ। ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ব্ভবিশেষণম্। যতস্তে ভবদ্গুণজাতাঃ। তথাচ প্রকৃতেগুর্ণাস্ত্রয়ঃ, রজঃসত্ত্বতমাংসি তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি অর্থাৎ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং কারণং যথা তরোর্মূলনিষেচনেনেতি ভাবঃ। হেত্বন্তরমাহ, তথা হি এতে ব্রহ্মাদয়ঃ মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ সন্তঃ ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে শশ্বদনবরতং স্থিতাঃ। মুকুলিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং যেষাম্। ত্বৎপাদাবেব উহ্যেতে যেন রত্নসিংহাসনেন তস্য নিকটে অর্থাত্তস্যামনবরতং স্থিতাঃ। ত্বৎসেবয়া সর্ব্বেষাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবতি! তোমার চরণকমল পূজা করিলে ত্রিগুণজনিত তিন দেব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, তাঁহাদিগের আর স্বতন্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না, কারণ তোমার পাদপদ্মের আধার মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, করপুটে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাহা নিজ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। ২৫।

এই পঞ্চ শিব, দেবীর আজ্ঞানুসারেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন। ২৪।

টিপ্পনী।—প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম। এই তিন গুণ হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং
বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্।
বিতন্দ্রা মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং
মহাসংহারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ। বিরিঞ্চিরিতি। হে সতি! অস্মিন্ মহাসংহারে মহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বৎপতিঃ সদাশিবো বিহরতি নান্যঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ। যস্মিন্ সংহারে বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা পঞ্চত্বং ব্রজতীত্যাদি। পঞ্চত্বং মৃতিং বিরতিং মৃতিম্। বিনাশং কীনাশো যমঃ। মহেন্দ্রসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্বিতন্দ্রাপি তন্দ্রাবহিতাপি সম্মীলতি মহানিদ্রাং প্রাপ্নোতি। অনিমেষা দৃষ্টিরপি অনুন্মেষা ভবতি, যস্মিন্ মহেন্দ্রোঽপি নিধনং যাতীত্যর্থঃ। বিহসতীতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ২৬॥

মাতঃ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ণুর শরীরও বিধ্বস্ত হয়, কালান্তক যমও কালকবলে পতিত হইয়া থাকেন, ধনাধ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হয়েন, মহেন্দ্রের নির্নিমেষ ও সদা উন্মীলিত নয়নসমূহও নিমীলিত হইয়া যায়। এই মহাসংহার সময়ে একমাত্র তোমার পতি মহাকালই বিহার করিতে থাকেন। ২৬।

প্রকৃতিই সকলের মূলকারণ। যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেক করিলে শাখাপ্রশাখায় আর জলসেকের অপেক্ষা থাকে না, সেইরূপ মূলস্বরূপ ত্রিপুরসুন্দরীর পাদপূজা করিলে, তজ্জনিত অন্য দেবতার পূজার অপেক্ষা নাই। ২৫।

টিপ্পনী।—তোমার পতিব্রতাধর্ম্মবলে তোমার পতি মহাপ্রলয় সময়েও অবসন্ন হয়েন না। 'বিহরতি' ইহার পরিবর্ত্তে 'বিহসতি' এইরূপ পাঠ থাকিলে, মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র

সুধামপ্যাস্বাদ্য প্রতিভয়জরামৃত্যুহরণীং
বিপদ্যন্তে বিশ্বে বিধিশতমখাদ্যা দিবিষদঃ।
করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি তব তাড়ঙ্কমহিমা ॥ ২৭ ॥

শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ। সুধামিতি। হে জননি! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষ-ভয়ং প্রতিভয়জরামৃত্যুহরণীং সুধাম্ অমৃতম্ অপ্যাস্বাদ্য ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বে দিবিষদো দেবাঃ বিপদ্যন্তে বিপন্না ভবন্তীত্যর্থঃ। ভয়ানকং বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শম্ভোর্যন্ন কালকলনা কালবশ্যতা মরণং, তন্মূলং তস্য মূলং তব তাড়ঙ্কমহিমা তব প্রাকাশ্যং তবাত্মপ্রকাশাদেব শম্ভো-র্মৃত্যুঞ্জয়ত্বমিতি ভাবঃ। তাডঙ্কঃ স্বপ্রকাশে স্যাত্তাড়ঙ্কং কর্ণভূষণম্॥ ২৭॥

জননি! যাহা দ্বারা জরা মৃত্যু ও বিপক্ষভয় বিদূরিত হয়, ঈদৃশ সুধা পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কালকবলিত হইয়া থাকেন। পরন্তু যিনি সদ্যোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই নীলকণ্ঠ, কালের বশীভূত হয়েন নাই। এস্থলে শিবশরীরে তোমার অনুপ্রবেশ এবং তোমার কর্ণভূষণের মহিমাই তাহার কারণ। ২৭।

তোমার পতি মহাকালই হাস্য করিতে থাকেন, এইরূপ অর্থ হইবে। ২৬।

টিপ্পনী।—শিব যে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তাহার কারণ তোমার পাতিব্রত্য এবং শিবশরীরে তোমার অনুপ্রবেশ। দেবগণ অমৃত পান করিয়াও মৃত্যু জয় করিতে পারিলেন না; তোমার পতি মৃত্যুর কারণ কালকূট পান করিয়াও অমর হই-লেন। এস্থলে একমাত্র তোমার মহিমাই ইহার কারণ। ২৭।

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥

অথ জ্ঞানযোগং প্রকটীকরোতি। জপ ইতি। যন্মে বিলসিতং যচ্চেষ্টিতং তৎ সপর্য্যাপর্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু। তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জল্পো বচনমাত্রং জপো ভবতু। মম সকলং অঙ্গুলিক্রিয়ামাত্রং মুদ্রাবিরচনং ভবতু। মম সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং ভবতু। মম অদনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকর্ম্ম ভবতু। মম সংবেশঃ শয়নমাত্রম্ অষ্টাঙ্গপ্রণামোঽস্তু। মম অখিলং সুখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রম্ আত্মার্পণদশা আত্মনি পরদেবতায়াম্ অভেদভাবেনার্পণমস্তু সকলমিত্যজহল্লিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

জননি! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎসমুদায়ই যেন তোমার অর্চ্চনাস্বরূপ হয়। আমি যে কোন কথা কহিব, তাহা তোমার জপস্বরূপ, আমি যখন যেরূপ অঙ্গসঞ্চালন করিব, তৎসমুদায় তোমার মুদ্রাবিরচনস্বরূপ; আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকে প্রদক্ষিণ করাস্বরূপ, আমি যখন যাহা ভোজন বা পান করিব, তৎসমুদায় তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদানস্বরূপ; আমি যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ এবং আমার নিখিল শক্তিসংযোগজনিত সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক। ২৮।

টিপ্পনী।—এস্থলে স্বেচ্ছাচার ও ভাবাতীত অবস্থা প্রার্থিত হইল। আচার সপ্তবিধ, প্রথমতঃ বেদাচার। বৈষ্ণবাচার বেদা-

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-
মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবকমকরন্দং বিকিরতি।
তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ষট্চরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

চার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ. শৈবাচার বৈষ্ণবাচার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার শৈবাচার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বামাচার দক্ষিণাচার হইতেও শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তাচার বামাচার হইতেও শ্রেষ্ঠ, কৌলাচার সিদ্ধান্তাচার হইতেও শ্রেষ্ঠ; যথা "সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্। দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো ন হি।" কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এই সপ্তবিধ আচার আছে। কৌলাচারে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হওয়া যায় বলিয়া কৌল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সপ্তাচারে যথাক্রমে কর্ম্ম করিলে এই সপ্ত আচার উদ্‌যাপিত হইয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তৎকালে যে অষ্টম আচার উপস্থিত হয়, তাহার নাম যথেচ্ছাচার। পূর্ব্বকথিত সপ্ত আচার শ্রীকুলের অন্তর্গত; শোষোক্ত অষ্টম আচার কালীকুলের অন্তর্গত। এই পূর্ব্বোক্ত সপ্তাচারের মধ্যে তিনটি-ভাব আছে; পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বেদাচার বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার এই তিনটি পশুভাবের অন্তর্গত। দক্ষিণাচার, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার এই তিনটি বীরভাবের অন্তর্গত। একমাত্র কৌলাচারেই দিব্য ভাব আছে। পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব উদ্‌যাপন হইলে, যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম ভাবাতীত। এই শ্লোকদ্বারা অষ্টম আচার ও চতুর্থ অবস্থা প্রার্থিত হইল। ২৮।

কিরীটং বৈরিঞ্চ্যং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ
কঠোরে কোটীরে স্খলসি জহি জম্ভারিমুকুটম্।
প্রণম্রেম্বেতেষু প্রসভমুপযাতস্য ভবনং
ভবস্যাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্তির্ব্বিজয়তে ॥ ৩০ ॥

অথৈকান্তিকীং ভক্তিমাহ দদানে ইতি। হে মাতঃ! অস্মিন্মন্দারস্তবক-সুভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণ-চরণৈঃ ষড়িন্দ্রিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্চরণতাং ভ্রমররূপত্বং যাতু। কিম্ভূতে? দীনেভ্যঃ অনিশং নিরন্তরম্ আত্মানুসদৃশীং স্বাভিন্নাং শ্রিয়ম্ আত্মসদৃশ-মৈশ্বর্য্যং দদানে। তথাচ মুক্তিশ্চতুর্ব্বিধা, সার্ষ্টি-সালোক্য সারূপ্য-সাযুজ্য-মিতি। পুনঃ কিম্ভূতে? সৌন্দর্য্যসমূহরূপং মকরন্দম্ অমন্দং যথা স্যাত্তথা বিকিরতি বিক্ষিপতি ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমত্যা আরাধ্যত্বমাহ। কিরীটমিতি। হে মাতঃ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সৎসু অকস্মাত্তব ভবনম্ উপযাতস্য শিবস্য অভ্যুত্থানে সতি পরিজনোক্তির্ব্বচনং বিজয়তে, জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি। তৎ কিমিত্যাহ,

---

জননি! তোমার যে চরণ, একান্তকাতর ভক্ত জন-গণকে নিরন্তর আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা অন-বরত সৌন্দর্য্যসমূহরূপ মকরন্দ ক্ষরণ করিয়া থাকে, যাহা পারিজাত কুসুমগুচ্ছের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সুমনোহর, তোমার সেই চরণকমলে আমার অন্তঃকরণ নিমগ্ন হইয়া, ছয় ইন্দ্রিয়-দ্বারা ষট্পদরূপ ধারণ করুক। ২৯।

টিপ্পনী।—মুক্তি চারি প্রকার, সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। এখানে এরূপ বলা হইল যে, যাহারা তোমার ভক্ত, তাহাদিগকে তুমি সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। এই শ্লোকে ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৯।

চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনং
স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রঃ পশুপতিঃ।
পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা-
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

অগ্রতো বৈরিঞ্চ্যং কিরীটম্ ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ। কৈটভ-ভিদো বিষ্ণোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরম্ অস্মিন্ স্খলসি পতসি অত্র সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ। জম্ভারিমুকুটম্ ইন্দ্রমুকুটং জহি ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ হনধাতুস্ত্যাগার্থে। পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমত্যা নিজতন্ত্রমহিমানমাহ। চতুরিতি। পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্ট্যা নিত্যতন্ত্রৈঃ সকলং ভুবনম্ অভিসন্ধায় জ্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃষষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন ·ার্ব্বজ্ঞো ভূত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যস্মিন্ তন্ত্রে যা সিদ্ধিঃ প্রমাণ-বাহুল্যাৎ তত্তৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্রঃ সন্ প্রথমং স্থিতঃ। তথাচ পুরাণাগম-

---

জননি! তুমি সহসা উত্থানপূর্ব্বক যখন ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হও এবং তোমার আসনস্বরূপ শিব যখন অভ্যুত্থিত হয়েন, তখন তোমার পরিজনগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিকে ভূতলাবনত মস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া তোমার সতর্কতার নিমিত্ত যে সমুদায় বাক্য বলে তাহা জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ হউক। তোমার পরিজনগণের বাক্য এইরূপ যে, দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহাদ্বারা যেন তোমার চরণে আঘাত লাগে না। এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও যেন ইহাতে পদস্খলন হয় না। এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস। ৩০।

টিপ্পনী।—ভগবতী মহাত্রিপুরসুন্দরী যে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্য তাহা এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদিত হইল। ৩০

সিদ্ধান্তং নিত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ। পুনস্তন্নির্ব্বন্ধাৎ তব প্রযত্নাৎ অস্মিন্ পুরু-ষার্থৈকঘটনাৎ হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাদ্ধেতোঃ স্বতন্ত্রং নাম তন্ত্রান্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্রং ক্ষিতিতলম্ অবাতীতরৎ অবতারয়ামাস ॥৩১॥

মাতঃ! ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর, সনাতন চতুঃষষ্টি তন্ত্র-দ্বারা জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভপূর্ব্বক যে তন্ত্রে যেরূপ সিদ্ধি হইতে পারে তাহা জগতে প্রচারের নিমিত্ত ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণের অধীন হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং তত্তৎসিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সঙ্ঘটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র-নামক তোমার এই কুলতন্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়াছেন। ৩১।

টিপ্পনী।—তন্ত্র সমুদায় নিত্য, সুতরাং প্রথমতঃ শিবকেও তন্ত্র সমুদায় অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইয়াছিল। পরে তিনি ভগবতীর প্রশ্নানুসারে সময়ে সময়ে ঐ সমুদায় তন্ত্র প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ তিনি ভগবতীর নির্ব্বন্ধাতিশয় নিবন্ধন পুরু-ষার্থচতুষ্টয়ের মূলীভূত সমুদায় সিদ্ধি একত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র তন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কৈলাসে শিব বলিতেছেন, ভগবতী শ্রবণ করিতেছেন, গণেশ তাহা লিখিয়া লইয়া একখানি তন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ভূতলে কোন মহর্ষির নিকট বা সিদ্ধ পুরুষের নিকট প্রচারের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতেছেন। এইরূপে বর্ত্তমান সময়েও নূতন তন্ত্র প্রচার হইতেছে। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ফলই সেই সমুদায় তন্ত্রের প্রামাণিকতা স্থাপন করি-তেছে। ঈদৃশ অবস্থায় কোন কোন কুতর্কবাদী যুক্তিপ্রদর্শন-

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ
স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
অমী হৃল্লেখাভিস্তিসৃভিরবসানেষু ঘটিতা
ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্॥ ৩২ ॥

অথ শ্রীমত্যা মন্ত্রোদ্ধারমাহ শিব ইতি। হে জননি! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ত্রিকূটান্তেষু মন্ত্রাত্মিকায়াস্তব তিসৃভিঃ হৃল্লেখাভির্ঘটিতাঃ সন্তঃ মূর্তিমত্যাস্তব নামাবয়বতাং ভজন্তে যান্তি। তথাচ মন্ত্রাত্মা দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি। হৃল্লেখানামনিরুক্তিমাহ স্বচ্ছসংগ্রহে। যস্মাদখিলমন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্ব্বশঃ। হৃল্লেখেব হি জাগর্ত্তি হৃল্লেখা যুজ্যতে ততঃ॥ কে তে ইত্যাহ শিব ইত্যাদি। শিবো হকারঃ শক্তিঃ সকারঃ কামঃ ককারঃ ক্ষিতির্লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। প্রথমং বাগ্‌ভবকূটম্। অথশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। রবির্হকারঃ শীতকিরণঃ সকারঃ স্মরঃ ককারঃ হংসো হকারঃ শক্রো লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি কামরাজকূটম্। তদনুশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। পরা সকারঃ মারঃ ককারঃ হরির্লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্। এষা বিদ্যা লোপামুদ্রাখ্যা সর্ব্বমন্ত্রবীজরূপা॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বক যে বলেন, কোন কোন তন্ত্র আধুনিক, সে বিষয়ে আমাদের তাদৃশ আপত্তি নাই, কারণ, আমরা স্বীকার করিতেছি যে, অদ্যাপি তন্ত্র প্রকাশ হইতেছে। তন্ত্র সমুদায় নিত্য, সময়ে সময়ে এক এক তন্ত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, কোন তন্ত্র একবার লুপ্ত হইয়া পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। শিব চতুঃষষ্টি তন্ত্র অবগত হইয়া বিষ্ণুক্রান্তাতে চতুঃষষ্টি, অশ্বক্রান্তাতে চতুঃষষ্টি, রথক্রান্তাতে চতুঃষষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যামল প্রভৃতি অনেকগুলি তন্ত্রানুযায়ী গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ও তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৩১।

স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব মনো-
র্নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।
জপন্তি ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষরলয়াঃ
শিবাগ্নৌ জুহ্বন্তঃ সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

বিদ্যান্তরং দর্শয়ন্নাহ। স্মরমিত্যাদি। হে নিত্যে! তব মন্ত্রস্য আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে জনাস্ত্বাং ভজন্তে। কিন্তদিত্যাহ; স্মরং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কেচিদ্বীজত্রয়মাহুঃ স্মরং কামবীজং যোনিং ভুবনেশীবীজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। তে শিবাগ্নৌ কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকচ্যুতামৃতধারাহুতিশতৈর্জ্জুহ্বন্তঃ চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষরলয়া ভবন্তীতি অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। সুরভির্গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্যা ঘৃতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে গোলোকং তৎ সমাখ্যাতং যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। চিন্তামণিঃ চিৎকলা অভীষ্টফলদাতৃত্বাৎ। তস্যা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্নিবদ্ধেষু অক্ষরেষু

জননি! শিব অর্থাৎ হকার, শক্তি অর্থাৎ সকার, কাম অর্থাৎ ককার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা অর্থাৎ হ্রীঁ। ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট। রবি অর্থাৎ হকার, শীতকিরণ অর্থাৎ সকার, স্মর অর্থাৎ ককার, হংস অর্থাৎ হকার, শক্র অর্থাৎ লকার। ইহার অন্তে হৃল্লেখা, ইহার নাম কামরাজকূট। পরাশব্দে সকার, মারশব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা। ইহার নাম ত্রৈলোক্যমোহিনী ও শক্তিকূট। এই ত্রিকূট মন্ত্রস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে। ৩২।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ সকল হ্রীঁ। এই ত্রিকূট মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ইহার নাম লোপামুদ্রা বিদ্যা। ইহা সমুদায় মন্ত্রের বীজস্বরূপ। ৩২।

লয়ো যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং স্ফুরণং যস্য তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিম্ভূতাঃ? মহাভোগরসিকাঃ। অপর্য্যাপ্তসুখানুভবকাঙ্ক্ষিণঃ। জপন্তীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র মন্ত্ররূপিণীং ত্বাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তে চিন্তামণিগুণবিদ্ধাক্ষরলয়া ভবন্তি। বলয়া মালা চিৎকলাগুণৈর্নির্বিদ্ধা অক্ষমালা যেষাম্। এতেন অন্তর্যাজিনো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

নিত্যে! মহাভোগরসিক জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের প্রথমতঃ, ক এ ঈ অথবা ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজত্রয় যোগ করিয়া নিরন্তর জপপূর্ব্বক যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকস্থিত সুরভিসম্ভূত শত শত ঘৃতাহুতিদ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হয়েন। ৩৩।

টিপ্পনী। এস্থলে চিন্তামণি শব্দে অভীষ্টফলদায়িনী চিৎকলা। চিৎকলা সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয়ময়ী। তাহাদ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অথবা উপহিত চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম! মহাভোগ শব্দের অর্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মুমুক্ষুপ্রকরণে প্রকটিত আছে যথা,—একদা কোন শিষ্য গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলেন যে, কি উপায়ে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিউন; আমি অধিক কথা ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। শিষ্যের এরূপ অভিপ্রায় জানিয়া গুরু উপদেশ দিলেন যে, বৎস! তুমি মহাসন্ন্যাস কর, মহাভোগ কর ও মহাবিশ্রাম কর। স্ত্রীপুত্র সংসার ও ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস তিন প্রকার; তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। স্ত্রীপুত্রাদিবিয়োগ হইলে, সংসারে ব্যভিচার প্রবেশ করিলে, ক্রোধনিবন্ধন হত্যাকাণ্ড ঘটিলে অথবা কলহ প্রভৃতি হইলে নির্ব্বেদনিবন্ধন যে সন্ন্যাস

গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম তামসিক সন্ন্যাস। প্রশংসা ও গৌরবের লোভে যে সংসার ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজসিক সন্ন্যাস। এই উভয়বিধ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে মুক্তি হওয়া দূরে থাকুক, অন্তে নিরয়গামী হইতে হয়। সাত্ত্বিক সন্ন্যাস অন্যপ্রকার। তাহাতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপদেশ নাই, একমাত্র বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে থাকিলেই সাত্ত্বিক সন্ন্যাস হইয়া থাকে। বাহ্য ক্রিয়ার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সচরাচর সংসার ও ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া থাকে, কিন্তু মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং সংসার পরিত্যাগকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই দোষের কারণ। মহাসন্ন্যাসের সময় সংসারে অনুরাগও থাকিবে না, বিরাগও থাকিবে না। ঈদৃশ অবস্থায় সাধক আসক্তিশূন্য নির্লিপ্ত ও বাসনারহিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির মধ্যেও থাকিতে পারেন, বৃক্ষমূলেও থাকিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। যদি সংসারের মধ্যে থাকেন, সঙ্কল্পপরিশূন্য হইয়া নির্লিপ্তভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এরূপ অবস্থাকেই মহাসন্ন্যাস বলা যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রিয়বস্তু উপভোগ করাকেই ভোগ বলা যায়, কিন্তু মহাভোগ করিতে হইলে ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ সহকারে ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি ভোগ্যবস্তু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ না করিয়া এবং তাহাতে আসক্ত না হইয়া জনকরাজার ন্যায় ভোগ করিবে। যদি ভোগ্যবস্তু উপস্থিত না হয়, তাহা

শরীরং ত্বং শম্ভোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং
তবাত্মানং মন্যে ভগবতি ভবাত্মানমনঘম্।
অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া
স্থিতঃ সম্বন্ধো বাং সমরসপরানন্দপদয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ শিবশক্ত্যোরাধারাধেয়ভাবেনৈকাত্মতান্দর্শয়ন্নাহ। শরীরম্ ইতি। হে ভগবতি! শম্ভোর্ব্রহ্মণো যৎ বিশ্বব্যাপকং চন্দ্রসূর্য্যস্তনযুগং শরীরং তৎ ত্বম্। তবাপি বিশ্বাকৃতেরনঘং গুণরূপাঘবর্জ্জিতম্ আত্মানং ভবাত্মানম্ অর্থাদ্বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং মন্যে। ততঃ কারণাৎ বাং যুবয়োঃ উভয়সাধারণতয়া আধারাধেয়সাধারণভাবেন শেষঃ শেষীত্যয়ং সম্বন্ধঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতিরিত্যয়ং সম্বন্ধঃ স্থিতঃ। কিম্ভূতয়োঃ? সমরসপরানন্দপদয়োঃ সমানৈশ্বর্য্যানন্দনির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগবতি! পরমব্রহ্মস্বরূপ বিরাটমূর্ত্তি শিবের চন্দ্রসূর্য্য-

হইলে তাহা ভোগের নিমিত্ত লালস হইবে না। মহাভোগের সময় ভোগবাসনা ত্যাগ করা বিধেয়, ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করা বিধেয় নহে।

বিশ্রাম করিতে হইলে যে সময় শরীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হয়, সে সময় এক স্থানে স্থির থাকিয়া শারীরিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া বন্ধ করিতে হয়। ফলতঃ এই শারীরিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে পারেন না। যদি ঐ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাবিশ্রাম বলে। যোগাভ্যাসদ্বারা সমাধি হইলে শারীরিক ও মানসিক কোন ক্রিয়াই থাকে না। তৎকালে শরীর মৃতশরীরের ন্যায় হয় এবং মন পরমব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ৩৩।

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়াং ন হি পরম্।
ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা
চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভৃষে॥ ৩৫॥

অথ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈকতামাহ মন ইতি। হে শিবযুবতি! ত্বং মনঃ পরম-শিবস্থানং মহর্লোক ইত্যর্থঃ। ব্যোম ত্বং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্। ত্বং বায়ুর্জ্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্। ত্বম্ অগ্নিঃ স্বর্লোকো নারায়ণস্থানম্। ত্বম্ আপঃ ভুবর্লোকঃ রুদ্রস্থানম্। ত্বং ভূমিঃ ভূর্লোকো ব্রহ্মস্থানম্। এতৎ ষট-চক্ররূপং তব সূক্ষ্মং রূপমিত্যর্থঃ। স্থূলরূপমাহ ত্বয়ীত্যাদি। ত্বয়ি পরি-ণতায়াং ষট্চক্রদেহং প্রাপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমস্তি ত্বং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবসীত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি। ত্বম্ আত্মানং পরমাত্মাদীনাং কারণভূতং চিদানন্দরূপং পরিণময়িতুং স্ববশে কর্ত্তুং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্চক্রাত্মকদেহেন অর্থাৎ ষট্চক্রতেজসা ত্বং চিদানন্দা-কারং বিভৃষে গৃহ্ণাসি। এতৎ সত্যলোকং লোক উচ্যতে॥ ৩৫॥

রূপ স্তনযুগল সুশোভিত যে বিশ্বমূর্ত্তি, তুমিই সেই বিশ্বমূর্ত্তি। গুণাতীত বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপই তোমার স্বরূপ। একমাত্র তুমিই শিব ও শক্তিরূপে আধার আধেয়ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে নিরূপিত হইতেছ। ফলতঃ তোমরা উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ। ৩৪।

ভবানি! তুমিই মন অর্থাৎ পরশিবস্থান মহর্লোক, তুমিই ব্যোম অর্থাৎ সদাশিবস্থান তপোলোক, তুমিই বায়ু অর্থাৎ

টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে পুরুষ বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি কখনই পৃথক্ হইতে পারেন না। জ্ঞানের নিমিত্ত ইহাঁদের আধার আধেয়ভাব কল্পিত হইয়াছে। ৩৪।

তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্যপরয়া
শিবাত্মানং বন্দে নবরসমহাতাণ্ডবনটম্।
উভাভ্যামেতাভ্যামুভয়বিধিমুদ্দিশ্য দয়য়া
সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্॥ ৩৬॥

ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ শ্রীমত্যাঃ ষট্চক্রস্থিতয়া ষণ্মূর্ত্ত্যা স্থিতিং বর্ণয়িষ্যন্ ব্রাহ্মণং স্তবন্নাহ, তব ইতি। হে জনকজননি! হে পিতৃমাতৃস্বরূপে! মূলে আধারে মূলাধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাদ্বাগীশ্বর্য্যা সহ তবাত্মানং শিবং অর্থাদ্ব্রহ্মাভিখ্যম্ অহং বন্দে। সময়য়া কিম্ভূতয়া? লাস্যপরয়া নৃত্যরসিকয়া। আত্মানং কিম্ভূতং? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শান্তিপর্য্যন্তা যত্র এবম্ভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরসিকমিত্যর্থঃ। মন্যে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং মন্যে ইত্যর্থঃ। ভবাত্মানমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ভাবয়তীতি ভবো ব্রহ্মা তদাত্মকং শম্ভুং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাভ্যামুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাম্ ঈমৎ লক্ষ্মীমৎ সর্ব্বং জগৎ জজ্ঞে। কিম্ভূতাভ্যাং? দয়য়া অন্যোন্যসহায়াভ্যাম্। এতেনানয়োর্জ্জগৎকর্ত্তৃত্বং সূচিতম্॥ ৩৬॥

ঈশ্বরস্থান জনলোক, তুমিই অগ্নি অর্থাৎ রুদ্রস্থান স্বর্লোক, তুমিই জল অর্থাৎ নারায়ণস্থান ভুবর্লোক, তুমিই ভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মার স্থান ভূলোক। এই ষট্চক্ররূপ তোমার সূক্ষ্মরূপ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে দ্যোতমান রহিয়াছে। তুমি স্থূলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না; তুমি বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক। দেবি! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ। ৩৫।

টিপ্পনী।—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তুমিই স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎ ও তুমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ৩৫।

জনকজননি! মূলাধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশ-স্বরূপা সাবিত্রীশক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। এই সাবিত্রী, শৃঙ্গার অবধি শান্তিপর্য্যন্ত নবরসের অভিনয়ে সুপটু নটস্বরূপ নিজ পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী নিজ নিজ অভি-প্রেত সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃ-মাতৃভাবে পরিপূর্ণ সৌভাগ্যসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৩৬।

টিপ্পনী।—ছয়টী শ্লোকদ্বারা ভগবতী মহাত্রিপুরসুন্দরীর অংশস্বরূপ ছয় মূর্ত্তির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ মূলা-ধারস্থিত ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর স্তব করা হইল। এই সংসার রঙ্গ-ভূমিস্বরূপ এবং ব্রহ্মা প্রধান নটস্বরূপ ও সাবিত্রী প্রধান নটী-স্বরূপ। জগতের সমুদায় জীবগণ নানারূপ ধারণ করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক শৃঙ্গার হাস্য করুণ অদ্ভুত বীর ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত ও বাৎসল্য এই দশবিধ রসে অভিনয় করিতেছে। কোন কোন ব্যক্তি এই সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন, কোন কোন ব্যক্তি নিজ অভি-নয় সমাধান করিয়া রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে-ছেন। এই রঙ্গভূমি এরূপ অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াতে পরি-পূর্ণ যে, অভিনয়কারী ব্যক্তিরাও ইহার যাথার্থ্য অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। প্রধান নটনটীর সুকৌশলে ও শিক্ষাবলে অভিনয়কারীরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কোন অংশ অভিনয় করিয়াও তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ৩৬।

তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং
তমীড়ে সম্বর্ত্তং জননি জননীন্তাঞ্চ সময়াম্।
যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে
দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্‌ভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি ॥ ৩৭ ॥

রুদ্রাণ্যা রুদ্রং স্তবন্নাহ। হে জননি! স্বাধিষ্ঠানে পূর্ব্বোক্তং তং সম্বর্ত্তনামানম্ ঈড়ে স্তৌমি। তাং মহতীং কলাং সময়ামপি স্তৌমি। জননীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তং কিম্ভূতং? হুতবহমধিষ্ঠায় অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্। যস্য রুদ্রস্য ক্রোধকলিলে ক্রোধসম্বর্দ্ধিতে অবলোকনে লোকান্ দহতি সতি দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্‌ভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি। দয়ার্দ্রা যা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি প্রাঞ্চঃ। তত্র তব যা দয়ার্দ্রা স্নিগ্ধা দৃষ্টিঃ সা শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ। এতেন বিশ্বং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্রং সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

জননি! যিনি স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত হুতাশনরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি ভদ্রকালীকে প্রণাম করি। প্রলয়কালে এই রুদ্রের ক্রোধবিকসিত লোচন যখন সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তুমি দয়ার্দ্র দৃষ্টিপাতদ্বারা এই সমুদায় জগৎ সুশীতল করিয়া থাক। ৩৭।

টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রুদ্র যখন বাড়বানলরূপে সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তুমি সমুদ্ররূপে ঐ বাড়বানল আবরণপূর্ব্বক সমুদায় জগৎ শীতল করিয়া থাক। বহু তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীশক্তি এবং মণিপুরে রুদ্র ও রুদ্রাণী অবস্থিতি করিতেছেন। ভূতশুদ্ধি সময়েও এইরূপ ভাবনা করা হইয়া থাকে।

তড়িত্বন্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপন্থিস্ফুরণয়া
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্।
তমঃশ্যামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং
নিষেবে বর্ষন্তং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্॥ ৩৮॥

বৈষ্ণবীশক্তিসহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবন্নাহ তড়িদিতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং মেঘং মেঘাভবিষ্ণুম্ অহং নিষেবে। কিম্ভূতং? মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব প্রধানং স্থানং যস্য। মেঘসাধর্ম্মমাহ, তমঃশ্যামম্ অতি ঘোরতরম্। কিম্ভূতং? শক্ত্যা নারায়ণ্যা তড়িত্বন্তম্। শক্ত্যা কিম্ভূতয়া, অন্ধকারবিরোধি সঞ্চরণং যস্যাঃ। মেঘং কিম্ভূতং? স্ফুরন্নানারত্নালঙ্কারৈর্ম্মিলিতম্ ইন্দ্রধনুর্যত্র। হরমিহিরতপ্তং রুদ্ররূপসূর্য্যতপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তম্। কচিৎ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্থলে তাহার ব্যত্যয় করিয়া বর্ণন করিলেন। এরূপ ব্যত্যয়পূর্ব্বক বর্ণনে কোন বিশেষ দোষ হইতেছে না কারণ, যেখানে সংহার সেই স্থানেই রক্ষা রহিয়াছে এবং যে স্থানে রক্ষা সেই স্থানেই সংহার বিরাজ করিতেছে। স্বাধিষ্ঠানচক্রে যেরূপ বিষ্ণু পালনের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন, সংহারক রুদ্রও সেইরূপ সেই স্থানে সংহারের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। মণিপূরে যেরূপ রুদ্র সংহারের নিমিত্ত আছেন, বিষ্ণুও সেইরূপ সেই স্থানে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং স্বাধিষ্ঠান ও মণিপূর উভয় স্থানেই রুদ্র ও বিষ্ণু আছেন। বহুসংখ্য তন্ত্রে স্বাধিষ্ঠানস্থিত রুদ্রের উল্লেখ না করিয়া কেবল বিষ্ণুর উল্লেখ ও ধ্যানের উপদেশ করিয়াছেন এবং মণিপূরে বিষ্ণুর ধ্যানের উপদেশ না দিয়া রুদ্রের ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বাধিষ্ঠানে রুদ্রের এবং মণিপূরে বিষ্ণুর বর্ণন করিলেন। ৩৭।

সমুন্মীলৎসম্বিৎকমলমকরন্দৈকরসিকং
ভজেহহং সদ্বন্দং কিমপি মহতাং মানসচরম্।
যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ
সমাদত্তে দোষাদ্গুণমখিলমদ্ভ্যঃ পয় ইব॥ ৩৯॥

স্মরমিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র স্মরঃ কন্দর্পঃ স এব সূর্য্যঃ তত্তেজসা তপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপূরস্থবিষ্ণুরূপশিবধ্যানাৎ কামাগ্নিনা দহ্যমানস্য শান্তির্ভবতীতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

অথ অনাহতচক্রস্থম্ ঈশ্বরং শক্তিসহিতং ঈশ্বরনামানং স্তবন্নাহ। সমু ইতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং হংসদ্বন্দ্বং ভজে। কিম্ভূতং? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্। অন্যে হং সা মকরন্দরসিকা ইদমপি সমুন্মীলৎ প্রকাশীভবৎ জ্ঞানকমলমকরন্দৈকরসিকম্। যদ্‌যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ ধ্যানাৎ জনঃ অষ্টা-

---

মাতঃ! মণিপূরস্থিত অনির্ব্বচনীয় মেঘরূপ বিষ্ণুকে এবং তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে প্রণাম করিতেছি। নিজ স্ফুরণ-দ্বারা তমোরাশি-বিনাশিনী এই বৈষ্ণবীশক্তি অন্ধকারের ন্যায় শ্যামবর্ণ বিষ্ণুর অঙ্গে চঞ্চলার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বহুবিধ সুনির্ম্মল আভরণ ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূর্ব্বমেঘ, করুণাবারি বর্ষণদ্বারা মহেশ্বররূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে সন্তপ্ত ত্রিভুবন পুনরুজ্জীবিত করিতে-ছেন। ৩৮।

টিপ্পনী।—এই শ্লোকে বৈষ্ণবীশক্তির সহিত বিষ্ণুর স্তব করা হইল। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে, যে ব্যক্তি নাভিকমলে মেঘবর্ণ শিবসমেত বিদ্যুদ্বর্ণা শক্তির ধ্যান করেন; তিনি সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ৩৮।

বিশুদ্ধৌ তে শুদ্ধস্ফটিকবিষদং ব্যোমসদৃশং
শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যসনিনীম্।
যয়োঃ কান্ত্যা যান্ত্যা শশিকিরণসারূপ্যসরণিং
বিধূতান্তর্ধ্বান্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥

দশবিদদ্যা-পরিচিতিম্ আধত্তে। অষ্টাদশ বিদ্যা যথা—বেদা উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এবং অষ্টাদশ বিদ্যাঃ। যস্মাৎ যযোরালাপাৎ দোষাৎ গুণং দোষং বিহায অখিলং গুণম্ আদত্তে অদ্ভ্যো জলেভ্যঃ পয় ইব। অন্যেঽপি রাজহংসা একত্রীভূতং জলং দূরীকৃত্য দুগ্ধং গৃহ্নন্তীতি তাৎপর্য্যম্। নিত্যা পরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যদালাপাৎ অষ্টাদশবিদ্যাসু পবিণতির্দাক্ষিণ্যং জায়তে ইতি স্বচ্ছান্বযঃ ॥ ৩৯ ॥

মাতঃ! যাঁহারা অনাহতচক্রে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহারা সমুন্মীলিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরূপ ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি প্রণাম করিতেছি। এই হংসযুগল সাধকগণের মানস সরোবরে নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারা যায়। সাধারণ হংস যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসযুগলও সেইরূপ বিবিধ দোষে আচ্ছাদিত গুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।৩৯

টিপ্পনী।—জল হইতে দুগ্ধগ্রহণের দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাহারা অশেষ পাপে পাপী তাহারাও যদি হৃদয়কমলে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ধ্যান করে, তাহা হইলে সদ্গতি লাভ করিতে পারে। অষ্টাদশবিদ্যা—চতুর্ব্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি। ৩৯।

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং
পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।
যমারাদ্ধুং ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে
নিরালোকে লোকো নিবসতি হি ভালোকভবনে॥৪১॥

আদ্যাশক্তিসহিতং শিবং স্তবন্নাহ। বিশুদ্ধাবিতি। বিশুদ্ধনাম্নি কণ্ঠস্থিতপদ্মে তব শিবম্ অহং সেবে। কিম্ভূতং ? শুদ্ধস্ফটিকশুভ্রং, ব্যোমসদৃশম্ আকাশতুল্যম্ অপর্য্যাপ্তত্বাৎ। ব্যোমজনকমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণম্ অর্থাৎ ব্যোমেশ্বরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি অহং বন্দে। কীদৃশীং ? গিরিশনর্ম্মব্যসনিনীং শিবসমানসুখদুঃখাম্। যযোঃ শিবশক্ত্যোঃ কান্ত্যা জগতী বিধূতান্তর্ধ্বান্তা নষ্টাজ্ঞানা সতী চকোরীব বিলসতি। চকোরী চন্দ্রিকালাভেনানন্দং লভতে তথা তযোর্ধ্যানাৎ ব্রহ্মসুখং লভতে। কথম্ভূতযা কান্ত্যা বিধুকিরণসারূপ্যপথং যান্ত্যা অতএব চকোরীত্বুপমানমুপপদ্যতে॥ ৪০॥

ভ্রূমধ্যগং চিচ্ছক্তিসহিতং পরমশিবং স্তবন্নাহ। তবাজ্ঞা ইতি। আজ্ঞা-

---

মাতঃ! বিশুদ্ধ চক্রস্থিত আদ্যাশক্তি সমেত সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি। এই সদাশিব শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ ও আকাশসদৃশ সুনির্ম্মল। আদ্যাশক্তিও সদাশিবের সহিত সামরস্য-পরতন্ত্রা ও সমদুঃখসুখা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অর্দ্ধনারীশ্বরের কান্তি, চন্দ্রিকার সারূপ্য লাভ করাতে তদ্দ্বারা জগতীরূপা চকোরী নির্ম্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে। ৪০।

টিপ্পনী।—চকোরী যেরূপ চন্দ্রিকালাভে আনন্দ লাভ করে জীবগণও সেইরূপ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। ৪০।

চক্রস্থং ভ্রূমধ্যগদ্বিদলপদ্মস্থং পরমশিবম্ অহং বন্দে। কীদৃশং ? সূর্য্যচন্দ্রকোটি-দ্যুতিধরম্। পরচিতা চিৎশক্ত্যা পরিমিলিতপার্শ্বং চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাদ্ধুং সেবিতুং নিরালোকে স্বপ্রকাশতয়া আলো-কান্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকো নিবসতি। কিম্ভূতে ? রবিশশিশুচীনামবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নীনামগোচরে অতএব নিরা-লোক ইতি বিশেষণমুপপদ্যতে। তদুক্তং গীতাতন্ত্রে। ন তত্র ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যজ্জাত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। পরিচিতং যদা লব্ধং শক্ত্যা ইতি প্রাঞ্চঃ। তত্র ব্যাখ্যা যদা উভয়পার্শ্বং তৎ-শক্ত্যা পরিচিতম্ একত্রীকৃতং যোগিনা লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি এতেন চিদানন্দধ্যানে ব্রহ্ম পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। এতানি শ্লোকানি ক্বচিদাজ্ঞাচক্রমারভ্য দৃশ্যন্তে॥ ৪১॥

জননি! আজ্ঞাচক্রস্থিত তোমার পরশিব ও তৎপার্শ্ব-স্থিতা চিৎশক্তিকে আমি প্রণাম করিতেছি। এই পরশিব কোটি কোটি সূর্য্য ও কোটি কোটি চন্দ্রের শোভা ধারণ করিয়া-ছেন। ইহাঁকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্থিব আলোক পরি-শূন্য ভালোকভবনে অর্থাৎ দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় ভবনে বাস করিয়া থাকেন। ৪১।

টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগিগণ যখন চিৎশক্তির সহিত পরশিবকে দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের আত্মা তেজো-ময় স্থানেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। এইরূপ ধ্যানদ্বারাই ব্রহ্ম পরিচিত হয়েন। গীতাতন্ত্রে কথিত আছে; সে স্থানে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি দ্যোতমান হয়েন না, সে স্থান দিয়া গমন করিলে পুনর্ব্বার আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, এই স্থানের নামই বিষ্ণুর পরমপদ। ৪১।

গতৈর্ম্মাণিক্যত্বং গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিসুতে কীর্ত্তয়তু কঃ।
সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং চন্দ্রসকলং
ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বধ্নাতি ধিষণাম্ ॥ ৪২ ॥
ধুনোতু ধ্বান্তং নস্তুলিতদলিতেন্দীবরদলং
ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে।
যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলব্ধুং সুমনসো
বসন্ত্যস্মিন্মন্যে বলমথনবাটীবিটপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ সুন্দর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যম্ অনির্ব্বচনীয়মপি জ্ঞানানুরূপং বর্ণয়তি। গতৈঃ ইতি। হে হিমগিরিসুতে! তব স্বর্ণবিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্ত্তয়তু বিশিষ্য ভণতু নিরুক্তেরশক্যত্বাৎ। কীদৃশং? গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং নিবিড়নির্ম্মিতম্। মণিভিঃ কিম্ভূতৈঃ মাণিক্যেন একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবর্ত্তিভিরিত্যর্থঃ। সমীপে অর্থাৎ যস্য সমীপে ছায়য়া কান্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সম্ভূতাকবণং চন্দ্রসকলং চন্দ্রখণ্ডম্ ইদং কিং সৌনাশীরং ধনুঃ শক্রধনুর্বিভি বিষণাং বধ্নাতি বুদ্ধিমাধত্তে। মাণিক্যসূর্য্যকান্তসুবর্ণানাং প্রতিবিম্বলাভাৎ চন্দ্রখণ্ডং শক্রধনুষঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

হিমগিরিসুতে! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত গগনসদৃশ সুনির্ম্মল মণিসমূহদ্বারা নিবিড়ভাবে সুগঠিত তোমার যে হিরণ্ময় মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিফলিত হওয়াতে সকলের মনে শক্রশরাসন বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে।৪২।

টিপ্পনী।—শ্রীমতী মহাত্রিপুরসুন্দরীর রূপ যদিও অনির্ব্বচনীয়, তথাপি তাহা এস্থলে জ্ঞানানুরূপ বর্ণিত হইতেছে। ৪২।

বহন্তী সিন্দুরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥ ৪৪ ॥

ধুনোতু ইতি। হে শিবে! তব চিকুরনিকুরম্বং কেশকলাপঃ নোঽস্মাকং ধ্বান্তম্ অজ্ঞানং ধুনোতু খণ্ডয়তু। কিম্ভূতং? তুলিতদলিতেন্দীবরদলং তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন। পুনঃ কিম্ভূতং? ঘন-স্নিগ্ধং চিক্কণং শ্লক্ষ্ম্ অতিসৌষ্ঠবং যদীয়ং স্বাভাবিকং সৌরভ্যম্ উপলব্ধুং বলমথনবাটীবিটপিনাম্ ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং সুমনসঃ পুষ্পাণি অস্মিন্ কেশকলাপে বসন্তীত্যহং মন্যে। সুরবিহিতসপর্য্যাচ্ছলেন যৎসুমনসাং ত্বৎ-কেশাশ্রয়ণম্ ॥ ৪৩॥

বহন্তীতি সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ সীমন্তঃ পন্থা নোঽস্মাকং ক্ষেমং তনোতু। কিদৃশী? সিন্দূরং বহন্তী। সিন্দূরং কিম্ভূতং? প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তদ্রূপশত্রূণাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যকিরণমিব ত্বিষা-মিতি পাঠঃ। তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তেষাং কান্তিবৃন্দৈ-

---

মাতঃ! বিকসিত নীলপদ্মের অনুরূপ ঘন স্নিগ্ধ চিক্কণ তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের তমোরাশি বিদূরিত করুন। তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ব্ব দিব্য সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে যে, দেবরাজের উদ্যানস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। ৪৩।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা বর্ণিত হইল যে, ভগবতীর কেশকলাপ অপূর্ব্ব সৌরভের আকর ঘন কোমল ও নির্ম্মল। ৪৩।

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ
পরীতন্তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিম্।
দরস্মেরে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে
সুগন্ধৌ মাদ্যন্তি স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ॥ ৪৫॥

র্ব্বন্দীকৃতং নবীনার্ককিরণমিব। অত্র দুর্ব্বলেন বলিনঃ সূর্য্যকিরণস্য নিয়মনাদাশ্চর্য্যালঙ্কারঃ সূচিতঃ। পুনঃ কিম্ভূতা? তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরণিরিব উৎক্ষিপ্তপানীয়স্য পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্যতীক্ষ্ণস্রোতসঃ সরণিবিব॥ ৪৪॥

অবালৈরিতি। তব বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিং হসতি। কীদৃশং? স্বভাবকুটিলৈঃ অলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্। অলিকুলতসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি। তত্র অলিকুলং হসতীতি অলিকুলহসা সা শ্রীর্ষেষাম্ অলিকুলভসশ্রীভি-

মাতঃ! তোমার কেশকলাপ মধ্যস্থিত যে সীমন্তপথ, তাহা তোমার বদনসৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-স্রোতঃপথের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে; বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, প্রবল শত্রু কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কান্তিসমূহদ্বারা বালার্ককিরণই যেন বন্দীকৃত হইয়াছে। ঈদৃশ এই সীমন্তপথ আমাদিগের মঙ্গলসাধন করুন। ৪৪।

টিপ্পনী।—নদী হইতে উৎক্ষিপ্ত জল যদি অন্য পথদ্বারা নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে সেই পথকেই পরীবাহ বলা হইয়া থাকে। লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, দিবাকর অন্ধকারের শত্রু; এস্থলে এইরূপ অনুমিত হইতেছে যে, কেশকলাপরূপ প্রবলতর অন্ধকার, হীনবল বালার্ককিরণকে শত্রুতাভাবে সঙ্কীর্ণ স্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ৪৪।

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাভাতি তব যৎ
দ্বিতীয়ং তন্মন্যে মুকুটশশিখণ্ডস্য সকলম্‌।
বিপর্য্যাসন্যাসাদুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ
সুধালেপস্যূতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

বিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র অলিকুমারসমশ্রীভিঃ। যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ হরনেত্রভৃঙ্গাঃ মাদ্যন্তি। কিম্ভূতে ? দরস্মেরে ঈষদ্ধাসে। দশনকেশর কান্তিমনোহরে সুগন্ধৌ। এতেন পঙ্কজাপকর্ষণং দর্শিতম্ ॥ ৪৫ ॥

ললাটমিতি। তব লাবণ্যকান্ত্যা সুনির্ম্মলং তব যল্ললাটম্ আভাতি তন্মুকুটার্দ্ধচন্দ্রস্য দ্বিতীয়ং খণ্ডম্ ইত্যহং মন্যে। বিপর্য্যাসন্যাসাদ্বিপরীতবিন্যাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতঃ সং রাকাহিমকরঃ পরিণমতি পূর্ণচন্দ্রঃ সম্পদ্যতে। হিমকরঃ কিম্ভূতঃ সুধালেপস্যূতিঃ অমৃতলেপনেন গ্রহণং যস্য। অধোমুখং ললাটখণ্ডম্ অনয়োরমৃতলেপগ্রথনেন সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

জননি! স্বাভাবিক কুটিল অলিকুলসদৃশ শোভাসম্পন্ন অলকাবলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল, অন্যান্য জলজাত কমলের শোভাকে পরিহাস করিতেছে। দশনশোভা-রূপ কিঞ্জল্ক-পরিশোভিত ঈষৎপ্রফুল্ল সৌরভ-সুমনোহর এই বদন-কমলে কন্দর্পদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া পতিত হইতেছে। ৪৫।

টিপ্পনী।—ভগবতীর কুটিল অলকাবলী মধুকরবৃন্দস্বরূপ, মুখ পদ্মস্বরূপ, দশনকিরণ কিঞ্জল্কস্বরূপ, সদাশিবের নয়নত্রয় মধুপানমত্ত ভ্রমরস্বরূপ করিয়া বর্ণিত হইল। ৪৫।

ভ্রুবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিদ্ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি
ত্বদীয়ে নেত্রাভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণে।
ধনুর্ম্মন্যে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ
প্রকোষ্ঠে মুষ্টৌ চ স্থগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্‌॥ ৪৭॥

ভ্রুবৌ ইতি। হে ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি! সংসারভয়ভঞ্জনশীলে! ত্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ভুগ্নে ঈষৎকুটিলে ভ্রুবৌ রতিপতেঃ কামস্য ধনুরিত্যহং মন্যে। কামধনুষঃ সাম্যমাহ। মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে মধুকরগুণং কামধনুরিতি। ধনুঃ পৌষ্পমিত্যাদিশ্লোকেন পূর্ব্বমুক্তম্‌। তৎ কথং ধনুর্গুণয়োর্ম্মধ্যে শূন্যতা ইত্যাহ। নিগূঢ়ান্তরং নেষং শূন্যতা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্‌। কথমিত্যাহ। সব্যেতর ইত্যাদি। ইদং ধনুঃ সব্যেতরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুষ্টৌ মুষ্টিদেশে চ স্থগয়তি আচ্ছাদয়তি। রতিপতিরিতি কর্তৃপদং কুত্রাপি দৃশ্যতে॥ ৪৭॥

জননি! লাবণ্যকান্তিদ্বারা সুনির্ম্মল তোমার ললাটখণ্ড দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহা মুকুটরূপ শশিখণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ড হইবে। এই শশিখণ্ডদ্বয় বিপরীতভাবে বিন্যস্ত এবং সুধালেপনদ্বারা মিলিত ও সংসক্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন ঐ শশিখণ্ডদ্বয় পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ৪৬।

সংসারভয়-ভঞ্জনশীলে! তোমার ঈষৎ কুটিল ভ্রূযুগল রতিপতির শরাসনস্বরূপ এবং মধুকরসদৃশ নয়নযুগল ধনুর্গুণস্বরূপ বোধ হইতেছে। নয়নযুগল ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল যে শূন্য

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা ললাটকে চন্দ্রের অর্দ্ধাংশস্বরূপ এবং মুকুটকে চন্দ্রের অপর অর্দ্ধাংশস্বরূপ বর্ণন করিয়া উভয় সংযোগে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা বর্ণিত হইল। ৪৬।

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া
ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।
তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরন্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

অহঃ সূতে ইতি। তব সব্যং দক্ষিণং নয়নং সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং সৃজতি। বামনয়নং চন্দ্ররূপত্বাৎ ত্রিযামাম্। ঈষদ্বিকসিতকাঞ্চনকমলরুচিস্তৃতীয়া দৃষ্টির্দিবারাত্র্যোরন্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাম্ আধত্তে সৃজতীত্যর্থঃ। হেমাম্বুজরুচিরিত্যপি কুত্রাপি পাঠঃ। এতেন বহ্নিসাবর্ণ্যাৎ স্বর্ণস্য বহ্ন্যাত্মকত্বাচ্চ বহ্ন্যাত্মিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সূচিতা। নিত্যস্য কালস্য ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥৪৮॥

বোধ হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শূন্য নহে, কারণ, কন্দর্পের মণিবন্ধ ও মুষ্টিদ্বারা ঐস্থল সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। ৪৭।

মাতঃ! তোমার দক্ষিণ নয়ন আদিত্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছেন, তোমার বামনয়ন রজনীনায়ক বলিয়া নিশা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ঈষৎ বিকসিত স্বর্ণকমল-সদৃশ তৃতীয় নয়ন, দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছেন। ৪৮।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা ভগবতীর অপূর্ব্ব নেত্র ও ভ্রূযুগলের অসাধারণ সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইল। ৪৭।

টিপ্পনী।—স্বর্ণ বহ্ন্যাত্মক বলিয়া স্বর্ণের সহিত এই তৃতীয় চক্ষুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। তৃতীয় চক্ষু যে বহ্ন্যাত্মক তাহা ইহাদ্বারাই সূচিত হইতেছে। ইহাদ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, ভগবতী ত্রিপুরসুন্দরীই নিত্যকাল-বিধানের কারণ। ৪৮।

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোধ্যা কুবলয়ৈঃ
কৃপাপারাবারা কিমপি মধুরা ভোগলতিকা।
অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহুনগরবিস্তারবিজয়া
ধ্রুবং তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥

বিশালা ইতি। তব দৃষ্টির্ব্বিজয়তে সর্ব্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বহুনগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিততেরপি তব দৃষ্টিবিততির্গরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণিঃ। বহু স্যাৎত্র্যাদিসংখ্যাসু বিপুলেঽপ্যভিধেয়বৎ। তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা তেষাং বিপুলনগরাদীনাং নামভিস্তব দৃষ্টের্ব্ব্যবহারোঽপি যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ, বিশালেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বিশালা দীর্ঘা, নগর্য্যপি বিশানাম্নী। দৃষ্টিঃ কল্যাণগুণযুক্তা, নাম্না নগর্য্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ স্ফুটরুচির্ব্ব্যক্তকান্তিঃ নগর্য্যপি স্ফুটরুচিনাম্নী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেষ্বসদৃশী। নগর্য্যপি অযোগ্যানাম্নী চীনদেশোদ্ভবা। অযোধ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নীলেন্দীবরদলৈরযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা অর্থাৎ অজেয়া। নগর্য্যপি অযোধ্যানাম্নী। দৃষ্টিঃ কৃপাপারাবারা কৃপাসিন্ধুরূপা দৃষ্টিঃ। নগর্য্যপি কৃপাপারাবারানাম্নী। বারাপদেন বারাণসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ। অথবা কৃপাপদেন কৃপাবতী পারা হারাবত্যাখ্যা বারা বারাণসী। দৃষ্টির্ম্মধুরা মনোহারিণী। নগর্য্যপি ন মধুরানাম্নী। মধুনা রাজ্ঞা আরাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মধুরাপদেন মথুরা উপলক্ষ্যতে। তথাচ মধুপুরীতি সর্ব্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগলতিকা কল্পদ্রুমরূপা। নগর্য্যপি ভোগলতিকানাম্নী। দৃষ্টিরবন্তী ভক্তরক্ষণপরা। নগর্য্যপি অবন্তীনাম্নী। অতএবাত্র চ্ছলোক্ত্যা শব্দচিত্রালঙ্কারঃ সূচিতঃ ॥৪৯॥

জননি! তোমার দৃষ্টি বহুনগরসমূহকে জয় করাতে সেই সেই নাম ব্যবহারের যোগ্যা হইয়াছে; কারণ, তোমার দৃষ্টি বিশালা, অর্থাৎ সুদীর্ঘা; বিশালানাম্নী একটী নগরীও আছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী, অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; কল্যাণীনামে একটী

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং
কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্।
অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্ট্বা তব নবরসাস্বাদতরলা-
বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥

কবীনাম্ ইতি। তব অলিকনয়নং ললাটস্থং নয়নম্ অসূয়াসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈষদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ। কর্ণযুগলম্ অমুঞ্চন্তৌ অপরিত্যাগিনৌ কটাক্ষক্ষেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্ট্বা। কর্ণযুগলং কিম্ভূতং? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাং নানাগুণবিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপ-পুষ্পগুচ্ছস্য শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ কিম্ভূতৌ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়ন-ভৃঙ্গশাবকয়োঃ শ্রবণান্তত্বয়া শ্রবণযুগলস্য কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তস্যালিক-নয়নস্য অসূয়াসংসর্গতানুমীতে ॥ ৫০ ॥

নগরীও আছে। তোমার দৃষ্টি স্ফুটরুচি, অর্থাৎ নির্ম্মলকান্তি; স্ফুটরুচি নামে একটী নগরীও বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার দৃষ্টি কুবলয়ে অর্থাৎ ভূমণ্ডলে অযোধ্যা অর্থাৎ অসদৃশী। ভূমণ্ডল-মধ্যে অযোধ্যা নামে একটী নগরীও আছে। তোমার দৃষ্টি কৃপা-পারাবারা, অর্থাৎ কৃপাসাগরস্বরূপা; কৃপাপারানাম্নী এবং বারা অর্থাৎ বারাণসীনাম্নী নগরীও বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা, অর্থাৎ মনোহারিণী। মধুরা, মধুপুরী ও মথুরা নামে একটী নগরীও আছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্প-বৃক্ষস্বরূপা। ভোগলতিকা নামে নগরীও বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবন্তী অর্থাৎ জগন্মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ করি-তেছে। অবন্তী নামে নগরীও আছে। ৪৯।

টিপ্পনী।—এস্থলে ছলোক্তিদ্বারা শব্দালঙ্কার সূচিত হইল। ৪৯

শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা তদিতরমুখে কুৎসনপরা
সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে বিস্ময়বতী।
হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সকরুণা ॥ ৫১ ॥

শিবে ইতি। হে জননি! তব দৃষ্টির্ময়ি সানুকম্পাস্ত। কিম্ভূতা? শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা শৃঙ্গারপ্রতিপাদকা। তদিতরমুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা। গঙ্গায়াং সরোষা রৌদ্রা সপত্নীভাবাৎ। শিবনেত্রে অদ্ভুতরসযুক্তা। পদ্মগতসৌভাগ্যং জনয়িতুং শীলমস্যাঃ। পঙ্কজস্য সৌভাগ্যরূপদর্পনাশিনীত্যর্থঃ। এতেন বীরতা সূচিতা। সখীষু স্মেরা হাস্যযুক্তা। এতেন সর্ব্বরসসম্পূর্ণা তব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ। নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্। শান্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গাররসস্যাসমবায়িত্বাৎ। তদুক্তং পূর্ব্বগ্রন্থে, ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন কদাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু চ সুপ্রমাণম্ ॥৫১॥

ব্রহ্মাপ্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ কবিতা-সন্দর্ভরূপ সুমনোহর কুসুমস্তবকের নবরসে পরিপ্লাবিত ত্বদীয় শ্রবণযুগল অবলোকন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ভ্রমরশাবকদ্বয়, ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না, ইহা দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন অসূয়া-পরতন্ত্রতা নিবন্ধন ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে। ৫০।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবতী ত্রিপুরা-সুন্দরীর নয়নযুগল আকর্ণান্তবিস্তীর্ণ ও চকিতহরিণীর ন্যায় চঞ্চল। তাঁহার কর্ণযুগল সর্ব্বদা স্তুতিপাঠ-পরায়ণ ব্রহ্মাপ্রভৃতি কবিগণের শৃঙ্গারাদি নবরস পূর্ণ নব নব প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া থাকে। অগ্নিস্বরূপ তৃতীয় নয়ন স্বভাবত ঈষৎ রক্তবর্ণ বলিয়া তাহাতে অসূয়াসম্পর্ক উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে। ৫০।

গতে কর্ণাভ্যর্ণং গরুড় ইব পক্ষ্মাণি দধতী
পুরাং ভেত্তুশ্চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে।
ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে
তবাকর্ণাকৃষ্ট-স্মরশরবিলাসং কলয়তঃ॥ ৫২॥

গতে ইতি। হে ধরণিধররাজকুলশিরোভূষারূপকলিকে! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ধত্তঃ। শরসাধর্ম্ম্যমাহ। গরুড়-পক্ষ্মাণীব পক্ষ্মাণি দধতী। পুনঃ কিম্ভূতে? কর্ণবিবরং প্রাপ্তে। পুনঃ কিম্ভূতে? পুরাং ভেত্তুঃ শম্ভোশ্চিত্তপ্রশমরসস্য শান্তিরসস্য বিদ্রাবণং দূরীকরণং ফলং যয়োঃ। এতেন শম্ভোর্যোগভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি ভাবঃ॥ ৫২॥

জননি! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্দ্রা, পুরুষান্তরমুখে বীভৎসরস-প্রতিপাদিকা, হরশিরঃস্থিত গঙ্গার প্রতি সরোষা অর্থাৎ রৌদ্ররস-ব্যঞ্জিকা, গিরিশনয়নে সবিস্ময়া অর্থাৎ অদ্ভুতরসযুক্তা, শিবশরীরস্থিত ভুজঙ্গদর্শনে ভীতা অর্থাৎ ভয়ানক রসদ্যোতিকা, প্রফুল্লকমল-সৌন্দর্য্যজয়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্তা ও সখীগণের প্রতি হাস্যরসপূর্ণা, তাহা আমার প্রতি সকরুণা অর্থাৎ করুণরসযুক্তা হউক। ৫১।

টিপ্পনী।—মাতঃ! তোমার দৃষ্টিতে শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য ও বীভৎস, এই সাতটি রস বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে করুণনামক অষ্টম রসেরও আবির্ভাব হয়। তুমি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলে তদ্দ্বারা আমার মনে শান্তিরসের আবির্ভাব হইতে পারে এবং নবরস পূর্ণ হয়। ৫১।

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত-নীলাঞ্জনতয়া
বিভাতি ত্বন্নেত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে।
পুনঃ স্রষ্টুং দেবান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রানুপরতান্
রজঃ সত্ত্বং বিভ্রত্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥

বিভক্ত ইতি। হে ঈশানদয়িতে! বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত-নীলাঞ্জনতয়া ইদং ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং বিভাতি। বিভক্তেন ত্রৈবর্ণ্যেন ব্যতিকরিতং বিক্ষিপ্তং নীলাম্বুজং যেন। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে উপরতান্ প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সত্ত্বং তম ইতীদং গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিব। বিভক্তত্রৈবর্ণ্যমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। নেত্রত্রিতয়ং কিম্ভূতং? ব্যতিকরিতনীলাঞ্জনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপতয়া স্বভাবশুক্লরক্তানাং নীলাঞ্জনসম্পর্কাৎ বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ অতএব গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিত্যুপপদ্যতে। সত্ত্বং শুক্লং দক্ষিণাক্ষি। রক্তং বামাক্ষি। তমোনীলাঞ্জনাভং ললা-

---

গিরিরাজবংশ-শিরোভূষণরূপ-কমলকলিকে! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নযুগল, গরুড়পক্ষের ন্যায় পক্ষ্মযুগল ধারণ করিয়াছে। এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শান্তিরস বিদ্রাবিত হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার এই নয়নযুগলই সংযমিপ্রধান যোগীশ্বর মহেশ্বরের যোগভঙ্গের কারণ। এই নয়নদ্বয় আকর্ণ আকৃষ্ট পঞ্চশরশরের সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। ৫২।

টিপ্পনী।—তোমার এই নয়নযুগল, কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট পঞ্চশরশরের অনুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত মহাযোগী মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে; প্রকৃত মদনবাণ তাঁহার সমাধি ভঙ্গে সমর্থ হয় নাই। ৫২।

পবিত্রীকুর্ব্বন্ নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে
দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্যামরুচিভিঃ।
নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুমমুং
ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সম্ভেদমনঘে ॥ ৫৪ ॥

টীক্ষি। এতৎ পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৄণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

পবিত্রীতি। হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে! হে শিবায়ত্তচিত্তে! নোঽস্মান্ পবিত্রীকর্ত্তুং সকরুণৈর্নেত্রৈর্নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সম্ভেদমুপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ।

ঈশানদয়িতে! তোমার এই লোচনত্রয় নীলপদ্মের শোভা পরাজয় করিয়াছে। এই লোচনত্রয়ে শ্বেত, লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয় সুবিভক্ত থাকাতে বোধ হইতেছে যে, প্রলয়-কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতাকে পুনঃ সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই তিন গুণ ধারণ করিতেছে। ৫৩।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তোমার এই নয়ন-ত্রয় হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কথিত আছে, সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ। ইহা ভগবতীর দক্ষিণ নয়ন। রজোগুণ রক্তবর্ণ, ইহা ভগবতীর বামলোচন। তমোগুণ নীলাঞ্জনসদৃশ। ইহা দেবীর তৃতীয় নেত্র। যদি মূলে নীলাম্বুজস্থলে নীলাঞ্জন এরূপ পাঠ থাকে, তাহা হইলে "নীলাঞ্জনের সহিত শ্বেত ও রক্তবর্ণ মিশ্রিত হওয়াতে" এইরূপ অর্থ হইবে। ৫৩।

তবাপর্ণে কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতা
নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ।
ইয়ঞ্চ শ্রীর্ব্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং
জহাতি প্রত্যূষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥

অতএব হে অনঘে! ইতি সম্বোধনমুপপন্নং যস্যা নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যক্ষীভূতানি তস্যা অনঘত্বে কুত আশ্চর্য্যম্। নেত্রৈঃ কিম্ভূতৈঃ? অরুণধবলশ্যামকান্তিভিস্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান্ পুনানীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোঃ নয়নয়োঃ পৈশুন্যেন চকিতাঃ, অসদ্দোষমস্মাসু বিরুদ্ধমাচরিষ্যতি ইতি ভীতাঃ শফরিকাঃ প্রোষ্ঠ্যঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি। কর্ণেজপত্বেনানয়োঃ খলত্বং স্পষ্টীভূতম্। অন্যেঽপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মৎস্যানাং অনিমেষত্বে ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ শ্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশং বদ্ধচ্ছদপুটকবাটম্ অন্যোন্যাশ্লিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যস্য। নিশি রাত্রৌ বিঘটয্য দূরীকৃত্য প্রবিশতি। অন্যেঽপি ভীতাঃ কবাটং দত্ত্বা পলায়ন্তে, রাত্রৌ কবাটং

শিবায়ত্তহৃদয়ে! তুমি নির্ম্মলা, তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত দয়াদাক্ষিণ্যবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্যামবর্ণ নয়নত্রয়দ্বারা শোণনদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র সমাগম সম্পাদন করিতেছে। ৫৪।

টিপ্পনী।—তোমার দক্ষিণনেত্র গঙ্গার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তোমার বামনেত্র শোণনদের ন্যায় রক্তবর্ণ। তোমার ললাটনেত্র যমুনার ন্যায় শ্যামবর্ণ। তোমার নয়নত্রয় উক্ত তীর্থত্রয়ের সমাগমের ন্যায় পবিত্রকারী। ৫৪।

দূরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়-শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

জননি! অপর্ণে! তোমার কর্ণেজপ অর্থাৎ কর্ণান্ত-গামী নয়নযুগলের পিশুনতা অর্থাৎ কুটিলতা দর্শনে ভীত শফরীমৎস্যগণ নির্নিমেষ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক নিয়ত সলিল-মধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। কুবলয়ের শোভাও প্রভাতে কুবলয়দলরূপ কবাট সমুদায় রুদ্ধ করিয়া কুবলয়রূপ নিজ আবাসভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ দলরূপ কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে। ৫৫।

টিপ্পনী।—যেমন কোন ব্যক্তি কর্ণেজপ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুমন্ত্রণা দেয় এবং সর্ব্বদা নিন্দাবাদপূর্ব্বক প্রভুর কাণ ভারি করে, তাহাদ্বারা যে ব্যক্তির উপরি দোষ আরোপিত হয়, সেই ব্যক্তি ঐ কর্ণেজপ কুটিল ব্যক্তির পিশুনতা অর্থাৎ খল-তায় ভীত হইয়া ভয় নিবন্ধন নিমেষশূন্য নয়নে পলায়নপূর্ব্বক কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ চঞ্চলতায় নয়ন-শোভাসম্পত্তি হরণে সমুদ্যত শফরীগণ, নিয়ত কর্ণেজপ নয়ন-যুগলের কুটিলতায় ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক জলমধ্যে অব-স্থিতি করিতেছে। যেমন কোন পরাজিত ব্যক্তি বিজেতার ভয়ে ভীত হইয়া দিবসে নিজ ভবনের কবাট বদ্ধ করিয়া পলায়ন করে এবং সন্ধ্যাকালে গোপনভাবে আসিয়া কবাট উন্মোচনপূর্ব্বক তন্মধ্যে রাত্রিযাপন করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার মুখশোভাদ্বারা বিজিত কুবলয়শোভা দিবাভাগে নিজ

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী
তবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥

নিমে ইতি। হে ধরণিধররাজন্যতনয়ে! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুষোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ম্ উদয়ঞ্চ যাতি ইতি জ্ঞানিনো বদন্তি। অতস্ত্বদুন্মেষাজ্জাতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষা অনিমেষা ইত্যহং শঙ্কে ॥ ৫৬ ॥

ভূধররাজতনয়ে! জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, তোমার নিমেষ ও উন্মেষদ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার নয়নের উন্মেষদ্বারা এই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে এই জগতীকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ হয় তোমার নয়ন নিমেষশূন্য হইয়া রহিয়াছে। ৫৬।

ভবনরূপ কুবলয়ের দলরূপ কবাট রোধ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক কোন অলক্ষিত স্থানে অবস্থান করে, পরে রাত্রি হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপনে দলরূপ কবাট উন্মোচনপূর্ব্বক তন্মধ্যে নিশাযাপন করিয়া থাকে। ৫৫।

টিপ্পনী।—ভগবতীর নয়নত্রয় সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণস্বরূপ। এই গুণত্রয়ের উন্মেষই মায়াবিকাশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যৎকালে গুণত্রয়ের উন্মেষ অর্থাৎ মায়াবিকাশ হয়, সেই সময়েই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের নিমেষ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করাতে

দৃশা দ্রাঘীয়স্যা দরদলিতনীলোৎপলরুচা
দবীয়াংসং দীনং স্নপয় কৃপয়া মামপি শিবে।
অনেনায়ং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা
বনে বা হর্ম্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ॥ ৫৭॥

দৃশা ইতি। হে শিবে! হে কল্যাণদায়িনি! দবীযাংসং দূরস্থং মাং কৃপযা দ্রাঘীযস্যা দীর্ঘতরযা দৃশা স্নপয পবিত্রীকুরু। দ্রাঘীযস্যা ইত্যনেন দূরস্থস্যাপি স্নপনযোগ্যতা সূচিতা। মাং কিম্ভূতং? দীনং সংসারদুঃখসন্তপ্তম্। দৃশা কিম্ভূতযা? ঈষদ্বিকসিতনীলাম্বুজকান্ত্যা। এতেন তাপহরণযোগ্যতা সূচিতা। অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধন্যঃ কৃতার্থো ভবতি। ইযতা এবম্ভূতেন কর্ম্মণা তবাপি কিঞ্চিৎ হানির্নাস্তি। অর্থান্তরোপন্যাসেন তদেব দ্রঢ়য়তি বনেতি। বাশব্দঃ সমুচ্চযে। হিমকরশ্চন্দ্রঃ বনহর্ম্ম্যযোঃ সমকরনিপাতো ভবতি। অত্র সুধাকরাদিশব্দেষু সৎসু হিমকরশব্দন্যাযস্তাবঃ। হিমকরোঽপি লোকানাং পীড়াকরোঽপি পক্ষপাতং ন করোতি ত্বন্তু শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো নোচিত ইতি॥ ৫৭॥

কল্যাণদায়িনি! আমি সংসারতাপে একান্তকাতর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমি সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া সুদীর্ঘতর দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আমাকে সুধাসিক্ত কর। তোমার দৃষ্টি ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ। তুমি কৃপাদৃষ্টি করিলে এই শ্রীচরণাশ্রিত দাস ধন্য ও কৃতকৃত্য হইবে। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে না। দেখ

গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অলক্ষিত হইলেই মায়াবিজৃম্ভিত জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ৫৬।

অরালং ভ্রূপালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্।
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্॥ ৫৮॥

হে পর্ব্বতরাজন্যকন্যে! তব কুটিলং পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্। পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবঙ্কপ্রদেশযোরিতি ধরণিঃ। কেষাং মনসি কন্দর্পধনুঃকৌতুকং ন আধত্তে। ভ্রূপালীতি পাঠে ভ্রুবোরঙ্কপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ। যত্র তির্য্যক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি॥ ৫৮॥

সুধাকর বন ও হর্ম্ম্য, সর্ব্বত্রই সমভাবে সুধাবর্ষণ করিয়া থাকেন। ৫৭।

গিরিরাজতনয়ে! তোমার স্বভাবকুটিল ভ্রূপংক্তিযুগল,

টিপ্পনী।—জননি! সুধাকর যেরূপ নিকটস্থিত বা দূরস্থিত, ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডাল, শত্রু বা মিত্র সকলের প্রতিই সুধাসিক্ত ময়ূখ বিতরণ করেন, সেইরূপ নিকটস্থিত বা দূরস্থিত, ভক্ত বা অভক্ত, জ্ঞানী বা অজ্ঞান, সকল সন্তানের প্রতিই সমানভাবে সুধাময় কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করা তোমার কর্ত্তব্য। ভক্ত ও জ্ঞানী না হইলে কেহ তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; আমি ভক্তিহীন ও অজ্ঞান; সুতরাং আমি অনেকদূরে পড়িয়া রহিয়াছি। ঈদৃশ অবস্থায় যে আমি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়ে অভিভূত হইব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এক্ষণে একমাত্র তোমার সুধাময় কৃপাকটাক্ষই সর্ব্বসন্তাপহারী মহৌষধ। ৫৭।

স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং
চতুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্মথরথম্।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সংজিতবতে ॥ ৫৯ ॥

স্ফুরদিতি। তব মুখং চতুশ্চক্রং মন্মথরথম্ ইতি শঙ্কে। চক্রসঙ্গতিমাহ, কিম্ভূতং মুখং? স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং স্ফূর্জ্জমানগণ্ডাভোগযোঃ প্রতিবিম্বিতং তাড়ঙ্কযুগলং যত্র। এতেন তাড়ঙ্কদ্বয়ং তৎপ্রতিবিম্বদ্বয়ঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রম্। যং রথম্ আরুহ্য মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে মহাদেবায় দ্রুহ্যতি হিনস্তি। কিম্ভূতায় অবনিরথং পৃথ্বীরথম্ অর্কেন্দুচরণং চন্দ্রসূর্য্যচক্রম্ আরুহ্য সং জিতবতে সং কামং জিতবতে। আরুহ্যেত্যস্য উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। যমাশ্রিত্যেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যং পৃথ্বীরথম্ আশ্রিত্য ইতি অন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে কুসুমশর-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে! এই রূপপংক্তির অন্তর্গত অপাঙ্গে পরিমিলিত তির্য্যক্ কটাক্ষবিক্ষেপ, শ্রবণপথ-পর্য্যন্তগামী হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পঞ্চশর, স্মরহরকে মোহিত করিবার নিমিত্তই আকর্ণ শরসন্ধান করিতেছেন। ৫৮।

দেবি! তোমার নির্ম্মল মসৃণ ও চিক্কণ গণ্ডযুগলে কর্ণ-

টিপ্পনী। "অরালং তে পালীযুগলম্" এইরূপ পাঠ যদি থাকে তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, পর্ব্বতরাজতনয়ে! তোমার কুটিল কর্ণবেষ্টনযুগল কোন্ ব্যক্তির মনে মদনশরাসনের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া না দিতেছে! ইহার অন্তর্গত অপাঙ্গে মিলিত ইত্যাদি। ৫৮।

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলভিদঃ
পিবন্ত্যাঃ সর্ব্বাণি শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরতম্।
চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো
ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০ ॥

সর ইতি। হে সর্ব্বাণি! সরস্বত্যাঃ সূক্তীঃ গদ্যপদ্যাদিরূপাঃ শ্রবণ-চুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্থ-রত্নসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈর্ঝণৎকাররূপৈরুদ্ভটৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব। সূক্তীঃ কিম্ভূতাঃ? অমৃতলহরী-কৌশলভিদঃ অমৃষ্যাঃ পর্য্যাপ্তমাধুর্য্য-গর্ব্বনাশিকাঃ। কোষসদৃশাবিতি কুত্রাপি। তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীবিত্যর্থঃ। তব কিম্ভূতায়াঃ? চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ যা শ্লাঘা প্রশংসা তয়া চলিতং শিরো যস্যাঃ। অন্যোঽপি সাধুবাচিকাং শ্রুত্বা শিরঃকম্পনে-

---

ভূষণ তাড়ঙ্কযুগল প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, তোমার এই মুখমণ্ডল, মদনের চক্রচতুষ্টয় সুশোভিত সাংগ্রামিক রথ-স্বরূপ। দিবাকর ও নিশাকর যাঁহার রথচক্রস্বরূপ, ধরণী-মণ্ডল যাঁহার বিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী কন্দর্পদর্পহারী স্মর-হর হরকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই মহাবীর কন্দর্প, উক্ত চতুশ্চক্র রথে আরোহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। ৫৯।

টিপ্পনী।—তাড়ঙ্কদ্বয় ও তাহার প্রতিবিম্বদ্বয় মিলিয়া মন্মথ-রথের চক্রচতুষ্টয় হইয়াছে। পূর্ব্বে মহেশ্বর দ্বিচক্র রথে আরো-হণপূর্ব্বক কন্দর্পকে পরাজয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে কন্দর্প বল-বান্ হইয়া চতুশ্চক্র রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও শাসনাধীন করিতেছেন। ৫৯।

অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে
ত্বদীয়ো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্।
বহন্নন্তর্মুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতাঃ
সমৃদ্ধ্যা যস্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ॥ ৬১॥

নানুমোদতে। তব তু শিরঃকম্পনাৎ কুণ্ডলস্থরত্নানামন্যোন্যসংঘট্টনাৎ ঝণৎকারাদিসাধ্বনুকরণশব্দেন বিচিত্রং প্রত্যুত্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ॥৬০॥

অসাবিতি। হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে! হিমালয়কুলপতাকে! অত্র বংশশব্দঃ শ্লেষঃ। হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ডপতাকে! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নেদীয়ো নিকটতরম্ অস্মাকম্ উচিতং ভক্ত্যনুরূপং ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু। সগ্রন্থিসবন্ধ্রন স উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়া বংশত্বপ্রতিপাদনম্। ফলধারণযোগ্যতামাহ, কিম্ভূতঃ? অন্তর্গর্ভে মুক্তাফলানি বহন্। তদুক্তম্, ইভানাং বংশমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ। শম্বুকশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভব ইতি। গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ? ইত্যাহ, শৈত্যতরনিঃশ্বাসেন

ভবানি! যে গদ্যপদ্যময়ী রচনা, অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধমাধুর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে, তাদৃশ বাগ্দেবীকথিত নব নব প্রবন্ধ যখন তুমি শ্রবণরূপ অঞ্জলিদ্বারা অবিরত পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতা নিবন্ধন প্রশংসাবাদ সহকারে তোমার মস্তক সঞ্চালিত হইতে থাকে। এই সময় তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নসমূহ পরস্পর সংঘট্টিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহারা ঝণৎকাররূপ তারস্বরে ত্বৎকৃত প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতেছে। ৬০।

টিপ্পনী।—নবরসাভিষিক্ত অপূর্ব্ব প্রবন্ধশ্রবণে সকলেই মস্তক প্রকম্পন সহকারে প্রশংসা করিয়া থাকেন; অনুচরবর্গও তাহাতে অনুমোদন করে। ৬০।

প্রকৃত্যা রক্তায়াস্তব সুদতি দন্তচ্ছদরুচে-
র্ব্বরাকী সাদৃশ্যং জনয়তু কথং বিদ্রুমলতা।
ন বিম্বং তদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি বিলজ্জেত কলয়া ॥ ৬২ ॥

বিদিতাঃ। বংশোদ্ভবা মুক্তাঃ শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ। যো নাসাবংশ-স্তেষাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তাফলানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিভর্ত্তি অর্থাদন্তর্ম্মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিঃশ্বাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কৃতমিত্যুৎপ্রেক্ষতে ॥ ৬১ ॥

প্রকৃত্যা ইতি। হে সুদতি! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকৃষ্টা বিদ্রুমলতা প্রবাললতা কথং জনয়তু তুল্যতাং যাতু। লতাসাদৃশ্যযোগ্যতায়া অবিহিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। বিম্বং

হিমগিরিবংশ-পতাকে! তোমার এই নাসাবংশ, আমাদের নিকটে ভক্ত্যনুরূপ শুভ মুক্তাফল প্রসব করুক। শিশিরতর নিশ্বাসদ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিদ্যমান আছে, সুতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে বহির্দ্দেশেও মুক্তাফল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভাবিত নহে। ৬১।

টিপ্পনী।—মাতঙ্গ, বংশ ও মৎস্যদিগের মস্তকে মুক্তাফল উৎপন্ন হয়; শম্বূক, শুক্তি ও শঙ্খ, ইহাদের গর্ভে মুক্তাফল জন্মিয়া থাকে। বংশজাত মুক্তাফল সুশীতল হইয়া থাকে; এজন্য শীতল নিশ্বাসদ্বারা নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল অনুমিত হইল। ভগবতীর নাসিকা ছিদ্রযুক্ত, গ্রন্থিবিশিষ্ট ও দীর্ঘ বলিয়া বংশের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ৬১।

স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং
চকোরাণামাসাদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা।

বিম্বফলং "তেলাকুচা" ইতি খ্যাতম্। ওষ্ঠাধরযোঃ কলয়া অংশেন তুলামধ্যারোঢ়ুং তুল্যতাং গন্তুং কথং ন লজ্জেত? অপি তু লজ্জেতৈব। কিম্ভূতং? ওষ্ঠাধরবিম্বপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতম্। অর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্যামং বিম্বফলং তবাধরপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ। জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু ইতি পঞ্চাননঃ। বিবজ্যেত ইত্যত্র বিবজ্জেত ইতি প্রাঞ্চঃ। তদ্বিম্ব ইত্যত্র দৃগ্বিম্ব ইতি কৈবল্যাশ্রমঃ। তত্র তব দৃশঃ অর্কাত্মকত্বাৎ অর্কতেজসা অরুণিতমিতি স্বভাবারুণস্যাধরস্য নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ॥ ৬২॥

জননি! স্বভাবতঃ নিকৃষ্টতরা প্রবাললতিকা কিরূপে তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধর-কান্তির সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারে! যে বিম্বফল (তেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিম্বের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে, সেই স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ বিম্বফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের এক অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য অধিকার করিতে লজ্জিত হইবে না। ৬২।

টিপ্পনী।—বিম্বফল স্বভাবতই শ্যামবর্ণ, সুতরাং সে তোমার ওষ্ঠাধরের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়াই রক্তবর্ণ হইয়াছে। "ন বিম্বং দৃগ্বিম্ব" এইরূপ পাঠ অবলম্বন করিয়া কৈবল্যাশ্রম ব্যাখ্যা করেন যে, তোমার নয়ন সূর্য্যাত্মক। স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ বিম্বফল সূর্য্যকিরণদ্বারাই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। যে বিম্বফল তোমার নয়নরূপ সূর্য্যের প্রভায় লোহিতবর্ণ হইতেছে, সে কিরূপে তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরের সাদৃশ্যের অধিকারী হইতে লজ্জিত না হইবে। ৬২।

অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমম্লরুচয়ঃ
পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং কাঞ্জিকধিয়া ॥ ৬৩ ॥
অবিশ্রান্তং পত্যুর্গুণগণকথাম্রেড়নজড়া
জবাপুষ্পচ্ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে।
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী
সরস্বত্যা মূর্ত্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

স্মিত ইতি। তব বদনচন্দ্রস্য স্মিতজ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিমাধুর্য্যতয়া জিহ্বাজাড্যমাসীৎ। অতঃ কারণাৎ তে চকোরা অম্লরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কিরণসমূহং কাঞ্জিকধিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবন্তি। অম্লেন জিহ্বায়া জাড্যনাশো ভবতীতি ভাবঃ। এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদনস্যাধিক্যম্ ॥ ৬৩ ॥

অবিশ্রান্তম্ ইতি। হে জননি! তব জিহ্বা বিজয়তে ঔৎকর্ষেণ

নগেন্দ্রনন্দিনি! তোমার বদনমণ্ডল অকলঙ্ক পূর্ণসুধাকরস্বরূপ। চকোরগণ তোমার এই বদন-সুধাকরের ঈষৎ হাস্যরূপ অতীব মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা অতিমিষ্টতাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে তাহারা অম্লরসে রুচিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিরজনীতে কাঞ্জিক বোধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হিমকরকিরণ পান করিয়া থাকে। ৬৩।

টিপ্পনী।—প্রসিদ্ধি আছে যে, ভূরিপরিমাণে মিষ্টরস পান করিলে গা মিঠাইয়া উঠে এবং তৎকালে অম্লরস সেবনে অভিরুচি হয়। অতিমিষ্টরস-পানজনিত জিহ্বার জাড্যও অম্লরস দ্বারাই বিদূরিত হইয়া থাকে। ৬৩।

রণে জিত্বা দৈত্যানপগতশিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ
নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশুত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ।
বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকর্পূরধবলা
বিলুপ্যন্তে মাতস্তব বদনতাম্বূলকণিকাঃ॥ ৬৫॥

বর্ত্ততে। কিম্ভূতা? জবাপুষ্পকান্তিঃ। পুনঃ কিম্ভূতা? স্বামিনো গুণকথন-পৌনঃপুন্যেন জড়ীভূতা। আহ্লাদাতিশয়েনেতি ভাবঃ। অস্যা অগ্রস্থিতায়াঃ সরস্বত্যা দৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী দশনজ্যোতীরূপা মূর্ত্তিঃ মাণিক্যবপুষা লোহিত-মণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি। কিম্ভূতা? স্ফটিকসদৃশী। যথা স্ফটিকং জবাপুষ্পমাসাদ্য দর্শনীয়তাং প্রাপ্নোতি তথা সরস্বতী জিহ্বাগ্র-মাসাদ্য রক্তাবয়বতাং যাতীত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

রণে ইতি। হে মাতঃ! তববদনতাম্বূলকণিকাঃ বিরিঞ্চীন্দ্রোপেন্দ্রৈ-র্ব্বিলুপ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? শশিখণ্ডবৎ কর্পূরেণ ধবলাঃ। বিশদতরকর্পূরশবলা ইতি পীতাম্বরঃ। বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈরিতি চ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? রণে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃত্তৈঃ জয়যুক্তৈঃ কবচিভিঃ কবচযুক্তৈঃ। কিম্ভূতৈঃ? চণ্ডাংশুত্রিপুর-

---

জননি! নিরন্তর পতিগুণগণ বর্ণন নিবন্ধন জড়ীভূতা জবাকুসুমসম-লোহিতবর্ণা ত্বদীয় জিহ্বা, সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিয়া বিরাজমান হইতেছে। এই জিহ্বাগ্রে সমাসীনা স্ফটিকমণিসদৃশ নির্ম্মলকান্তি সরস্বতীমূর্ত্তি লোহিত মাণিক্য-মণিরূপে পরিণত হইতেছে। ৬৪।

টিপ্পনী।—জবাপুষ্প সমীপে স্থাপিত স্ফটিকমণি যেরূপ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে, রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত সিতদশন-পংক্তি-চ্ছায়ারূপা সরস্বতীমূর্ত্তিও সেইরূপ রক্তবর্ণা হইয়া উঠি-য়াছে। ৬৪।

বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে-
স্ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ।
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং
নিজাং বীণাং বাণী নিনচুলয়তি চোলেন ভৃিতম্ ॥৬৬॥

হরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। ব্রহ্মরূপযোরপি শ্রীসূর্য্যসদাশিবযোর্নির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। অপগতশিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাদনহেতুনা দূরীকৃতৈঃ শিরোবেষ্টনৈঃ। তব নির্ম্মাল্যশেষেণ সর্ব্বেষাং পূজনং ভবতীতি সূচিতম্। তদুক্তং যামলে নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাঞ্ছন্তি বিবুধাঃ সদা। তস্মাদ্দেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণে বিষ্ণবেঽপি চ ॥ ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

বিপঞ্চ্যেত্যাদি। হে মুগ্ধবদনে! পশুপতেঃ শিবস্য বিবিধমবদানং নানাবিধং কর্ম্ম বিপঞ্চ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হর্ষাচ্চলিতশিরসা ত্বয়া বক্তুম্ আরব্ধে সতি অর্থাৎ পশুপতেঃ কর্ম্ম ত্বয়া কথয়িতুমারব্ধে সতি নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্যাত্তথা চোলেন বাসসা বাণী নিচুলযতি আচ্ছাদয়তি।

মাতঃ! দেবসেনানী বিশাখ, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র, সংগ্রামে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া বর্ম্মাবৃত শরীরেই তোমার চরণ-কমলে প্রণাম করিবার নিমিত্ত শিরস্ত্রাণ অপনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্ম-রূপ দিবাকর ও মহেশ্বরের নির্ম্মাল্য গ্রহণে বিমুখ হইয়া চন্দ্র-খণ্ডসম কর্পূরদ্বারা ধবলিত ত্বদীয় মুখোৎসৃষ্ট তাম্বূল-কণিকা প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৬৫।

টিপ্পনী।—যামলে কথিত আছে।—দেবগণ সর্ব্বদাই ভগবতী ত্রিপুরাদেবীর নৈবেদ্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন; অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণকে ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৬৫।

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলিতয়া।
করগ্রাহ্যং শম্ভোর্ম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিসুতে
কথঙ্কারং ব্রুমস্তব চিবুকমৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

বীণাং কিম্ভূতাং ? তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈঃ অপলপিতং খণ্ডিতং তন্ত্রীকলরবং যস্যাঃ তাং তথা। বীণাবরাং বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রুত্বা লজ্জয়া বীণাং সংবৃণোতীতি বাক্যার্থঃ। ত্বদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরিতি পঞ্চাননঃ ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণেতি। হে হিমাগিরিসুতে ! উপমানশূন্যং তব চিবুকং কথংকারং ব্রুমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ। কিম্ভূতং ? শম্ভোঃ করগ্রাহ্যং মুখদর্পণস্য বৃন্তমিব। অতিনির্ম্মলতয়া তব মুখস্য দর্পণত্বং তদ্দণ্ডমিব। পুনঃ কীদৃশং ? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পৃষ্টম্। পুনঃ কিম্ভূতম্ ? অধরপানসম্ভ্রমেণ শম্ভুনা মুহুর্ব্বারংবারম্ উদস্তম্ উত্তোলিতম্। এবম্ভূতে জগদম্বিকায়াঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তেঃ শঙ্করস্য কুতো দোষঃ ॥ ৬৭ ॥

জননি ! ভগবতী বাণী যে সময় নিজ বীণাদ্বারা ভগবান্ ভুতনাথের গুণগ্রাম গান করিতে প্রবৃত্তা হয়েন, সেই সময় তুমি মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে নিজ বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাজিত দেখিয়া বাণী লজ্জাবশতঃ নিজ বসনদ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ৬৬।

টিপ্পনী।—তোমার বাক্যাবলী সরস্বতীর বীণারব অপেক্ষাও সুমধুর ; ইহা দেখিয়া সরস্বতী নতমুখে নিজ বীণা আবৃত করিয়া রাখেন। ৬৬।

ভুজাশ্লেষান্নিত্যং ত্রিপুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী
তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্।
স্বতঃ শ্বেতা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা
মৃণালীনাং নিত্যং বহতি যদহো হারলতিকা॥ ৬৮॥

ভুজা ইতি। তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ডশোভাং ধত্তে। শম্ভোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা। অন্যোঽপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি। অহো আশ্চর্য্যং যদ্‌যস্মাৎ হারলতিকা মৃণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি। কিম্ভূতা? স্বতঃশ্বেতা স্বভাবশুক্লা। কালাগুরুবহলজম্বাল-মলিনা কস্তূর্য্যগুরুনিবিড়পঙ্কেন মলিনা। অন্যাপি মৃণালী স্বভাবশুক্লা পঙ্কাদিমলিনা ভবতি॥ ৬৮॥

হিমগিরিসুতে! এই জগতে এমত কোন বস্তুই নাই যে তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে। এই চিবুক শম্ভুর করগ্রাহ্য ও তোমার নির্ম্মল মুখরূপ মুকুরের বৃন্তস্বরূপ। গিরিরাজ বাৎসল্যনিবন্ধন করাগ্রদ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন। ভগবান্ গিরিশ, অধরপানে লোলুপ হইয়া বারম্বার করদ্বারা উহা উত্তোলন করেন। ঈদৃশ চিবুক আমি কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব। ৬৭।

জননি! তোমার গ্রীবা তোমার মুখকমলের মৃণালবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। মৃণালে কণ্টক আছে, কিন্তু তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণাল মহেশ্বরের ভুজালিঙ্গনদ্বারা নিয়ত কণ্ট-

টিপ্পনী।—শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করমূর্ত্তি, সুতরাং জগদম্বিকার শৃঙ্গার বর্ণনে তাঁহাতে কোন দোষ স্পর্শ হয় নাই। ৬৭।

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে
বিবাদব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ।
বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং
ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

গলে ইতি। গতিগমকযুক্তগানকুশলে! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজন্তে। কথম্ভূতাঃ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তারঘোরমন্দ্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব। তাবৎ ত্বমত্র তিষ্ঠ ত্বমত্র তিষ্ঠেতি যন্নিয়মনং তস্য সীমান ইব। কিম্ভূতানাং? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাং আকরভুবাং জন্মস্থানানাম্। রেখাঃ কিম্ভূতাঃ? বিবাদায় ব্যানদ্ধঃ সন্নদ্ধঃ যঃ প্রগুণগণঃ তস্য সংখ্যাসূচিকাঃ। দেব্যাঃ কণ্ঠগলেভ্যঃ অন্যেষাং পিকাদীনাং কণ্ঠগলং তুচ্ছম্ ইতি ভাবঃ। বিবাহব্যানদ্ধত্রিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যাশ্রঃ। তত্রায়মর্থঃ। বিবাহকালে মাত্রাবদ্ধং যত্রিগুণীকৃতং সৌভাগ্যসূত্রং তস্য সূচিকাঃ। ত্বৎপরা স্বামিনঃ সুভগা নাস্তীত্যঙ্কত্রয়ং যতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধাঙ্গরূপাসি ॥ ৬৯ ॥

কিত রহিয়াছে। মৃণালিনী স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও জম্বাল পঙ্কপ্রভৃতি দ্বারা মলিনতা ধারণ করে; তোমার এই হারলতারূপ মৃণালিনীও স্বভাবতঃ স্বচ্ছ হইয়াও কস্তুরী অগুরু প্রভৃতিরূপ জম্বাল-পঙ্কাদিদ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে। এই হারলতা যে নিয়ত মৃণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। ৬৮।

জননি! তোমার গলদেশ, গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীতে সুনিপুণ। এই গলদেশে যে তিনটী রেখা আছে, তাহা

টিপ্পনী।—এখানে মৃণালের নিম্নদেশস্থিত শ্বেতবর্ণ অংশই মৃণালীশব্দে অভিহিত হইয়াছে। ৬৮।

মৃণালীমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতসৃণাং
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ।
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্যন্ প্রথমমথনাদন্ধকরিপো-
শ্চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্পণধিয়া ॥ ৭০ ॥

মৃণালী ইতি। তব মৃণালীমৃদ্বীনাং চতসৃণাং ভুজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভির্মুখৈঃ স্তৌতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ত্বং বিবৃণোতি। সর্ব্বাঙ্গেষু সৎসু কথং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যাহ নখেভ্য ইত্যাদি। অন্ধকরিপোর্নখেভ্যঃ প্রথমমথনাৎ পূর্ব্বশিরশ্ছেদাৎ সন্ত্রস্যন্ সন্ চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমম্ এক-কালেন অভয়হস্তদানবুদ্ধ্যা স্তৌতীত্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্ত্রং দৃষ্ট্বা অহমিবান্যোঽস্তীতি ক্রোধাৎ শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ। অতস্ত্রাসাদবশিষ্টানি শিবনখেভ্যস্ত্রাতুং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যর্থঃ॥ ৭০ ॥

দেখিলে অনুমিত হয় যে, কোকিল প্রভৃতি যে সমুদায় মধুর-রবকারী জীবের কণ্ঠস্বর, তোমার কণ্ঠস্বরের সহিত বিবাদে সম্বদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমুদায় কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্রয় যেন তাহারই সঙ্খ্যাসূচক। এই তিনটী রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্তপ্রভৃতি বহুবিধ মধুর রাগের আকর যে তার ঘোর ও মন্দ্রনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের সীমাই যেন নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬৯।

মাতঃ! পূর্ব্বকালে পঞ্চবদন মহাদেব নখদ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাছে তিনি অব-

টিপ্পনী।—গলদেশের তিনটী রেখা তার ঘোর ও মন্দ্রনামক তিন গ্রামের সীমা বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইল। ৬৯।

শিষ্ট চারি মস্তক পুনর্ব্বার ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত পদ্ম-যোনি চতুরানন, তাঁহার চারি মস্তকে এককালে তোমার চারি হস্তদ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় চতুর্মুখদ্বারা মৃণালীর ন্যায় মৃদুল তোমার ভুজলতাচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া থাকেন। ৭০।

টিপ্পনী।—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার হৃদয় হইতে শতরূপা-নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হইল। এই শতরূপা সাবিত্রী, গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও মায়ানামে বিখ্যাতা হইলেন। সাবিত্রীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ভগবান্ পিতামহ মোহিত হইয়াছিলেন। সাবিত্রী যখন পিতাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গমন করেন, তৎকালে ব্রহ্মা মানস পুত্রগণের সমক্ষে লজ্জাবশতঃ মুখ ফিরাইয়া স্পষ্টরূপে রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না বটে কিন্তু শতরূপা প্রদক্ষিণার্থ যে দিকে গমন করিতে লাগি-লেন, সেই দিকেই তাঁহার এক একটী মুখ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরে শতরূপা প্রণামপূর্ব্বক যখন আকাশপথে গমন করিলেন, তখন ঊর্দ্ধদেশেও ব্রহ্মার একটী মুখ উৎপন্ন হইল। এইরূপে ব্রহ্মা পঞ্চমুখ হইলেন। অনন্তর এক সময় ব্রহ্মা শত-রূপাকে একাকিনী পাইয়া হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শতরূপা অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কামপরতন্ত্র ব্রহ্মা কিছুতেই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন শত-রূপা কি করেন, বলপূর্ব্বক পিতার হাত ছাড়াইয়া মৃগীরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে ধাবমান হইলেন। ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরে

নখানামুদ্দ্যোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং
করালান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী।

শতরূপা অনন্যগতি হইয়া দেবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে অভয়প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে মৃগরূপী ব্রহ্মা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি বেদের কর্ত্তা ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। আপনি স্বয়ং যদি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে ত ধর্ম্ম থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না। ব্রহ্মা কহিলেন, এক্ষণে আমি পশুদেহ আশ্রয় করিয়াছি; আমিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছি না, পশুদিগেরত যোনিবিচার নাই। তখন দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনকার ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম আপনিই জানেন। আপনকার যাহা উচিত বোধ হয়, তাহাই করুন। দেবরাজের এরূপ বিচার দেখিয়াই শতরূপা সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; ব্রহ্মাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে এক দিন কৈলাসে ভগবতী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদিন অবধি দেখিতেছি, ঐ দুই মৃগ আকাশপথে ধাবমান হইতেছে। উহারা কে? শঙ্কর কহিলেন, উহারা প্রকৃত মৃগ নহে, ব্রহ্মা কন্যাগমনে উদ্যত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে ভগবতীর কোপ হইল এবং তাঁহার অনুরোধে মহাদেব নখদ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মার ঐ মস্তক আকাশে মৃগশিরা নামে নক্ষত্র হইয়াছে। যাহা হউক তৎকালে ব্রহ্মা ভীত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে সুরাপানপ্রভাবে পুনর্ব্বার তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাদেবের ভয়ে ভীত হয়েন। ৭০।

কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হন্ত কমলং
যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারুণদলম্ ॥ ৭১ ॥
সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগলং
তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্নুতমুখম্।
যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ
স্বকুম্ভৌ হেরম্বঃ পরিমৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥

নখানামিতি। অমী বয়ং তব করাণাং কান্তিং কথং কথয়ামঃ ঔপম্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণয়ামঃ তৎ কথয়। কিন্তু তানাং ? নখদীধিতিভিঃ সদ্যঃস্ফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্। হন্ত হর্ষে অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা লক্ষ্ম্যাশ্চরণতললাক্ষয়া অরুণদলং ভবতি, তদা কদাচিদ্বা কলয়া লোহিতাংশেন সাম্যং ভজতি ন তু সর্ব্বতোভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

জননি! তোমার যে হস্ত, নখময়ূখদ্বারাই অভিনব পদ্মরাগমণিকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের কান্তি আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব! কারণ এই জগতে কোন স্থানে তাহার উপমাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। পরন্তু যদি কোন সময় কমলোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণতলের অলক্তকরসে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিৎ ঐ ভুজকান্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করা যাইতে পারে। ৭১।

টিপ্পনী।—'ভজতু' এই স্থানে 'ব্রজতু' 'যদি' এই স্থানে 'যতি' অথবা 'রতি' 'লাক্ষারুণদলম্' এই স্থানে 'লাক্ষারুণতরম্' 'লক্ষ্মীচরণতল' এই স্থলে 'লক্ষ্মীচরণতব' ইত্যাদি নানা পুস্তকে নানা পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭১।

অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ
ন সন্দেহস্পন্দো নগপতিপতাকে মনসি নঃ।

সমম্ ইতি। হে দেবি! ইদং তব স্তনযুগ্মং নোঽস্মাকং খেদং দৈন্যং হরতু। কিম্ভূতং? সমম্ অন্যোন্যসদৃশম্। পুনঃ কিম্ভূতং? স্কন্দদ্বিপবদনাভ্যাং পীতং নান্যৈরিতি ভাবঃ। অবিরতং ক্ষরন্মুখং জগন্মাতৃত্বাৎ সর্ব্বেষাং ভরণায়েতি ভাবঃ। হেরম্বো গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য মমেদং কুম্ভ-যুগং কুত্রাগতমিত্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীঘ্রং হস্তেন স্বকুম্ভৌ পরিমৃষতি অন্বেষণং করোতি। কিম্ভূতঃ? মুখবৈরূপ্যাৎ স্বভাবতো হাসজনকঃ। এতেন কর্ম্মণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ। এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনয়োর্গজকুম্ভবৎ কঠিনতা সৌষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃতা॥ ৭২॥

মাতঃ! পরস্পর সুসদৃশ তোমার এই স্তনযুগল হইতে আমাদের সংসারপিপাসা বিদূরিত হউক। গণপতি হস্তি-মুখে এবং ষড়ানন ছয়মুখে ইহা পূর্ব্বে পান করিয়াছেন। তুমি জগতের মাতা সুতরাং জগতের ভরণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ইহা হইতে স্তন্য ক্ষরিত হইতেছে। ভগবান্ গজানন, তোমার এই স্তনযুগল দর্শন করিয়া তাঁহার নিজ কুম্ভযুগল ঐ স্থানে গিয়াছে, শঙ্কা করিয়া সহসা আপনার মস্তকে হাত বুলাইয়া কুম্ভদ্বয় অন্বেষণ করিতে থাকেন। শঙ্কানিবন্ধন তাঁহার মুখবিকৃতি অবলোকন করিয়া সমীপস্থিত কোন ব্যক্তিই হাস্য সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না। ৭২।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীমতী ত্রিপুরা-দেবীর স্তনযুগল গজকুম্ভের ন্যায় পীন, কঠিন ও সুসৌষ্ঠব-সম্পন্ন। ৭২।

পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ
কুমারাবদ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

অমূ তে ইতি। হে নগপতিপতাকে! গিরিরাজভূষণরূপে! তে তব অমূ বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যঘটৌ অত্রার্থে নোঽস্মাকং মনসি ন সন্দেহস্পন্দৌ ন সন্দেহং কুরুতঃ। তদেব হেতুনা দৃঢ়য়তি যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকার্ত্তিকেয়ৌ অদ্যাপি অজ্ঞাতবধূসঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহস্পন্দ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোঽস্মাকং মনসি সন্দেহ-লেশমপি ন ইতি ॥ ৭৩ ॥

গিরিরাজ-পতাকারূপে! আমাদিগের মনে দৃঢ়রূপে নির্ণীত হইতেছে যে, তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ মাণিক্যময় কলসদ্বয়, সন্দেহমাত্র নাই। কারণ গজানন ও ষড়ানন দুই ভ্রাতা দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অদ্যাপি এই স্তন পান করিতেছেন। ৭৩।

টিপ্পনী।—কার্ত্তিক কৌমারীকে বিবাহ করিবার মানস করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকের প্রতিও কৌমারীর অনুরাগ হইয়াছিল। একদা কার্ত্তিক কৌমারীর স্তনমর্দ্দন করিয়া দিয়াছিলেন। পরে তিনি গৃহে আসিয়া স্তনপান করিতে গিয়া দেখেন, জননীর স্তন নখক্ষত হইয়াছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আপনকার স্তন কিরূপে ক্ষত হইল? ভগবতী কহিলেন, বৎস! তুমিই আমার এরূপ অবস্থা করিয়াছ। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, মা! আমি কিরূপে করিলাম? আমি ত ইহার কিছুমাত্র জানি না! ভগবতী কহিলেন, বৎস! তুমি কৌমারীর স্তনমর্দ্দন করিয়াছ। এই জগতে আমি

বহত্যম্ব স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রস্থতিভিঃ
সমারব্ধাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।
কুচাভোগো বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং
প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ কীর্ত্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥

বহতি ইতি। হে অম্ব! তব কুচাভোগঃ স্তনতটঃ গজাকারদৈত্য-কুম্ভপ্রসূতৈর্ম্মুক্তামণিভিঃ সমাবদ্ধাং গ্রথিতাং হারলতিকাং বিম্বাধর-কান্তিভিরন্তঃশবলিতাম্ অন্তর্লোহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে। পুরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্ত্তিমিব। শম্ভোঃ পুরবিজয়জন্যৌ কীর্ত্তিপ্রতাপৌ অতি-হৃদ্যতয়া হৃদয়ে বিভর্ত্তীতি ধ্বনিতম্। স্তম্বেরমবদনকুম্ভপ্রসূতিভিরিতি বহুষু পাঠঃ। তচ্চিন্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥

• জননি! ত্বদীয় স্তনতট, সুবিমল হারলতিকা ধারণ করি-তেছে। এই হারলতা মহামাতঙ্গরূপী দৈত্যের কুম্ভে সমুৎপন্ন মুক্তামণিদ্বারা বিনির্ম্মিত। ঐ মুক্তামণি সমুদায় স্বভাবত স্বচ্ছ

ভিন্ন দ্বিতীয়া রমণী নাই "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা-পরা।" জগতের সমুদায় রমণীই আমি, কৌমারীও আমি। তুমি যে কৌমারীর স্তনমর্দ্দন করিয়াছ, তাহা আমারই স্তন-মর্দ্দন করা হইয়াছে। কার্ত্তিক তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি-লেন যে, এই জগতে যখন জননী ভিন্ন অপর রমণী নাই, তখন কিরূপে আমার বিবাহ করা বা স্ত্রীসম্ভোগ করা হইতে পারে। জননী ভিন্ন অন্য রমণী না থাকাতে গণেশ শক্তিগ্রহণ করিয়াও তাহাতে উপগত না হইয়া জননীর ন্যায় পূজা করিয়াছিলেন। কৌমারী কার্ত্তিকের শক্তি বটে কিন্তু কার্ত্তিক তাঁহার প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার করেন। ৭৩।

কুচৌ সদ্যঃস্বিদ্যত্তটঘটিতকূর্পাসভিদুরৌ
কষন্তৌ দোর্মূলং কনককলশাভৌ কলয়তা।
তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং তনুভুবা
ত্রিধাবদ্ধং দেবি ত্রিবলিলবলীবল্লিভিরিব ॥ ৭৫ ॥

কুচাবিতি। হে দেবি! তব বিলগ্নম্ উদরম্ অতিকৃশং মধ্যং ভঙ্গাৎ ত্রাতুং তনুভুবা কামেন ত্রিবলিরূপাভির্লবলীবল্লিভিস্তাম্রাকৃতিলতাবিশেষৈস্ত্রিধাবদ্ধম্। কুতো ভঙ্গাশঙ্কেত্যাহ, তনুভুবা কিম্ভূতেন? দোর্ম্মূলং কষন্তৌ পীড়য়ন্তৌ স্বর্ণকুম্ভাকারৌ কুচৌ কলয়তা চিন্তয়তা। পুনঃ কিম্ভূতৌ? সদ্যস্তৎক্ষণাৎ শিবানুরাগজনিতস্বেদং মুঞ্চৎ প্রান্তঘটিতং প্রান্তমিলিতং কুর্পাসং কঞ্চুলিকাং ভেত্তুং শীলমনয়োস্তৌ তথা। এতেন স্তনযোরৌৎকর্ষ্যবর্ণনম্। অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুল্যমিত্যাদেবনন্তরং দৃশ্যতে। তব কুচৌ কর্ত্তারৌ উদরং কলয়তামনুগৃহ্নতামিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৭৫ ॥

ও শুভ্রবর্ণ হইয়াও বিম্বসদৃশ অধরকান্তিদ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। এতদ্দর্শনে বোধ হয় যেন তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহেশ্বরের কীর্ত্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ। ৭৪।

দেবি! রতিপতি যখন দেখিলেন যে, কনককলস-সদৃশ উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরযুগল, তোমার বাহুমূলকে প্রপীড়িত করিতেছে এবং মহেশ্বরের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন স্বেদোদ্গমসুশোভিত স্তনতটস্থিত কঞ্চুলিকাকে ভেদ করিতে উদ্যত

টিপ্পনী।—এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইল যে, মহাদেবের কীর্ত্তি ও প্রতাপ তোমার অত্যন্ত প্রিয় সুতরাং তুমি অধরকান্তিমিশ্রিত হারলতাচ্ছলে মহাদেবের প্রতাপমিশ্রিত কীর্ত্তি হৃদয়দেশে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ৭৪।

তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

তব স্তন্যমিতি। হে গিরিসুতে! তব স্তন্যং দুগ্ধং সারস্বতঃ পয়ঃ-পারাবার ইব সরস্বত্যা অমৃতসিন্ধুরিব হৃদয়তঃ পরিবহতি হৃদয়ান্নির্যাতি। কৈলাসে সরস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুণ্ডমস্তি, তজ্জলপানাৎ মহাকবয়ো ভবন্তি। তস্মাদ্যথা সরস্বতীনাম্নী নদী বহতি তথা তব ক্ষীরং বহতীতি ভাবঃ। পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সরস্বত্যা অমৃত-কুণ্ডং তবৈব হৃদয়াদ্দুগ্ধং পরিবহতি অন্যথা কথমীদৃক্প্রভাব ইতি ভাবঃ

হইয়াছে, তখন তাহার স্তনদ্বয়ভারে পাছে ক্ষীণতর মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া যায়, এই ভয়ে ভীত হইয়াই যেন তিনি মধ্যদেশ রক্ষার নিমিত্ত ত্রিবলীরূপ লবলীবল্লীদ্বারা তাহা ত্রিবলয়াকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। ৭৫।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবতীর স্তনযুগল পীনোন্নত এবং মধ্যদেশ ক্ষীণতর ও ত্রিবলী-সুশোভিত। কোন বংশস্তম্ভের উপরিভাগে যদি গুরুতর ভার নিহিত হয় এবং যদি ঐ বংশস্তম্ভ ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে লোকে যেমন তাহা দৃঢ়তর রজ্জুদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ভঙ্গ-প্রবণতা হইতে রক্ষা করে, কন্দর্পও সেইরূপ ত্রিবলীরূপ দৃঢ়-তর লতাবিশেষ দ্বারা ক্ষীণতর মধ্যদেশ বেষ্টন করিয়াছেন, এইরূপ উৎপ্রেক্ষিত হইল। ৭৫।

যত্তব স্তন্যং দয়াবত্যা ভবান্যা দত্তম্ আস্বাদ্য দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশ্চিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ উত্তমঃ কবয়িতা অজনি কাব্যকর্ত্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরূণামুপদেশঃ।—পুরা শঙ্করাচার্য্যপিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবকৃপয়া তস্য শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ। একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্বভরণার্থং শাকচেষ্টয়া প্রাঙ্গনে ষাণ্মাসিকং বালকং নিধায় গতা। এতস্মিন্ সময়ে ক্ষুধয়া রোরূয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বা দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা। তদৈবায়ং মহাকবির্বভূব। তস্যামন্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা বালকঃ শ্লোকেন প্রত্যুত্তরঞ্চকার। তদ্‌যথা। একা মাতা শাকাহর্ত্রী তত্র ক্ষপণক দশ শাকান্তাঃ। যত্র ক্ষপণকদশশাকাশা তত্র ক্ষপণক শাকাশা কা॥ ৭৬॥

ধরণীধরকন্যে! তোমার হৃদয় হইতে স্তন্যরূপ সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীসম্বন্ধীয় পয়োরাশি প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কারণ দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে তুমি কৃপা করিয়া স্তন্য পান করাইয়া ছিলে, তাহাতে সেই স্তন্যপানপ্রভাবেই সেই শিশু তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ-কবিতাশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। ৭৬।

টিপ্পনী।—কৈলাসশিখরে সমুদ্রের ন্যায় অগাধ একটী সরস্বতীর অমৃতকুণ্ড আছে। যিনি সেই জল পান করেন, তিনি মহাকবি হইয়া উঠেন। সেই সারস্বত হ্রদ হইতে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এস্থলে অনুমিত হইতেছে, তোমার হৃদয়রূপ কৈলাসপর্ব্বত হইতে কবিত্বশক্তি-সম্পাদক সারস্বত হ্রদ প্রবাহিত হইতেছে; কারণ একবার মাত্র সেই স্তন্য পান করিয়া শৈশবাবস্থায় শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ কবিতাশক্তি-সম্পন্ন

হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্রাবিড়নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা দরিদ্র, অপুত্র ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় তাঁহার একটি পুত্র হইল। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের 'শঙ্কর' এই নামকরণ হইল। ঐ পুত্রের যখন বয়ঃক্রম ছয় মাস, তখন এক দিবস তাঁহার পিতা ভিক্ষার্থ দূরদেশে গমন করিলেন। শঙ্করের জননী পরিজনগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ ষণ্মাসিক বালককে প্রাঙ্গনে স্থাপন করিয়া শাক তুলিবার নিমিত্ত বহির্গতা হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন জগদম্বা ঐ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্রা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইয়া বালক স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত ও শান্ত হইলে অন্তর্হিতা হইলেন। বালকও সেই ক্ষণেই মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই ভবনে উপস্থিত হইল। তৎকালে কেহই গৃহে ছিল না, সুতরাং ষণ্মাসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া একটী শ্লোকদ্বারা উত্তর করিলেন। শ্লোক যথা—"একা মাতা শাকাহর্ত্তা তত্র ক্ষপণক দশ শাকার্ত্তাঃ। যত্র ক্ষপণকদশশাকাশা তত্র ক্ষপণক শাকাশা কা॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষপণক! আমার জননী একাকিনী শাক আহরণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। কিন্তু এই সংসারে দশজন শাক অর্থাৎ অন্নের জন্য কাতর হইয়া রহিয়াছেন। এই দশজন গৃহস্থের মধ্যে প্রত্যেকের যখন দশজন ক্ষপণক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অন্নের জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য নিজ নিজ বিষয়ের জন্য লালায়িত হইতেছে, তখন এখানে তোমার অন্নের অথবা একগাছি শাকেরও আশা করা উচিত নহে। ৭৬।

হরক্রোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতঝম্পো মনসিজঃ।
সমুত্তস্থৌ তস্মাদচলতনয়ে ধূমলতিকা
জনস্তাং জানীতে জননি তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥
যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে
কৃশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব তদ্ভাতি সুধিয়াম্।
বিমর্দ্দাদন্যোন্যং কুচকলসয়োরন্তরগতং
তনূভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥

হরক্রোধ ইতি। হে অচলতনয়ে! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপাগ্নি-সমূহৈর্ব্যাপ্তেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতঝম্পঃ। তস্মাৎ দগ্ধস্য পানীয়সংযোগাৎ যা ধূমলতিকা সমুত্তস্থৌ তাং জনঃ রোমাবলি-রিতি কৃত্বা জানীতে। হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি ত্বমেবাশ্রয়ভূতাসীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অচলতনয়ে! কন্দর্প, কন্দর্পদর্পহারী মহেশ্বরের রোষানল-শিখাসমূহদ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরো-বরে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত শরীর জলে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে ধূমাবলী উত্থিত হইতে লাগিল। জননি! লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছে। ৭৭।

টিপ্পনী।—পূর্ব্বে কন্দর্প, ভগবান্ মহেশ্বরের ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তোমার আশ্রয়ে, তোমার কৃপায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই অভিপ্রায়ে এরূপ বর্ণিত হইল। ৭৭।

স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-
কলাস্থানং কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ।
রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে
বিলদ্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥

যদেতদিতি। হে শিবে! তব কৃশে মধ্যে যৎ যমুনাসূক্ষ্মতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্বস্তু তৎ কুচকলসয়োঃ পরস্পরপীড়নাৎ মধ্যগতং তনূভূতং সূক্ষ্মং ব্যোমতত্ত্বং গহ্বরযুক্তং নাভিহ্রদং প্রবিশদিব সুধিয়াং মনসি ভাতি। সুধিয ইতি কৈবল্যাশ্বঃ: তত্র শিবস্য মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

স্থির ইতি। কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং তব নাভী ইত্যনেন উচ্যমান-প্রকারেণ বিজয়তে। কিন্তদিত্যাহ। স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ। গঙ্গাবর্ত্তস্যাস্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরনুমীয়তে। অথবা স্তনকোরক-লোমাবলিলতায়া আলবালম্। আলবালস্য উচ্চতয়া নাভের্গাম্ভীর্য্যাদপরিতোষঃ। অথবা কন্দর্পতেজোবহ্নেঃ কুণ্ডম্। কুণ্ডস্য সমেখলত্বাৎ নাভের্ম্মেখলারহিতত্বাদপরিতোষঃ। অথবা রতেঃ ক্রীড়াগৃহম্। তত্রাপি পারিপাট্যালাভাদ-

---

শিবে! তোমার তনুতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর সূক্ষ্মতর তরঙ্গসদৃশ যে কোন শ্যামলরেখার ন্যায় বস্তু লক্ষিত হইতেছে, তাহা সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচকলসযুগলের পরস্পর বিমর্দ্দদ্বারা তন্মধ্যগত আকাশ, সূক্ষ্মতম হইয়া অতীব গভীর নাভিহ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছে। ৭৮।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা নাভির গভীরতা ও লোমাবলীর সূক্ষ্মতা বর্ণিত হইল। ৭৮।

নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো
নমন্মূর্ত্তের্নাভৌ বলিষু শনৈকস্ত্রুট্যত ইব।
চিরং তে মধ্যস্য ত্রুটিততটিনী-তীরতরুণা
সমাবস্থাস্থেম্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে ॥ ৮০ ॥

পরিতোষঃ। অতএব গিরিশনয়নানাং সিদ্ধের্ব্বিলদ্বারম্। যথা সিদ্ধা অপি বিলদ্বারে তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৭৯ ॥

গিরিজে! তোমার নাভি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। এই নাভি দর্শন করিলে বোধ হয় যেন ইহা স্থিরতর গঙ্গাবর্ত্ত। গঙ্গাবর্ত্তে স্থিরতা নাই সুতরাং পুনর্ব্বার উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে যে, বোধ হয় যেন ইহা স্তনযুগলরূপ মুকুলদ্বয়ে সুশোভিত লোমাবলীরূপ লতার আলবাল। আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর, আলবালে গভীরতা নাই, সুতরাং পুনর্ব্বার অনুমিত হইতেছে যে, বোধ হয় যেন ইহা রতিপতির তেজোরূপ হুতাশনের কুণ্ড। কুণ্ডে মেখলা আছে, কুণ্ড ত নাভির ন্যায় মেখলাহীন হয় না; এজন্য পুনর্ব্বার উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে যে, বোধ হয় যেন ইহা রতির লীলাগৃহ। রতির লীলাগার ত পাতালপুরী নহে, সুতরাং পুনর্ব্বার অনুমিত হইতেছে যে, বোধ হয় যেন ইহা ভগবান্ শঙ্করের বিলোচনত্রয়ের তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাদ্বার। ৭৯।

টিপ্পনী।—যেমন কোন তপস্বী পর্ব্বতগুহায় অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া সিদ্ধ ও পূর্ণমনোরথ হয়েন, সেইরূপ ভূতনাথের নয়নত্রয় ঐ নাভিতে সিদ্ধি ও চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন।৭৯।

গুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পার্ব্বতি নিজা-
ন্নিতম্বাদাচ্ছিদ্য ত্বয়ি যজনরূপেণ নিদধে।
অতস্তে বিস্তীর্ণো গুরুরয়মশেষাং বসুমতীং
নিতম্বপ্রাগ্‌ভারঃ স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

নিসর্গ ইতি। হে শৈলতনয়ে! তব মধ্যস্য চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন ভবত্বিত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্য? নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লান্তিভাজঃ। নাভৌ মজ্জতঃ বলিষু ত্রুট্যত ইব অতএব ভগ্ন-তটিনীতীরতরুণা সমাবস্থয়া স্থেমা স্থিতি র্যস্য সমাবস্থাস্থেম্নঃ। অতএব কৌশল্যমাশংসতে ॥ ৮০ ॥

গুরুত্বমিতি। হে পার্ব্বতি! পর্ব্বতকন্যে! পর্ব্বতরাজঃ নিজান্নিতম্বাৎ গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিদ্য আকৃষ্য যজনরূপেণ পূজারূপেণ অর্থাৎ বিবাহ-কালে যৌতকত্বেন ত্বয়ি নিদধে নিহিতবান্। হরণরূপেতি পাঠে যথা

শৈলতনয়ে! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণতর; তাহাতে আবার স্তনতটরূপ তটভরে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া নাভিহ্রদে মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। ত্রিবলি দেখিলে বোধ হয় যেন মধ্যদেশের সেই স্থান ক্রমশঃ ত্রুটিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যাই-তেছে। অধুনা তোমার এই মধ্যদেশ, ত্রুটিত ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ স্রোতস্বতী-তীরবর্ত্তী মহীরুহের সহিত সমান অব-স্থায় পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার এই মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে, ভগ্ন হইয়া নাভিরূপ স্রোতস্বতীমধ্যে নিপতিত না হয়। ৮০।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা স্তনযুগলের গুরুতা ও মধ্যদেশের ক্ষীণতা বর্ণিত হইল। ৮০।

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডপটলী-
মুভাভ্যামূরুভ্যামুভয়মপি নির্জ্জিত্য ভবতী।
সুবৃত্তাভ্যাং পত্যৌ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিসুতে
বিজিগ্যে জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়মপি ॥ ৮২ ॥

হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাত্তে তব গুরুবিস্তারশ্চ নিতম্বপ্রাগ্‌ভারঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্বব্যাপারঃ অশেষাং বসুমতীং স্থগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভয়া বসুমতীশোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

করীন্দ্রাণামিতি। হে গিরিসুতে! ভবতী উভাভ্যাম্ ঊরুভ্যাং করীন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডসমূহঞ্চ উভয়ম্ উভাভ্যাম্ ঊরুভ্যাং নির্জ্জিত্য জানুভ্যাম্ ঐরাবতকুম্ভদ্বয়মপি বিজিগ্যে। কিম্ভূতাভ্যাং জানুভ্যাং?

গিরিরাজনন্দিনি! তোমার বিবাহকালে গিরিরাজ নিজ নিতম্ব হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার উন্মোচনপূর্ব্বক যৌতকরূপে তোমার নিতম্বে নিহিত করিয়াছিলেন। এই কারণে তোমার পাদবিক্ষেপ কালে গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ব, এই বসুমতীকে ভারাক্রান্তা করে এবং আত্মশোভা প্রভাবে বসুমতীর শোভা-কেও পরাভব করিয়া থাকে। ৮১।

টিপ্পনী।—উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে যে, কন্যাদানকালে যেমন কোন ব্যক্তি আপনার অঙ্গের আভরণ খুলিয়া কন্যাকে যৌতকস্বরূপ প্রদান করে, হিমাচলও সেইরূপ সম্প্রদানকালে পার্ব্বতীকে আপনার নিতম্বের ভূষণ গুরুত্ব ও বিস্তার বিবাহ-কালীন যৌতকস্বরূপ দিয়াছিলেন। ৮১।

পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে
নিষঙ্গৌ তে জঙ্ঘে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত।
যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-
নখাগ্রচ্ছদ্মানঃ সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

সুবর্ত্তুলাভ্যাম্। পুনঃ কীদৃগ্‌ভ্যাং? পত্যুর্মহাদেবস্য প্রণতিকঠিনাভ্যাম্। উপযমনকালে শ্রীমতা শ্রীমত্যা জননী গৃহেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং শঙ্কররূপস্য শঙ্করাচার্য্যস্য ন দোষায়েতি ॥ ৮২ ॥

পরাজেতুমিত্যাদি। হে গিরিসুতে! তব জঙ্ঘে বিষমবিশিখঃ কামঃ রুদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভৌ দশবাণগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তূণৌ বাঢ়ং দৃঢ়ং যথা স্যাৎ তথা অকৃত কৃতবান্। কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ যয়োরগ্রে পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্মানঃ নখব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃশ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ। ইন্দ্রাদীনাং মুকুটশাণেনাতি-তীক্ষ্ণাঃ। এতেন তব জঙ্ঘাদর্শনমাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

গিরিসুতে! তুমি উভয় উরুদ্বারা করিবরদিগের শুণ্ড-সমুদায় এবং কনককদলীবৃক্ষ সমুদায় জয় করিয়া পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন সুবৃত্ত জানুযুগলদ্বারা ঐরাবত-কুম্ভদ্বয়ও পরাজয় করিয়াছ। ৮২।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তোমার উরু-যুগল ও জানুযুগল নিরুপম-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। টীকাকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার মতানুসারে জগজ্জননীর শৃঙ্গার-বর্ণনে সমর্থ হইলাম না, সুতরাং প্রণতিশব্দের অর্থ—'শিবের হস্তদ্বারা গ্রহণ' এরূপ না করিয়া 'প্রণাম' এইরূপ করি-লাম। ৮২।

শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া
মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ।
যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজূটতটিনী
যয়োর্ল্লাক্ষালক্ষ্মীররুণহরচূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

শ্রুতীনামিতি। হে মাতঃ! যৌ তব চরণৌ বেদানাং শিরাংসি শেখরতয়া শিরোভূষণত্বেন দধতি বিভ্রতি এতৌ চরণৌ দয়যা মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয়। চরণযোর্ম্মহিমানমাহ। যযোঃ পাদ্যং পাথঃ পাদনির্ণেজনং জলং পশুপতেঃ শিবস্য জটাসমূহস্থা নদী। গঙ্গাব্যাজেন তব পাদপ্রক্ষালনজলং পশুপতির্ধত্তে ইত্যর্থঃ। যযোর্লাক্ষালক্ষ্মীরলক্তকসম্পৎ অরুণবর্ণা শিবচূড়ামণেঃ কান্তিঃ। মানিন্যাঃ শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্য শম্ভোশ্চূড়ামণেঃ শুদ্ধস্ফটিকাত্মকস্য চন্দ্রস্য লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাবঃ। অরুণহরিচূড়ামণিরিতি পঞ্চাননঃ। তত্র বিনম্রপতিতস্য হরেশ্চূড়ায়াঃ পদ্মরাগমণেরলক্তাক্তসংযোগাৎ অরুণা কান্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

হিমগিরিতনয়ে! পঞ্চশর, মৃত্যুঞ্জয়কে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জঙ্ঘাদ্বয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ় তূণীরস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, তূণীরদ্বয়ের অগ্রভাগে চরণযুগলের নখাগ্ররূপ দশটী বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে। এই ফলা দেবগণের মুকুটে সুশাণিত ও নিশিত। ৮৩।

টিপ্পনী।—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, নীলোৎপল এই পাঁচটী পঞ্চশরের শর। মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করিবার নিমিত্ত পঞ্চশর দ্বিগুণ-শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন; ভগবতীর জঙ্ঘাদর্শনে এইরূপ অনুমিত হইল। ৮৩।

হিমানীহন্তব্যং হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ
নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পরভাগে চ বিশদৌ।
পরং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং
সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥ ৮৫ ॥

হিমানীতি। হে জননি! তব পাদৌ কর্ত্তৃ সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্। চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনেন তদেব দৃঢ়য়তি। হিমানী ইদং সরোজং হন্তি। তব পাদৌ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন পর্য্যটনেন মনোহরৌ। কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্। তব পাদৌ নিশি চ পরভাগে চ রাত্রৌ

মাতঃ! বেদচতুষ্টয়ের শিরোভাগ, তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণরূপে ধারণ করিয়া থাকে, কৃপা করিয়া সেই চরণদ্বয় আমার মস্তকে অর্পণ কর।" এই চরণযুগলের পাদ্যোদক, ভগবান্ ভূতপতির জটাজূট-বিহারিণী সুরতরঙ্গিণীরূপে পরিণত হইতেছে। এই চরণের অলক্তক-প্রভায় ভগবান্ চন্দ্রশেখরের চূড়ামণিস্বরূপ চন্দ্রকলা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ৮৪।

টিপ্পনী।—বেদের মস্তক উপনিষদ্। তোমার চরণযুগল উপনিষদের চূড়ামণিস্বরূপ। শঙ্করের চূড়ামণিস্বরূপ চন্দ্রকলা শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ সুনির্ম্মল। পরন্তু যখন শঙ্কর ভগবতীর মানভঞ্জনের নিমিত্ত চরণতলে নিপতিত হয়েন, তখন চরণালক্তকপ্রভায় তাঁহার শিরোভূষণস্বরূপ চন্দ্রকলা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। পঞ্চাননের মতে "অরুণহরিচূড়ামণিরুচিঃ" এইরূপ মূলের পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রণামে প্রবৃত্ত হরির চূড়ামণিস্বরূপ পদ্মরাগমণি তোমার চরণালক্তকপ্রভায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। ৮৪।

নমোবাচং ব্রূমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-
স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে।
অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে
পশূনামীশানঃ প্রমদবনকঙ্কেল্লিতরবে ॥ ৮৬ ॥

দিবসে চ বিশদৌ স্বচ্ছন্দবাগৌ। কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্। তব পাদৌ প্রণবিনাং সম্বন্ধে লক্ষ্মীং স্বজন্তৌ। হিমানীহন্তব্যম্ ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র হিমানী নাশ্যমিত্যর্থঃ॥ ৮৫ ॥

নমোবাচমিত্যাদি। অস্মৈ তব চরণযোর্দ্বন্দ্বায় নমোবাচং ব্রূমঃ নমস্করোমি। কথম্ভূতায় ? নয়নরমণীয়ায়। ব্যক্তকান্তিদ্রবীভূতালক্তকযুক্তায়।

ব্রহ্মাণ্ডজননি! তোমার চরণকমল যে কমলকে পরাজয় করিবে, তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কারণ কমল হিমানীদ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে; তোমার চরণকমল হিম-গিরিশিখরে হিমানীর উপরি পর্য্যটননিবন্ধন অতীব সুকুমার। কমল নিশাকালে মুদ্রিত থাকে; তোমার চরণকমল, কি রাত্রি, কি দিন, সদাই অম্লানকান্তি-সম্পন্ন। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাস; তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাংশেই হীন কমল যে ত্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি। ৮৫।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা জগদম্বার চরণযুগলের অনন্য-সাধারণ শোভা বর্ণিত হইল। টীকাকারের মতে "হিমানীহন্তব্যং" এই স্থলে "হিমানী হন্তীদং" এইরূপ পাঠ সমাদৃত হইয়াছে। অর্থ প্রায় একই প্রকার। ৮৫।

মৃষা কৃত্বা গোত্রস্খলনমথ বৈলক্ষনমিতং
ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং তাড়য়তি তে।
চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা
তুলাকোটিক্বাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা ॥ ৮৭ ॥

যস্য চরণদ্বন্দ্বস্য অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাঞ্ছতে প্রমদবনস্য কঙ্কেল্লিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশূনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তম্ অসূয়তি দ্বেষ্টি। অস্মিন্ কঠিনত্বচি অশোকবৃক্ষে অতিকোমলপাদয়োর্ব্বিক্ষেপাৎ কদাচিদ্ব্যথা জায়েত ইতি ভাবঃ। অশোকবৃক্ষোপরি পাদাঘাতে কৃতে সতি কামিনীনাং কামো বর্দ্ধতে। তথা চ কামশাস্ত্রে "পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ" ইত্যাদি। অতএব কালিদাসঃ। "রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নে কুরুবকবৃতের্ম্মাধবীমণ্ডপস্য। একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥" নমো বা কিং ক্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ॥ ৮৬॥

মৃষা ইতি। গোত্রস্খলনং মৃষা কৃত্বা কুলধর্ম্মস্খলনং ন ভবেদিতি কৃত্বা

মাতঃ! প্রমদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার যে চরণযুগলের অভিঘাতে স্পৃহান্বিত হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি, কঠিন বৃক্ষে পদাঘাত করিলে পাছে ঐ কোমল পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায় অসূয়ান্বিত হয়েন, যাহা দ্রবীভূত অলক্তকরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া সেই চরণে প্রণিপাত করিতেছি। ৮৬।

টিপ্পনী।—কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে, কামিনীদিগের পাদাঘাতে অশোক বৃক্ষ ও বদনমদিরায় কেশর বৃক্ষ মুকুলিত হইয়া থাকে। ৮৬।

পদন্তে কান্তীনাং প্রপদমপদং দেবি বিপদাং
কথং নীতং সদ্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্‌।

তব চরণযুগলং ভর্ত্তারং ললাটে তাড়য়তি। গোত্রং নাম্নি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ। ভর্ত্তারং কিম্ভূতম্‌? বৈলক্ষনমিতং বিশেষচ্ছদ্মতয়া নমিতং লজ্জাধোমুখম্‌। বৈলক্ষং ছলিসম্মতম্‌ ইতি ধরণিঃ। অথ এতস্মিন্নেব ঈশান-রিপুনা কামেন তুলাকোটিঙ্কাণৈঃ নূপুরশব্দচ্ছলেন কিলকিলিতং চীৎ-কারিতম্‌। কিম্ভূতেন কামেন? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যম্‌ উন্মূলিতবতা উৎখাতয়তা। অতএব অদ্যাপি তত্তদেশীয়া বিবাহদিবসে বরাগমনমাত্রেণ ছদ্মনা কন্যামানীয় ললাটে চরণপ্রহারং কারয়িত্বা গৃহা-ভ্যন্তরং নয়েদিতি দেশাচারঃ॥ ৮৭॥

ভগবান্‌ ভূতনাথ, রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা গোত্র-স্খলন করিয়া অর্থাৎ ভ্রান্তিনিবন্ধনই যেন অন্য কোন রমণীর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইলে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার ললাটে চরণপ্রহার করিলে, তখন তোমার নূপুরধ্বনি হইল; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, শঙ্করবৈরী মদন, পূর্ব্বে হরকোপা-নলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চিরনিহিত যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। ৮৭।

টিপ্পনী।—ভগবতী পতির ললাটে পাদপ্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি কোন কোন দেশে রীতি আছে যে, বিবাহের দিন বর আগমন করিবামাত্র কন্যাপক্ষীয়েরা কৌশলক্রমে গোপনে অগ্রে কন্যা বাহির করিয়া বরের ললাটে চরণপ্রহার করাইয়া পশ্চাৎ বরকে ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করায়। ৮৭।

কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা
তদাদায় ন্যস্তং দৃশদি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥
নখৈর্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-
স্তরূণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ।
ফলানি স্বঃস্থেভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ দধতাং
দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহ্নায় দদতৌ ॥ ৮৯ ॥

পদন্ত ইতি। হে দেবি! তে তব প্রপদং পাদাগ্রং সদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতং! কূর্ম্মকর্পরাকৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং প্রশস্তম্ ইতি ভাবঃ। কিম্ভূতং? কান্তানাং পদং বিপদাম্ অপদম্ অস্থানম্। কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াসক্তেন চেতসা পুরভিদা শিবেন তৎ পদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ন্যস্তম্ অর্পিতম্। অতিকোমলস্য তব পাদাগ্রস্য কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

নখৈরিতি। হে চণ্ডি! তব চরণৌ দিব্যানাং তরূণাং সম্বন্ধে নখৈর্হসত ইব। নখৈঃ কিম্ভূতৈঃ? দেবস্ত্রীকরপদ্মসম্পুটীকরণচন্দ্রৈঃ। তরূণাং

দেবি! তোমার চরণের অগ্রভাগ শোভা ও রূপলাবণ্যের আকর এবং বিপদের সংহারক। পণ্ডিতগণ কিরূপে কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত ইহার তুলনা দিয়া থাকেন। ভগবান্ বৃষধ্বজ সদয়হৃদয় হইয়াও বিবাহের সময় কোন্ প্রাণে এই সুকোমল চরণযুগল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া কঠিন প্রস্তরের উপরি স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮৮।

টিপ্পনী।—সুকোমল চরণকমল কঠিন প্রস্তরে স্থাপন করিবার যোগ্য নহে। স্ত্রীজাতির চরণপৃষ্ঠ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার হইলে প্রশস্ত ও শুভলক্ষণ হয়, এই জন্য পণ্ডিতগণ কূর্ম্মপৃষ্ঠের সহিত ইহার তুলনা দিয়া থাকেন। ৮৮।

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং
পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্ণেজনজলম্।
প্রকৃত্যা মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া
যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতাম্॥ ৯০॥

কীদৃশাং? স্বার্থিভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ ফলানি দদতাম্। চরণৌ কিম্ভূতৌ? অহ্নায় ঝটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ং দদতৌ কল্পবৃক্ষাদপ্যভীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ॥ ৮৯॥

কদা কাল ইত্যাদি। হে মাতঃ! কদা কালে কস্মিন সময়ে তব চরণনির্ণেজনজলং চরণোদকং বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী অহং পিবেয়ং তৎ কথয় ব্রূহি। কিম্ভূতং? কলিতং ব্যাপ্তং অলক্তকরসো যেন। যৎ পাদোদকং বাণী কর্ত্রী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমূকানাং নৄণাং কাব্যরচনাশালিনাং মুখকমল-

---

ভগবতি! দেবলোকস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায় কিসলয়রূপ করাগ্রদ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফলপ্রদান করিয়া থাকে, তোমার এই চরণদ্বয়ও ভক্তগণকে অসামান্য সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদানে ক্ষণমাত্রও বিরত নহে; এই কারণে, দেবাঙ্গনারা যে নখরূপ সুধাংশুর নিকট করকমল মুকুলিত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই নখদ্বারা তোমার চরণযুগল কল্পবৃক্ষদিগকেই যেন উপহাস করিতেছে। ৮৯।

টিপ্পনী।—তোমার চরণযুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করে। যেমন সুধাংশু দর্শনে কমল মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নখসুধাংশু দর্শনমাত্র দেবাঙ্গনাদিগের করকমল পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে, এই তাৎপর্য্যে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৮৯।

পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়মিবালব্ধুমনস-
শ্চরন্তস্তে খেহলং ভবনকলহংসা ন জহতি।
স্ববিক্ষেপে শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-
চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ॥ ৯১ ॥

তাম্বূরচনাম্ আধত্তে আদধাতি। যৎ পীত্বা স্বভাবমূকোহপি মহাকবির্ভবতীতি ভাবঃ। যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তাম্বূলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

পদন্যাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজহংসাঃ খে আকাশে অলম্ অত্যর্থং চরন্তোহপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি। কিন্তূতাঃ? পাদবিন্যাসরূপক্রীড়ায়াং পরিচয়ম্ আলব্ধুমনস ইব পাদবিন্যাসক্রীড়াং জ্ঞাতুকামা ইব। চরণকমলং কিন্তূতং? স্ববিক্ষেপে আত্মনো গমনে সুষ্ঠু মণিনূপুরশব্দচ্ছলাৎ শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিয়তং তব পাদানুযায়িনোহপি ঈদৃক্ লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥

মাতঃ! কবে আমি বিজ্ঞানভিক্ষু হইয়া অলক্তকরসমিশ্র তোমার চরণোদক পান করিব, বলিয়া দাও। এই চরণোদক পান করিলে, যাহারা জন্মাবধি স্বভাবত মূক, তাহারাও অপূর্ব্ব-কাব্যরচনা-শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে; এই কারণে স্বয়ং বাগ্দেবী নিজ মুখকমলস্থিত তাম্বূলরসচ্ছলে ঐ চরণোদক পান করিয়া থাকেন। ৯০।

জননি! গৃহস্থিত কলহংসগণ আকাশমার্গে বিচরণ

টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার শ্রীচরণপ্রসাদে মূকও অদ্ভুত বাক্য বিন্যাস করিতে পারে, নিতান্ত অজ্ঞানও জ্ঞানী হইয়া উঠে। ৯০।

অরালা কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে
শিরীষাভা গাত্রে দৃশদিব কঠোরা কুচতটে।
ভৃশন্তন্বী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে
জগত্রাতুং শম্ভোর্জ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ৯২ ॥

শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্য্যমুক্ত্বা রূপস্যানির্ব্বচনীয়ত্বমাহ, অরালা ইতি। শম্ভোঃ শিবস্য কাচিৎ অনির্ব্বচনীয়া করুণা কৃপারূপা অরুণবর্ণা মূর্ত্তির্জ্জগত্রাতুং জগতাং ত্রাণায় জয়তি। বিশেষণানাং বিরোধাভাসতয়া অনির্ব্বচনীয়ত্বমাহ। কিম্ভূতা? কেশেষু অরালা কুটিলা। মন্দহসিতে সহজসরলা। গাত্রে শিরীষাভা মৃদ্বী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। মধ্যে অতিশয়ক্ষীণা। বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। দারেষ্বপি গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়া ইত্যমরঃ। অত্র কুটিল-সরলয়োর্মৃদুকঠোরয়োঃ পৃথুক্ষীণয়োরেকত্রপ্রতিপাদনাৎ বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। সর্ব্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধঃ। অত্র বাগ্ভবকূটং কামরাজমুদ্ধৃত্য অরুণবর্ণং ধ্যায়েদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ ৯২ ॥

করিতে সমর্থ হইয়াও সুললিত পাদবিন্যাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ হয় তোমার চরণকমল সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন ত্বদীয় চরণকমলও সুমনোহর মণিময়-মঞ্জীর রবচ্ছলে উচ্চৈঃস্বরে পদে পদে পদবিন্যাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদানই যেন করিতেছে। ৯১।

টিপ্পনী।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতীর পাদবিহারকালে লীলাবিলাসদ্বারা যেরূপ অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পায়, কলহংসগণের গমনকালেও সেরূপ অপূর্ব্ব ভাব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই জগতে ইহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না।৯১।

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্ত্বচ্চরণয়োঃ
সপর্য্যামর্য্যাদা তরলকরণানামসুলভা।
তথা হ্যেতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং
তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাদ্যাভিরমরাঃ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূর্ব্বং পীঠদেবতাদীনাং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুরা ইতি। পুরারাতেঃ শিবস্য অন্তঃপুরমসি ত্রিপুরজয়িনো মহিষী ভবসি ততঃ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ সপর্য্যামর্য্যাদা পূজাপরিপাটী তরলকরণানাং চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাম্ অসুলভা দুর্লভা। তৎ কথমিন্দ্রাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ। এতে শত-

---

জননি! তুমি কেশকলাপে অরালা অর্থাৎ কুটিলা, অথচ তুমি মন্দস্মিত বিষয়ে স্বভাবসরলা। তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমসদৃশ কোমলা, অথচ তুমি কুচতটভাগে শিলার ন্যায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে ক্ষীণতরা, অথচ তুমি সুললিত জঘনে পৃথুতরা। এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিণী ত্বদীয় অরুণবর্ণা অপূর্ব্বমূর্ত্তি বিরাজমান হইতেছে। ৯২।

টিপ্পনী।—বিরোধাভাসদ্বারা ভগবতীর অনির্ব্বচনীয় রূপ বর্ণিত হইল। ইহাদ্বারা সূচিত হইল, প্রথমত বাগ্‌ভব কূট ও কামরাজকূট উদ্ধৃত করিয়া অরুণবর্ণ ধ্যান করিবে। অন্য টীকাকার বলেন, কে শব্দে ককার ও একার। শিরীষশব্দে ঈকার। অরাল শব্দে লকার। হসিত শব্দে হকার। সরল শব্দে রেফ। তন্বী শব্দে ঈকার। ভৃশং শব্দে বিন্দু। ইহাদ্বারা ক এ ঈ ল হ্রীঁ এই বাগ্‌ভব কূট ধ্যান করিবার বিধি কথিত হইল। ৯২।

মথমুখা ইন্দ্রাদ্যা দেবাঃ তব দ্বারোপান্তে স্থিতির্যেষাং তৈরণিমাদ্যৈরতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ। যদ্বা পুরারাতের্বিন্দুরূপস্য অন্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধ্যস্থাসি। তব চরণম্ ইন্দ্রাদীনামপ্যগোচরম্ অতএব অগ্রাবরণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ। তব পূজা চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাম্ অসুলভা দুর্লভা কিন্তু স্থিরেন্দ্রিয়াণাং চক্রভেদনসমর্থানাং শুকাদীনাং সুলভা ইতি ধ্বনিঃ॥ ৯৩॥

জননি! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহেশ্বরের অন্তঃপুর অর্থাৎ মহিষী; এই কারণে চঞ্চলেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে তোমার যথারীতি পূজাপরিপাটী অতীব দুর্লভ। দেবরাজপ্রভৃতি দেবগণ যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার দ্বারোপান্তে স্থিত অণিমাদির উপাসনাদ্বারাই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে এবং তোমার আরাধনায় অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছেন। ৯৩।

টিপ্পনী।—ভগবতীর পূজায় অধিকারী হইবার নিমিত্ত অগ্রে পীঠদেবতাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। পীঠদেবতাদিগের পূজা করিলে তাঁহাদের কৃপায় মনের একাগ্রতা জন্মে। পরে একাগ্রতা সহকারে বিশ্বমাতার পূজায় প্রবৃত্ত হইলে যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। অন্যবিধ অর্থ যথা—জননি! তুমি শ্রীচক্রের অন্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মক রেখা ইত্যাদি। অথবা—জননি! তুমি সহস্রদল-কমলান্তর্গত বিন্দুরূপ পরমশিবের অন্তঃপুর অর্থাৎ অকথাদিরেখাময় ত্রিকোণ মণ্ডল ইত্যাদি। যাহাদের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য দূর হয় নাই, তাহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক স্বরূপ-পরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না। মূলাধারপ্রভৃতিতে অন্যান্য স্থূলমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক প্রত্যাহারবলে চিত্তস্থিরতা ও একাগ্রতা

গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরশিবাঃ
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ।
ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলননাভারুণতয়া
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতকম্॥ ৯৪॥

শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চত্বং গতাঃ। তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাহ। শিবঃ সদাশিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপট-প্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্ম্মলকান্তিযুক্ত-ছদ্মপ্রচ্ছদপটঃ সন্ বিগ্রহবান্ শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং চক্ষুষাং কুতুকং দোগ্ধি প্রপূরয়তি। শৃঙ্গারবসস্ত রজোগুণ-

---

হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্ঠিত ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলতঃ "ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" এই ষট্‌চক্রে যে স্থূলরূপ ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে ভিন্ন নহে। এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডও তোমার গর্ভে রহিয়াছে। জননি! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহে-শ্বরের অবরোধ, এজন্য চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী যাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন, ত্রিপুরবিজয়ী না হইলে তাঁহার নিকট যাওয়া বা পূজার অধিকারী হওয়া দুর্ঘট। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় ভেদ হয় না। মণিপূরে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি। যোগবলে এই গ্রন্থিত্রয় ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট গমন করিতে পারা যায়। ৯৩।

প্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্। সদাশিবঃ শুক্লস্তৎ কথং সারূপ্যমিত্যাহ ত্বদীযানাং ভাসাং প্রতিবিম্বলাভেন অরুণতয়া। এতেন সদাশিবস্যাপি ন শৃঙ্গারকর্তৃত্বং পরমশিবকান্তাসীতি তৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥

জননি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই পঞ্চ শিব তোমার সিংহাসনের পাদপঞ্চকস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর সিংহাসনের উপরি পরশিব, শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন তাঁহার শুদ্ধস্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল কান্তিদ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ পরশিবের উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকান্তি প্রতিফলিত হওয়াতে উহা রক্তবর্ণ হইয়াছে; সুতরাং তদ্দর্শনে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগের মনে ভ্রান্তি ও কৌতূহল উৎপন্ন হইতেছে। ৯৪।

টিপ্পনী।—রজোগুণ রক্তবর্ণ। শৃঙ্গাররস রজোগুণ-প্রধান বলিয়া রক্তবর্ণ বলা হইয়াছে। পরশিবকে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসস্বরূপ বলা হইল; ইহাদ্বারা তাঁহাতে শৃঙ্গার-কর্তৃত্বের আরোপ হয় নাই কারণ সহস্রারস্থিত পরমশিবই ভগবতীর পতি। মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপূরে রুদ্র, অনাহতচক্রে ঈশ্বর, বিশুদ্ধচক্রে সদাশিব, তদুপরি আজ্ঞাচক্রে পরশিব, তদুপরি সহস্রারে জগন্মাতা পরমশিবের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। টীকাকার বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, এই শিবচতুষ্টয় সিংহাসনের পাদচতুষ্টয়স্বরূপ হইয়া আছেন। ভগবতী সদাশিবের উপরি অবস্থান করিতেছেন। তিনি সহস্রারে পরমশিবের সহিত বিহার করেন। এবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার

কলঙ্কঃ কস্তূরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং
কলাভিঃ কর্পূরৈর্ম্মরকতকরণ্ডং নিবিড়িতম্।
অতস্ত্বদ্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং
বিধির্ভূয়োভূয়ো নিবিড়য়তি নূনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি। জলবজ্জলং চন্দ্ররশ্মিঃ পীযূষনির্মিত যাবৎ। জলময়ং পীযূষপূর্ণং রজনিকরবিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতং মরকতকরণ্ডং প্রতিদিনম্ ইত্যস্মাভির্লক্ষ্যত ইত্যাহম্। শবচ্চন্দ্রস্য শুক্লবর্ণতয়া মরকতমণেঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে। কলঙ্কঃ কস্তূরী যত্র। তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজা-পাত্রাণি কস্তূর্য্যাদিভিঃ সংক্রিয়তে। অতঃ কারণাৎ ত্বদ্ভোগেন আত্ম-ভোগার্থং শ্রীমত্যা নিরূপিতরিক্তকুহরং শূন্যগর্ভম্ ইদং মরকতকরণ্ডং নূনং নিশ্চিতং তব কৃতে যুষ্মদর্থং বিধির্ভূয়োভূয়ঃ পূরয়তি। তথাচোর্দ্ধাম্নায়ে ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্। কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরীমিতি ॥ ৯৫ ॥

বিশ্বজননি! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় শ্যামবর্ণ অমৃতপাত্র প্রতিদিন ভূয়োভূয় অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন।

বলেন, ভগবতী ত্রিপুরাদেবীর সিংহাসন ষট্‌কোণ। এই ষট্-কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও ইন্দ্র, ইহাঁরা পাদ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। প্রমাণ যথা—"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ইন্দ্রশ্চ তে সদা দেবাঃ পূজ্যা মঞ্চাদধঃ-স্থিতাঃ।" ইতি। ৯৪।

স্বদেহোদ্ভূতাভির্ঘৃণিভিরণিমাদ্যাভিরভিতো
নিষেব্যাং নিত্যে ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ।
কিমাশ্চর্য্যং তস্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো
মহাসম্বর্ত্তাগ্নির্বিরচয়তি নীরাজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥

স্বদেহ ইতি। হে নিত্যে! হে নিত্যস্বরূপে! স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বশরীরজাতাভির্ঘৃণিভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ সিদ্ধিভিরভিতো নিষেব্যাং ত্বাম্ অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোঽহং ভাবেন যঃ সদা উপাস্তে

এই পাত্রে রশ্মিপুঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কস্তুরী-স্বরূপ। ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ডদ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে। তোমার ভোগদ্বারা এই পাত্র যেমন রিক্ত ও শূন্য-গর্ভ হয়, বিধাতা অমনিই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃ-তাদিপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন। ৯৫।

টিপ্পনী।—চন্দ্রমণ্ডল মরকতমণিময় পাত্রের ন্যায় স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ পরন্তু কলারূপ কর্পূরখণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পূর্ণ হওয়াতে শ্বেতবর্ণ দেখায়। কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুন-র্ব্বার মরকতমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধাম্নায়ে উপ-দেশ আছে যে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে যে চন্দ্রময় অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলাদ্বারা বিশ্বমাতার পূজা করিয়া ঐ অমৃত-দ্বারা তর্পণ করিবে। মন্ত্রপক্ষে কস্তূরীশব্দে সকার ও ককার। কলঙ্কশব্দে লকার। কুহরশব্দে হকার ও রেফ। নিবিড়শব্দে ঈকার। নূনশব্দে বিন্দু। এই মোহনবীজ শুক্লবর্ণ ধ্যান করিতে হইবে। ৯৫।

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ
শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ।
মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে
কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরুবকতরোরপ্যসুলভঃ ॥ ৯৭ ॥

ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্ব্বতস্তস্য মহাসম্বর্ত্তাগ্নির্মহা-প্রলয়াগ্নির্নীরাজনবিধিং নির্ম্মঞ্জনবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্য্যম্। সএব সদাশিব ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

কলত্রমিতি। হে সতি! সতীনামচরমে! সতীনাং মধ্যে মহাদেবং হিত্বা তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরুবকতরোর্ঝিণ্টিবৃক্ষস্যাপি দুর্লভঃ। কুরুবকো নাম ঝিণ্টীবৃক্ষবিশেষঃ। তস্যালিঙ্গনেন স্ত্রীণাং কামবৃদ্ধির্ভবতি। তথাচ কামশাস্ত্রে কুরুবকতরুবালিঙ্গনাৎ সিন্ধুবার ইতি। মহাদেবস্য সর্ব্বা-

---

নিত্যে। যিনি, নিজদেহসম্ভূত রশ্মিবৃন্দদেবতারূপ অণি-মাদি আবরণদেবতা কর্তৃক সেব্যমান হইতেছেন, আমিই সেই ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী। এইরূপ সোঽহং ভাবে যিনি তোমাকে ভাবনা করেন, তাঁহার আশ্চর্য্য পরিণাম হয়। তিনি মহা-দেবের অষ্টবিভূতিও তৃণজ্ঞান করেন। মহাপ্রলয়কাল উপ-স্থিত হইলে সর্ব্বসংহারক মহাপ্রলয়াগ্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। ৯৬।

টিপ্পনী।—যোনিমুদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক দেবীত্রিপুরা স্বরূপা কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রারে উত্তোলনপূর্ব্বক আমিই শক্তি, এরূপ ভাবনা করিয়া পরমশিবের সহিত একীভূত হইয়া সমরসানন্দ-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে যোগী অমর হয়েন, প্রলয়কালেও তাঁহার শরীরপাত হয় না। ৯৬।

গিরামাহুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরংব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥

অকত্বাৎ শ্রীমত্যাঃ সর্ব্বাধারভূতত্বাৎ ক্রিয়াব্যভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ। তথাচ ভারতে, "ন চক্রাঙ্কা ন পদ্মাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ কচিৎ। লিঙ্গাঙ্কাশ্চ ভগাঙ্কাশ্চ তেন মাহেশ্বরী প্রজা" ইতি। অন্যাসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভজন্তি নতু মূর্খাঃ। শ্রিয়ো দেব্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্কমাত্রেণ কঃ পতির্ন ভবতি, অপিতু সর্ব্ব এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

গিরামিতি। হে পরংব্রহ্মমহিষি! আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহুঃ বিদ্যামধিষ্ঠাতৃত্বমাহুঃ। হরেঃ পত্নীং

বামদেব-দেহার্দ্ধহারিণি! এই জগতে যে সমুদায় রমণী সতী বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহারা অন্ততঃ মদনোদ্দীপনের নিমিত্ত কুচকলসদ্বারা কুরবক বৃক্ষকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে কিন্তু একমাত্র তুমিই অর্দ্ধাঙ্গহারী মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরবক বৃক্ষকেও হৃদয়দ্বারা আলিঙ্গন কর না। দেখ, ব্রহ্মার পত্নী বাগ্দেবী, কোন্ কবির কণ্ঠগতা না হইতেছেন! বিষ্ণুর ভার্য্যার কথা কি বলিব, যাঁহার কিছু ধনসঞ্চয় হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ৯৭।

টিপ্পনী।—কামশাস্ত্রে আছে যে, কুরবক অর্থাৎ ঝিণ্টিবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলে স্ত্রীজাতির অনঙ্গোদ্দীপন হয়, এই নিমিত্ত সকল রমণীই কুরবক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া থাকে। ৯৭।

লক্ষ্মীমাহুঃ ধনিনামধিষ্ঠাতৃত্বম্। হরসহচরীং দুর্গামাহুঃ জ্ঞানিনামধিষ্ঠাতৃত্বম্। হে মহামায়ে! ত্বং পুনস্তুরীয়া এতত্ত্রয়াতিরিক্তা কাপি অনির্ব্বচনীয়া। যতো বিশ্বং ভ্রময়সি জগন্মোহয়সি। ত্বং কিন্তু তা? দুরধিগমনিঃসীমমহিমা দুর্জ্জ্ঞেয়োঽপরিমিতঃ মহিমা যস্যাঃ সত্ত্বরজস্তমসামতিরিক্তাসীত্যর্থঃ॥ ৯৮॥

পরমব্রহ্মমহিষি! বেদবেদাঙ্গপারদর্শী জনগণ ব্রহ্মার পত্নীকে বাগ্দেবী বলিয়া থাকেন। ইনি ক্রিয়াশক্তি। ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহারা বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইনি জ্ঞানশক্তি। ইনি ধনবান্‌দিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহারা বলেন, অদ্রিতনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী। ইনি ইচ্ছাশক্তি। ইনি জ্ঞানীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহামায়ে! ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই শক্তিত্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা চতুর্থা তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার দুরধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ভ্রামিত করিতেছ এবং সকলকেই মোহনিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছ। ৯৮।

টিপ্পনী।—গোরক্ষসংহিতাতে কথিত আছে, "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং শক্তিরোমিতি॥" এই জগতে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, তিন গুণ অনুসারে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তি দুর্গা, ক্রিয়াশক্তি সাবিত্রী এবং জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুপত্নী। প্রণবে এই তিনটী শক্তি রহিয়াছে। অকার উকার ও মকার, এই বর্ণত্রয়যোগে ওঁ হইয়াছে। "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন

সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ।
হরস্য ত্বদ্ভ্রান্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো
ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥

সমুদ্ভূত ইতি। হে উমে! ভবত্যাং যে ভক্তাঃ অমীষামিয়ং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ। তদ্দর্শয়ন্নাহ, মদনঃ কন্দর্পঃ হরস্য মনসি ত্বদ্ভ্রান্তিং জনয়ামাস ত্বামভেদেন ভজন্ আত্মনি ত্বদ্ভ্রান্তিং জনযামাস। মদনঃ কিম্ভূতঃ? কদম্বদ্যুতিবপুঃ কদম্বপুষ্পবদ্দ্যুতিঃ শোভা যস্য বপুষঃ। তং কিং কৃতবানিত্যাহ। উরো বক্ষঃ সমুদ্ভূত-স্থূলস্তনভরং কৃতবান্ প্রাদুর্ভূতঃ স্থূলস্তনযোর্ভরো যত্র। হসিতং চারু কৃতবান্। পূর্ব্বং প্রৌঢহাস্যমাসীৎ তদ্বিহায় মনোহরং কৃতবান্। কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি, অপি তু সন্ত্যেব ॥ ৯৯ ॥

জননি! মদন, মহেশ্বরের মনে এরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি মনে করিলেন, আমিই ভগবতী ত্রিপুরা; কারণ যখন তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আপীন পয়োধরমণ্ডল উদ্ভূত হইল। অট্টহাস্যের বিনিময়ে সুললিত মধুর হাস্য প্রকাশ পাইল। কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল; শরীর কদম্বপুষ্পের ন্যায় শোভাসম্পন্ন

ত্রয়ো মতাঃ।" অকার বিষ্ণু, উকার মহেশ্বর ও মকার ব্রহ্মা। তিন দেব, তিন শক্তি ও তিন গুণ প্রণবের প্রতিপাদ্য হইতেছেন। ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী। তিন দেব, তিন শক্তি ও তিন গুণের অতীত মূলপ্রকৃতি। মন্ত্রপক্ষে হরসুন্দরীশব্দে হকার ও সকার। তনয়াং শব্দে বিন্দু। কূটসমুদায়ের অন্তে এই বর্ণ যোগ করিয়া জপ করিলে তুরীয়াখ্য ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করা যাইতে পারে। ৯৮।

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে
রতেঃ পাতিব্রাত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা।
চিরং জীবন্নেব ক্ষয়িতপশুপাশব্যতিকর:
পরং ব্রহ্মাভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্ভজনবান্ ॥ ১০০ ॥

সরস্বত্যা ইতি। ত্বদ্ভজনবান্ ত্বদ্ভক্তো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি ত্বদ্ভক্তং সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যেণ বপুষা আত্মনঃ সৌন্দর্য্যেণ রতেঃ পাতিব্রাত্যং শিথিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি বত্যা অতিনির্ব্বন্ধং দূরীকরোতি। ভক্তঃ কিম্ভূতঃ? ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবন্নেব ব্রহ্মাভিখ্যং রসং রসয়তি আস্বাদয়তি জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০০ ॥

হইয়া উঠিল। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ যাঁহারা তোমার ভক্ত, যাঁহারা তোমাকে অভিন্নভাবে ভাবনা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে ভাবনা করেন, তাহা হইলে সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। ৯৯।

টিপ্পনী।—মহাদেব মদনপরতন্ত্র হইয়া ভগবতী ভবানীকে অভিন্নভাবে ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্ত একান্তভাবে যদি এরূপ ভাবনা করেন যে, আমিই দেবী ত্রিপুরা, তাহা হইলে তিনি দেবীর সারূপ্যরূপ মোক্ষলাভ করিতে পারেন, এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইল। ৯৯।

নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে
নিরাঘাটজ্ঞানে নিয়মপরচিত্তৈকনিলয়ে।
নিয়ত্যা নির্ম্মুক্তে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে
নিরাতঙ্কে নিত্যে নিগময় মমাপি স্তুতিমিমাম্ ॥১০১॥

নিধে ইতি। নিধীযতে অস্মিন্ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারভূতে! নিত্যং প্রতি-ক্ষণমানন্দহাসং যস্যাঃ, হে নিত্যস্মেরে! নির্গতোঽবধির্যস্তা গুণানাং যস্যাঃ। হে নীতৌ নিপুণে! যথোচিতনিগ্রহানুগ্রহপরে! নিরাঘাটমপরি-মিতং জ্ঞানং যস্যাঃ, হে নিরাঘাটজ্ঞানে! নিয়মপরা বেদান্তবাদিনস্তেষাং চিত্তমেব প্রধানং স্থানং যস্যাঃ। নিয়তিঃ শুভাশুভং কর্ম্ম তথা শুভাশুভকর্ম্ম-হীনে! অপর্য্যাপ্তবেদান্তে স্তুতং পদং স্থানং যস্যাঃ, হে নিখিলনিগমান্ত-স্তুতপদে! নির্গতমাতঙ্কম্ ইদং কর্ত্তব্যমিদমকর্ত্তব্যমিতি চিত্তচাঞ্চল্যং যস্যাঃ, হে নিরাতঙ্কে! হে নিত্যে! ইমাং মমাপি স্তুতিং নিগময় বেদ-বৎ কুরু। যথা বেদঃ প্রমাণং তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নিগময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥১০১॥

মাতঃ! যে সাধক ভক্তিসহকারে তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন। বিশেষতঃ তিনি কন্দর্প অপে-ক্ষাও রমণীয়তর শরীর ধারণপূর্ব্বক রতির পতিব্রতাধর্ম্ম শিথি-লিত করিয়া ফেলেন। ঈদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞান-পাশ উন্মোচনপূর্ব্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।১০০

জননি! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপ। তুমি

টিপ্পনী।—তোমার উপাসনা বলে মানব কৃতবিদ্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, নিরুপম-রূপলাবণ্যশালী ও চিরজীবী হইয়া মুক্তিমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। ১০০।

প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং
ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥১০২॥

প্রদীপ ইতি। হে বাচাং জননি! ইয়ং স্তুতিস্ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভির্ব্বিরচিতা নাত্র মম কর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রদীপেত্যাদি। যথা প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরস্য নির্ম্মঞ্জনবিধিঃ,বিশ্বব্যাপকস্তেজসা স্বল্পতেজোঽমুভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যথা সুধাসিন্ধোশ্চন্দ্রস্য চন্দ্রোপলশ্চন্দ্রকান্তমণিবিশেষঃ। তস্মাদ্‌যদমৃতং স্রবতি তদমৃতেনার্ঘ্যরচনা। যথা স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সমুদ্রোত্থিতবারিভিঃ সলিলনিধেঃ সমুদ্রস্য সৌহিত্যকরণং প্রীতিজননমিত্যর্থঃ॥ ১০২ ॥

নিরন্তর আনন্দহাস্যে মগ্ন রহিয়াছ। তোমার গুণের ইয়ত্তা নাই। তুমি যথোচিত নিগ্রহানুগ্রহে নিয়তনিরত। তোমার জ্ঞান অপ্রতিহত। তুমি, যমনিয়ম-পরায়ণ জনগণের চিত্তে নিয়ত অবস্থান করিয়া থাক। তোমাকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। তুমি কর্ম্মফলের অধীন নহ। নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তূয়মান হইয়া থাকে। বৈধ বা অবৈধ কোন কর্ম্ম করণেই তোমার শঙ্কা নাই। নিত্যানন্দময়ি! মৎকৃত এই স্তব নিগমসদৃশ প্রামাণিক করিয়া দাও। ১০১।

বিশ্বজননি। যিনি নিজ তেজোরাশিদ্বারা জগন্মণ্ডলব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্য দীপশিখাদ্বারা

টিপ্পনী।—স্তব সমাধানান্তে অভিপ্রেত বর প্রার্থনা করা হইল। ১০১।

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং
হারাভিরামকুচমম্বুরুহায়তাক্ষম্।
লীলাত্মকং হিমমহীধরকন্যকাখ্যং
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্॥ ১০৩॥

মঞ্জীরেত্যাদি। হিমমহীধরকন্যকা আখ্যা যস্যাঃ তৎ জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ং দীপম্ অহমীড়ে ইত্যুচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তরপ্রবিষ্টা। কিম্ভূতং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্তম্ ঈশ্বররূপেণ বর্ত্তিনা প্রকাশীভূতম্॥ ১০৩॥

নীরাজিত করিলে যেরূপ হয়, সুধার আকর চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্দ্রকান্তমণি-নিঃসৃত অমৃত বিন্দুদ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিলে যেরূপ হয়, সমুদ্রসলিলদ্বারা সলিলরাশি সমুদ্রের তর্পণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্যদ্বারাই তোমার স্তব করিলাম।১০২

যাঁহার চরণযুগল মণিময় মঞ্জীরে শোভমান হইতেছে, যাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলি-পরিশোভিত, যাঁহার স্তনতট তারহারে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার লোচনত্রয় বিদলিত কমলদলের ন্যায় আয়ত, যিনি লীলাময়ী, এই নিখিল জগৎ যাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ, তাদৃশ হিমালয়কন্যকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ, ঈশ্বররূপ দীপশিখাদ্বারা নিরন্তর সমুজ্জ্বল রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার স্তব করিয়া পরিশেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি। ১০৩।

টিপ্পনী।—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তুমি পূজ্য ও তুমিই পূজক। তোমা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। ১০২।

ইত্থং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্দেবতাসিন্ধুনা
শ্রীসৌন্দর্য্যসুধানদীস্তুতিরিয়ং কৃপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ।
আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দ্দশশতাবৃত্ত্যা নরৈঃ সাধকৈ-
স্তান্ কুর্ব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্॥১০৪॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমানন্দলহরীস্তোত্রং
সমাপ্তম্॥

ইত্থমিত্যাদি। সুগমম্॥ ১০৪॥
ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা
সমাপ্তা।

টিপ্পনী।—মায়ার মলিন অংশ পৃথক্‌কৃত হইয়া অবিদ্যাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। মায়ার শুদ্ধসত্ত্ব অংশে অর্থাৎ নির্ম্মল অংশে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইলেই সেই বিশুদ্ধ মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য মায়া, শক্তি, দেবী, ভগবতী, জগজ্জননী, বিশ্বমাতা, চৈতন্যময়ী ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়েন। শিবও এইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য। প্রদীপ বলিলে যেরূপ দীপশিখাসমেত প্রদীপ বুঝায়, মায়া বলিলেও সেইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট মায়ার বোধ হইয়া থাকে। প্রদীপ ও বর্ত্তি ব্যতিরেকে যেমন শূন্যে দীপশিখার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মায়া ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অস্তিত্ব লক্ষিত হইতে পারে না। মায়া ও ব্রহ্ম উভয়কে পরস্পর পৃথক্ করা যায় না কিন্তু যদি পৃথক্ করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কাহারও অস্তিত্ব লক্ষিত হইত না। আমরা যে শক্তির উপাসনা করি, তিনিই মায়া-প্রতিফলিত চৈতন্য, সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অথবা তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। ১০৩।

যিনি বাগ্দেবতারূপ নদীর পক্ষে নদনদীপতি সাগরস্বরূপ, যিনি ভগবান্ শঙ্করের মূর্ত্ত্যন্তর, সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তব রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সুধানদীস্বরূপ অর্থাৎ ইহা পাঠ করিলে শ্রীমান্ ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারা যায়। এই স্তব বিবিধ বিচিত্র গুণে বিভূষিত। যে সাধক, শক্তিদেবীকে হৃদয়মন্দিরে ধারণপূর্ব্বক এই স্তব একসহস্রবার পাঠ করেন, তিনি অসাধারণ কবি হইয়া উঠেন এবং রাজগণের মুকুটরত্নে তাঁহার চরণকমল সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে।১০৪।

টিপ্পনী।—এই শেষোক্ত শ্লোকটী শঙ্করাচার্য্যের কৃত নহে। তাঁহার শিষ্য গুরুর মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক এতৎপাঠের ফলশ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ১০৪।

প্রকাশকের প্রার্থনা।

মাতঃ! তোমার এই হৃদয়গ্রাহী স্তব পাছে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমরা টীকা অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসমেত ইহা মুদ্রাঙ্কনপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইহাতে যাহা কিছু গুহ্যবিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, অথবা মনুষ্যসুলভ ভ্রান্তিনিবন্ধন যাহা কিছু অর্থগত বা তাৎপর্য্যগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহা, জ্ঞানবিষয়ে দীনহীন সন্তান বলিয়া আপনি করুণার্দ্র হৃদয়ে ক্ষমা করেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ।

—•—